গ্লোবাল ডায়ালগ

১৪.২

একাধিক ভাষায় বছরে ৩ টি সংখ্যা

ম্যাগাজিন

International Sociological Association

আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান
সারি হানাফির একটি সাক্ষাৎকার

থোরা বিয়র্ক স্যান্ডবাগ
হেলে হ্যাগলুন্ড

দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা ও বর্ণবাদকরণ

ক্যারোলিনা ভেস্টেনা
এরিক সেজেন
মেরি স্টিলার
রুস ভিসার
ক্রিস্টিন হাজকি
সারাহ ভন বিলারবেক
কেসেনিয়া ওকসামিতনা

প্রবৃদ্ধি-হ্রাস এবং বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচার হিসেবে উত্তর-নিস্কাশনবাদ

মিরিয়াম ল্যাং
বেনগি আকবুলুত
তাতিয়ানা রোয়া আভেন্ডানো
পাবলো বার্টিনাট
জো রান্দ্রিয়ামারো

মুক্ত আন্দোলন

আনা সিলভিয়া মনজোন
কারমেন গেমিতা ওয়ারজো ভিদাল
জুলিয়ান রেবন
কার্লোস দ্যা জেসাস গোমেস- আবারকা

তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

নাদিয়া বাউ আলী
রে ব্রাসিয়ের

উন্মুক্ত বিভাগ

> বণ্টন নাকি ব্যবহার? শ্রম দ্বন্দ্বের পরিবেশগত মাত্রা
> মধ্যপ্রাচ্যেও ডিজিটাল প্রযুক্তির দ্বৈত সংকট
> গাজার শিক্ষাবিদদের পক্ষ থেকে খোলা চিঠি

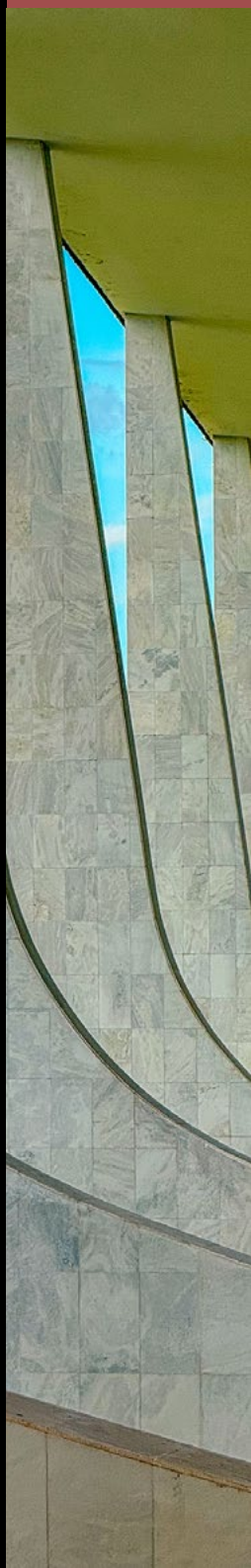

জিডি
খন্ড ১৪ সংখ্যা ২/ আগস্ট ২০২৪
https://globaldialogue.isa-sociology.org/

> সম্পাদকীয়

গ্লোবাল ডায়ালগের এই সংখ্যাটি প্রস্তুতিকালীন সময়ে, ইসরাইল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধে গাজা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে যা আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। এজন্য এই সংখ্যাটি শুরু এবং শেষ হয়েছে গাজার যুদ্ধের উপর লেখা দিয়ে। আমাদের নিয়মিত সাক্ষাৎকারে নরওয়ের সমাজবিজ্ঞানীরা থোরা বিয়র্ক স্যান্ডবার্গ ও হেলে হ্যাগলুন্ড, সাবেক আই-এসএ প্রেসিডেন্ট সারি হানাফির সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। হানাফি একজন সিরীয়-প্যালেস্টাইনি, তিঁনি দ্বিতীয় ইন্তিফাদা ও আল-আকসা ইন্তিফাদার সময় প্যালেস্টাইনে বাস করেছিলেন। এ কারনে, কীভাবে একটি 'স্পেসিও-সাইডাল' ইসরায়েলি প্রকল্পের অধীনে জীবনযাপন করা যায় বিষয়ে তিঁনি বাস্তব প্রত্যক্ষ্য অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এই সাক্ষাৎকারে তিনি গাজায় চলমান যুদ্ধ নিয়ে তার অভিমত দিয়েছেন। তিঁনি ইসরায়েলি সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি একটি প্রতিষ্ঠানিক বয়কটের আহ্বান জানিয়েছেন এবং যুদ্ধের কিছু সাধারণ বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেছেন যা তিঁনি আংশিক বা ভুল মনে করেন।

এই সংখ্যায়, দক্ষিণ-দক্ষিণ এবং উত্তর-দক্ষিণ সম্পর্ক নিয়ে দুটি বিষয়ভিত্তিক বিভাগ সাজানো হয়েছে। প্রথমটি আয়োজন করেছেন ক্যারোলিনা ভেস্টেনা, এরিক সেজনে, এবং মেরি স্টিলার। এটি দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতাকে উচু-নিচু ভেদাভেদ এবং বর্ণবাদী প্রক্রিয়ার গতিবিধি দ্বারা পরীক্ষা করছে। তারা দাবি করছেন যে বৈশ্বিক সহযোগিতার চ্যালেঞ্জগুলো বিশ্লেষণ করার জন্য দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতাকে সহায়তা করে এমন সব ধরনের আধিপত্যের দিকে নজর দেওয়া জরুরি। এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং প্রতিষ্ঠিত বর্ণবাদী প্রক্রিয়ার সমস্যা নিয়ে কথা বলেছে।

পরবর্তী বিভাগে বৈশ্বিক উত্তরে প্রবৃদ্ধি হ্রাস (de-growth) এবং বৈশ্বিক দক্ষিণের পোস্ট-এক্সট্রাকটিভিস্ট বিকল্পগুলির মধ্যে সম্ভাবনাগুলি অনুসন্ধান করেছে। এই বিভাগে বিভিন্ন প্রবন্ধগুলি আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো: বৈশ্বিক অসমতা এবং উত্তর-দক্ষিণ সম্পর্ক; সবুজ প্রবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিউপনিবেশিক বৈশ্বিক জোট; 'ন্যায্য প্রতিবেশ-সমাজ' রুপান্তরের কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করার প্রয়োজনীয়তা (অথবা জনসাধারণের শক্তি রুপান্তরের দিকে অগ্রসর হওয়ার বিভিন্ন পথ); ও একটি বিউপনিবেশিক জলবায়ু ন্যায়বিচার আন্দোলন যা মূলত পুঁজিবাদের বিকল্প এবং জীবনের প্রতিরক্ষায় ভিত্তি প্রদান করে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই প্রবন্ধ সমূহ বৈশ্বিক উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে 'ইকোসোশ্যাল প্যাক্টের' বৃহত্তর সংলাপ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে যা *দ্য জিওপলিটিকস অব গ্রিন কলোনিয়ালিজম: গ্লোবাল জাস্টিস অ্যান্ড ইকোসোশ্যাল ট্রানজিশনস* বই এ চিত্রিত হয়েছে।

'মুক্ত আন্দোলন' বিভাগে, লাতিন আমেরিকার চারটি দেশে সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রতিবাদ এবং সামাজিক আন্দোলনের ভূমিকার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। আনা সিলভিয়া মনজোন গুয়াতেমালায় কিভাবে আদিবাসী ও জনপ্রিয় সমর্থকরা বর্তমান প্রগতিশীল রাষ্ট্রপতি, সমাজবিজ্ঞানী বের্নার্ডো আরেভালো, এর নির্বাচনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা বিশ্লেষণ করেছেন। কারমেন গেমিতা ওয়ারজো চিলিতে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তনের প্রত্যাশা, তার পরাজয়ের কারণ ও আন্দোলনের পরবর্তী রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া, জুলিয়ান রেবন আর্জেন্টিনার রাস্ট্রপতি মাইলির একশত কর্মদিবসের মধ্যে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সূচনা বিশ্লেষণ করেছেন এবং জেসাস গোমেস- আবারকা মেক্সিকোর আইওটিজিনাপা থেকে হারিয়ে যাওয়া ৪৩ শিক্ষার্থীর ঘটনার প্রেক্ষিতে ১০ বছরের দায়মুক্তি নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন।

তাত্ত্বিক বিভাগে, নাদিয়া বাউ আলী এবং রে ব্র্যাসিয়ের বেকার জনগোষ্ঠীর একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে 'উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা' ধারণাটির ওপর বিশদ আলোকপাত করেছেন। এই মৌলিক প্রবন্ধটি আলামেদা ইনস্টিটিউটের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এখাওে প্রকাশিত হলো।

সবশেষে, আমাদের 'উমুক্ত বিভাগে' প্রথম প্রবন্ধে সাইমন শ্যাউপ শ্রমের দ্বন্দ্ব পুঁজিবাদী শ্রম প্রক্রিয়া এবং পরিবেশগত সংকটের সম্পর্ক বিষয়ে আমাদের কি শিক্ষা দেয় তা আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধে, কাতারের সমাজবিজ্ঞানীরা মোহামেদ যাইয়ানি ও জো এফ. খলিল মধ্যপ্রাচ্যে ডিজিটাল রূপান্তরের প্রধান প্রবণতা এবং তার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করেছেন। সর্বশেষ প্রবন্ধটি একটি আহ্বান - সম্ভবত আরও বেশি- যা গাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫৮ জন প্যালেস্টাইন শিক্ষাবিদ এবং কর্মী দ্বারা সই করা হয়েছে। তারা বিশ্বব্যাপী শিক্ষাবিদদের এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আহ্বান জানিয়েছেন যাতে তারা ইসরায়েলের প্রচারণার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে এবং তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পুনর্নির্মাণে সহায়তা করে। সারি হানাফি এই সংখ্যার প্রথম সাক্ষাৎকারে বলেছেন শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সামাজিক এবং নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। আমি আরও বলব যে, যদি আমরা উর্ধ্বতনত্ব, উপনিবেশবাদী এবং কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করি তবে কোনও গ্লোবাল ডায়ালগ আসলেই সম্ভব নয়।■

ব্রেনো ব্রিঞ্জেল, গ্লোবাল ডায়ালগের সম্পাদক

> গ্লোবাল ডায়ালগ একাধিক ভাষায় পাওয়া যাবে এর ওয়েবসাইটে।

> গ্লোবাল ডায়ালগ-এ লেখা জমা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ: globaldialogue@isa-sociology.org

> সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক: Breno Bringel.

সহকারী সম্পাদক: Vitória Gonzalez, Carolina Vestena.

সহযোগী সম্পাদক: Christopher Evans.

নির্বাহী সম্পাদক: Lola Busuttil, August Bagà.

পরামর্শক: Michael Burawoy, Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

আঞ্চলিক সম্পাদনা পর্ষদ:

আরব বিশ্ব: (লেবানন) Sari Hanafi, (তিউনেশিয়া) Fatima Radhouani, Safouane Trabelsi

আর্জেন্টিনা: Magdalena Lemus, Juan Parcio, Dante Marchissio.

বাংলাদেশঃ হাবিবউল হক খন্দকার, খায়রুল চৌধুরী, মুমিতা তানযীলা,শেখ মোহাম্মদ কায়েস, মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, বিজয় কৃষ্ণ বণিক, আবদুর রশীদ, মো. সহিদুল ইসলাম,মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, সরকার সোহেল রানা, হেলাল উদ্দীন, মাসুদুর রহমান, ইয়াসমিন সুলতানা, ড. রাসেল হোসাইন, এস. এম. আনোয়ারুল কায়েস শিমুল,একরামুল কবির রানা, ফারহীন আক্তার ভূঁইয়া, খাদিজা খাতুন, আরিফুর রহমান, রুমা পারভীন, রাশেদ হোসেন, মো. শাহীন আক্তার, সুরাইয়া আক্তার, আলমগীর কবির, তাসলিমা নাসরিন, নূর এ হাবিবা মুক্তা

ব্রাজিল: Fabrício Maciel, Andreza Galli, José Guirado Neto, Jéssica Mazzini Mendes, Ricardo Nóbrega.

ফ্রান্স/স্পেন: Lola Busuttil.

ভারত: Rashmi Jain, Manish Yadav.

ইরান: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Elham Shushtarizade, Ali Ragheb.

পোল্যান্ড: Aleksandra Biernacka, Anna Turner, Joanna Bednarek, Urszula Jarecka.

রোমানিয়া: Raluca Popescu, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Bianca Elena Mihăilă.

রাশিয়া: Elena Zdravomyslova, Daria Kholodova.

তাইওয়ান: Wan-Ju Lee, Tao-Yung Lu, Chien-Ying Chien, Zhi Hao Kerk, Mark Yi-wei Lai, Yun-Jou Lin, Yu-wen Liao, Yun-Hsuan Chou.

তুরস্ক: Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

*"আলোচনায় সমাজবিজ্ঞান" অংশে নরওয়ের সমাজবিজ্ঞানি থোরা বিয়র্ক স্যান্ডবার্গ এবং হেলে হ্যাগলুন্ড **গাজায় চলমান যুদ্ধ** নিয়ে আই এস এ-এর প্রাক্তন সভাপতি সারি হানাফির সঙ্গে আলোচনা করেছেন।*

*বিষয়ভিত্তিক অংশ **"দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা এবং বর্ণবাদ"** দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার অন্তর্নিহিত বিস্তৃত শোষণের রূপ তুলে ধরে প্রধান বৈশ্বিক সহযোগিতা চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণের চেষ্টা করে।*

*বিষয়ভিত্তিক অংশ "উন্মুক্ত আন্দোলন" লাতিন আমেরিকার চারটি দেশে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলিতে **প্রতিবাদ ও সামাজিক আন্দোলনের ভূমিকার** একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করে।*

প্রচ্ছদ ছবি: প্ল্যানাল্টো প্রাসাদ, ব্রাসিলিয়া। কৃতজ্ঞতা: লুকাস লেফা @lleffa, ২০২৪।

GD

SAGE **প্রকাশনীর** উদার অনুদানে-
গ্লোবাল ডায়ালগ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে

> এই ইস্যুতে

সম্পাদকী ২

> আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান

গাজায় যুদ্ধ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দায়িত্ব
সারি হানাফির একটি সাক্ষাৎকার
থোরা বিয়র্ক স্যান্ডবাগ এবং হেলে হ্যাগলুন্ড, নরওয়ে ৫

> দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা ও বর্ণবাদকরণ

দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতায় শ্রেণিভেদ এবং বর্ণবাদকরণ
ক্যারোলিনা ভেস্টেনা, জার্মানি, এরিক সেজেন, নেদারল্যান্ডস , এবং মেরি স্টিলার ৯

'গ্লোবাল সাউথ' ধারণা এবং এর অসমাপ্ত বর্ণবাদবিরোধী
মেরি স্টিলার ১১

আফ্রিকা-চীন মুখোমুখি অবস্থায় বর্ণবাদের প্রাধান্য
এরিক সেজনে এবং রুস ভিসার, নেদারল্যান্ডস ১৩

অ্যাঙ্গোলা এবং কিউবার (১৯৭৫-১৯৯১) দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার অগ্রযাত্রা
ক্রিস্টিন হাজকি, জার্মানি ১৫

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় বর্ণভিত্তিক পদবিন্যাস কি ভেঙে দেওয়া যেতে পারে?
সারাহ ভন বিলারবেক, কেসেনিয়া ওকসামিতনা, ইউকে ১৭

>প্রবৃদ্ধি-হ্রাস এবং বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচার হিসেবে উত্তর-নিষ্কাশনবাদ

ডিগ্রোথ, বৈশ্বিক অসমতা ও আর্থসামাজিক ন্যায়বিচার
মিরিয়াম ল্যাং, ইকুয়েডর ১৯

নারীবাদী অবগ্রসরতা এবং ইকোসোশ্যাল ট্রানজিশন
বেনগি আকবুলুত, কানাডা ২২

কিভাবে একটি ন্যায্য এবং জনপ্রিয় শক্তি রুপান্তর বিনির্মাণ করতে হবে?
তাতিয়ানা রোয়া আভেন্ডানো, কলম্বিয়া এবং পাবলো বার্টিনাট, আর্জেন্টিনা ২৫

(প্যান) আফ্রিকার পরিবেশ-নারীবাদী আন্দোলনসমূহ
জো রান্দ্রিয়ামারো, মাদাগাস্কার ২৮

> মুক্ত আন্দোলন

গুয়াতেমালায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ১০৬ দিনের উপাখ্যান
আনা সিলভিয়া মনজোন, গুয়াতেমালা ৩১

চিলিতে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার ব্যর্থতার পর সামাজিক আন্দোলন
কারমেন গেমিতা ওয়ারজো ভিদাল, চিলি ৩৪

মিলেই সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সূচনা
জুলিয়ান রেবন, আর্জেন্টিনা ৩৭

আয়োৎসিনাপা: দশ বছরের অন্যায় বিচারহীনতা
কার্লোস দ্যা জেসাস গোমেস- আবারকা, মেক্সিকো ৩৯

> তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

বণ্টন নাকি ব্যবহার? শ্রম দ্বন্দ্বের পরিবেশগত মাত্রা
নাদিয়া বাউ আলী এবং রে ব্রাসিয়ের, লেবানন ৪১

> উন্মুক্ত বিভাগ

বণ্টন নাকি ব্যবহার? শ্রম দ্বন্দ্বের পরিবেশগত মাত্রা
সাইমন শাউপ, সুইজারল্যান্ড ৪৫

মধ্যপ্রাচ্যেও ডিজিটাল প্রযুক্তির দ্বৈত সংকট
মোহাম্মদ জায়ানি এবং জো এফ. খলিল, কাতার ৪৭

গাজার শিক্ষাবিদদের পক্ষ থেকে খোলা চিঠি
গাজার শিক্ষকবৃন্দ ৪৯

"ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বয়কট প্রায়শই বাতিলকরণের সংস্কৃতির হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র । অন্যদিকে, প্রাতিষ্ঠানিক বয়কট, সক্রিয় নিপীড়ক শক্তির সাথে প্রতিষ্ঠানগুলির জটিলতাকে তাক করে।"

সারি হানাফি

> গাজায় যুদ্ধ

এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দায়িত্ব

সারি হানাফির একটি সাক্ষাৎকার

সারি হানাফি, অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলিস্তিনি শিবিরে। কৃতজ্ঞতা: ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

সারি হানাফি বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক, সেন্টার ফর আরব অ্যান্ড মিডল ইস্টার্ন স্টাডিজের পরিচালক এবং আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অফ বৈরুতের ইসলামিক স্টাডিজ প্রোগ্রামের সভাপতি। তিনি ব্রিটিশ অ্যাকাডেমির সংশ্লিষ্ট ফেলো এবং আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতির (২০১৮-২০২৩) প্রাক্তন সভাপতি। তিনি ধর্মের সমাজবিজ্ঞান, ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের উপর জবরদস্তিমূলক (বলপ্রয়োগ) স্থানান্তরের সমাজবিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার রাজনীতির উপর অসংখ্য প্রবন্ধ ও বইয়ের লেখক। একজন সিরিয়ান-ফিলিস্তিনি হিসেবে, হানাফি ফিলিস্তিনে বসবাস করতেন যখন দ্বিতীয় ইন্তিফাদা, আল-আকসা ইন্তিফাদা হয়েছিল। একটি 'আঞ্চলিক দখলদারিত্বমূলক' (spacio-cidal) ইসরায়েলি প্রকল্পের অধীনে বসবাস করতে কেমন লাগে তা তিনি নিজেই অভিজ্ঞতা নিয়েছিলেন। এই কথোপকথনে, তিনি গাজায় চলমান যুদ্ধের উপর তার ভাবনাচিন্তা উপস্থাপন করেন, ইসরায়েলি প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বয়কট করার আহবান জানান এবং যুদ্ধ সম্পর্কে প্রচলিত কিছু সাধারণ ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করেন, যা তিনি অপর্যাপ্ত বা ভুল বলে মনে করেন। **থোরা বিয়র্ক স্যান্ডবার্গ** ও **হেলে হ্যাগলুন্ড** কর্তৃক এই সাক্ষাৎকারটি ২০২৪ সালের মে মাসে নেয়া হয়েছিল, যারা Sosiologen.no-এর সদস্য, যা অসলো ভিত্তিক একটি সম্পাদকীয় প্রকল্প, নরওয়েজিয়ান সমাজবিজ্ঞান সংস্থার অংশ এবং অসলোমেট, বার্গেন বিশ্ববিদ্যালয়, এনটিএনইউ, অসলো বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রমসো বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা সমর্থিত।

থোরা বিয়র্ক স্যান্ডবাগ (টিবিএস) এবং হেলে হ্যাগলুন্ড (এইচএইচ): প্রফেসর হানাফি, ৭ অক্টোবরের হামলার পর আপনার তাৎক্ষণিক চিন্তা কি ছিল? গাজায় চলমান যুদ্ধকে আপনি যেভাবে দেখেন (বা ছিলেন) তাকে কি এটি প্রভাবিত করেছিলো?

সারি হানাফী (এসএইচ): যুদ্ধ ১৯৪৭ সালে শুরু হয়েছিল এবং বিভিন্ন পর্বে চলতে থাকে। আমি ৭ অক্টোবরের ফিলিস্তিনি হামলাকে দেখছি উপনিবেশের এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এবং এই উপনিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের। মূলত ২০০০ সাল থেকেই, যখন ইসরায়েলি সরকারই হোক বা জনমতই হোক, যারা 'অসলো শান্তি প্রক্রিয়া' বাস্তবায়ন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল,

>>

হিংসাত্মকভাবে দ্বিতীয় ইন্তিফাদায় যুক্ত হয়েছিলো তারা পশ্চিম তীর দখল এবং গাজা বস্তি অবরোধে নিযুক্ত ছিল, তা খুবই কুৎসিত ছিল (*জাতিসংঘের পরিসংখ্যান* অনুযায়ী, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ও বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা নিহত ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুর সংখ্যা ইসরায়েলিদের চেয়ে ২১ গুণ বেশি, যার সাথে জমি দখল, সম্প্রসারণ ও অবৈধ বসতি স্থাপন ইত্যাদি যোগ করা উচিত), এর কারণে আমাদের কি ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে সুন্দর প্রতিরোধের আশা করা উচিত? সমাজতাত্ত্বিকভাবে, এটি ঐচ্ছিক চিন্তা। তারপরও একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে, যে তার সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে ভাবছেন, আমার একটা অবস্থান নেওয়া দরকার। কেউ কেউ হামাসকে মুক্ত করতে এই অঞ্চলে ইসরায়েলি সহিংসতার ইতিহাস ব্যবহার করেছেন।

বিপরীতে, অন্যরা যুক্তি দেয় যে, ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে নৈতিক ভারসাম্য দাবি করা - যাদের জীবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে - অন্যায্য। কিন্তু সম্ভবত হামাসের ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে নৈতিক রায় দিতে আমাদের মধ্যে কিছু ঢিলেঢালা ভাব আছে কারণ আমরা জানি না যে, একইরকম ভয়ংকর পরিস্থিতিতে একটি বন্দী শিবিরে বসবাস করলে আমরা কীভাবে আচরণ করতাম বা প্রতিক্রিয়া জানাতাম। এটি শেষ পর্যন্ত আমার দৃষ্টিভঙ্গি যে, বেসামরিক ও যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য করে না, এমন যে কোনও আক্রমণ অবশ্যই নিন্দা করা উচিত। কিন্তু আমি অবশ্যই উপনিবেশের অধিবাসীদের সহিংস উপায়ে উপনিবেশ স্থাপনকারীদের প্রতিহত করার অধিকারকে নিন্দা করি না।

টিবিএস এবং এইচএইচ: সম্প্রতি অসলো বিশ্ববিদ্যালয় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অ্যাকাডেমিক বয়কটকে না বলেছে এবং একই সাথে আন্তর্জাতিক আইনের সমস্ত লঙ্ঘনের নিন্দা করে এবং অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং গাজা উপত্যকা ও ইসরায়েলে বেসামরিকদের বিরুদ্ধে হামলা বন্ধ করার দাবি জানায়। এই ধরনের অবস্থানের ক্ষেত্রে আপনার চিন্তা কি?

এসএইচ: আমি পণ্ডিত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব উন্নত করতে বলব। ঔপনিবেশিক বা কর্তৃত্ববাদী শক্তির সাথে সম্পর্ক আছে এমন যেকোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক বয়কট করার নৈতিক বাধ্যবাধকতায় আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয়। আমি শুধু ইসরায়েলি প্রতিষ্ঠানসমূহ নয়, সিরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও বয়কট করার আহবান জানাবো। প্রাতিষ্ঠানিক বয়কটের ধারণা প্রায়ই উদার গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে ব্যবহৃত হয়, তবুও যখন ইসরায়েলের ক্ষেত্রে আসে, তখন এই দেশগুলি অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতার প্রশ্ন সামনে এনে ঢিলেঢালা অবস্থান নেয়। ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বরাবরই এটা করে আসছে; ইউক্রেন আক্রমণের পরে রাশিয়ার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এবং তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদী শাসনের বিরুদ্ধে বয়কটের কথা মনে রাখবেন। আমার মনে আছে প্যালেস্টাইন সেন্ট্রাল ব্রুরো অফ স্ট্যাটিস্টিকসের একজন ফিলিস্তিনি সহকর্মী যার ২০০৮ সালে ফ্লোরেন্সের ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে একটি অ্যাকাডেমিক কর্মশালায় অংশ নেওয়ার কথা ছিল। কর্মশালার তারিখের দুই দিন আগে আমন্ত্রণটি হঠাৎ করে প্রত্যাহার করা হয়েছিল, কারণ সেই সময়ে হামাস নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল এবং কর্মশালার অর্থায়ন করেছিল ইইউ। আমার নিজের বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অফ বৈরুত (অটই), আমরা স্টেট ডিপার্টমেন্টের ডাটাবেজ ব্যবহার না করে অটই-তে জুম টক-এ কোনো বহিরাগত স্পিকার বা নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারীকে আমন্ত্রণ জানাতে পারি না। ইউএসএআইডি থেকে কিছু তহবিল পাওয়ার জন্য সম্মতি প্রয়োজন। এই ডাটাবেজ অনুসারে, আমরা ইরানি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ জানাতে পারি না।

আজ আমি মনে করি, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত, আন্তর্জাতিক বিচার আদালত ও জাতিসংঘের গাজা যুদ্ধকে গণহত্যার আধা-যোগ্যতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, যে ইসরায়েলি প্রতিষ্ঠানগুলিকে বয়কট করা নৈতিকভাবে বাধ্যতামূলক। ইতোমধ্যে ২০২১ ও ২০২২ সালে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ইসরায়েলি মানবাধিকার গোষ্ঠী বিত্তেসেলেম ও ইয়েশ দিনও কিন্তু ইসরায়েলকে বর্ণবাদী রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করেছে।

আমি সবেমাত্র একজন ইসরায়েলি পণ্ডিত মায়া উইন্ড এর লেখা *টাওয়ারস অফ আইভরি অ্যান্ড স্টিল: হাউ ইসরাইলি ইউনিভার্সিটিস ডিনাই প্যালেস্টাইনিয়ান ফ্রিডম* নামে দুর্দান্ত বইটি পড়া শেষ করেছি। এই বইটি স্পষ্টভাবে ইসরায়েলি রাষ্ট্রের কাঠামোগত বর্ণবাদই দেখায় না কারণ জাতিগত বৈষম্য আইনে লেখা আছে কিন্তু ইসরায়েলি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কীভাবে ইসরায়েলি নিপীড়নের ব্যবস্থার সাথে জড়িত। তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসরায়লি সামরিক বাহিনীর সাথে অনেক অংশীদারিত্ব রয়েছে: সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, সামরিক অফিসারদের সেখানে শিক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া, প্রযুক্তি প্রদান, বিচারবহির্ভূত হত্যার জন্য নৈতিকতা ইত্যাদি। উইন্ড যুদ্ধে সামরিক ইউনিট অফিসারদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ 'এরেজ' বিএ প্রোগ্রামের উদাহরণ দেন। দ্বৈত-মেজর ডিগ্রির মধ্যে একটি অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম রয়েছে যা সামরিক 'আগ্রহের ক্ষেত্রগুলির' উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যা যুক্ত থাকে মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান, ব্যবসায় বা প্রকৌশলের অন্য একটি প্রোগ্রামের সাথে।

ইরেজ প্রোগ্রামে, সামরিক বাহিনী ব্যাখ্যা করে, "সামরিক এবং অ্যাকাডেমিক প্রশিক্ষণ একে অপরের সাথে জড়িত,' যেখানে ক্যাডেটরা 'বেসামরিক থেকে অভিজাত যোদ্ধায়' রূপান্তরিত হয়।" অন্য আটটি ইসরায়েলি বিশ্ববিদ্যালয় একই কাজ করে (এর মধ্যে দুটি দখলকৃত পশ্চিম তীরে রয়েছে), ইসরায়েলি আঞ্চলিক, জনসংখ্যাগত, এবং সামরিক প্রকল্পগুলিকে সমর্থন করার জন্য ইসরায়েলি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এবং এর মাধ্যমে বিকশিত দক্ষতা, অবকাঠামো এবং প্রযুক্তিগুলি অফার করে। মানবিক এবং সামাজিক বিজ্ঞানে ইসরায়েলিরা ঔপনিবেশিক প্রত্নতত্ত্ব (ফিলিস্তিনি অঞ্চল থেকে নিদর্শন চুরি), আইনি অধ্যয়ন, মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়ন এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা প্রশিক্ষণে সহযোগিতা করে।

একই সময়ে, আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে ইসরায়েলি একাডেমিয়া কিছু মহান, সাহসী পণ্ডিত তৈরি করতে সফল হয়েছে যারা ক্ষমতার কাছে সত্য কথা বলে। আমি অন্যদের মধ্যে লেভ গ্রিনবার্গ, ওরেন ইফতাচেল ও ইভা ইল্যুজের কথা ভাবছি। দুই ইসরায়েলি দার্শনিক ও বন্ধু আদি ওফির এবং মিশেল গিভোনি, *দ্য পাওয়ার অফ ইনক্লুসিভ এক্সক্লুশন: এনাটমি অব ইসরাইলি রুল ইন দি অকুপাইড প্যালেস্টাইনিয়ান টেরিটরি* এর সাথে আমার সহ-সম্পাদিত বইটি দেখে এটি উপলব্ধি করা আকর্ষণীয় যে, বেশিরভাগ ইসরায়েলি অবদানকারীদের এখন অবস্থান রয়েছে ইসরায়েলের বাইরে। আমি জানি যে তাদের ইসরায়েলি একাডেমিয়া ত্যাগ করার পর্যায়ে হয়রানি করা হয়েছিল। হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নাদেরা শালহাউব-কেভরকিয়ান যে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন, যার চুক্তি স্থগিত করা হয়েছিল এবং যাকে ইসরায়েলি পুলিশ গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল, তা শুধু ৭ অক্টোবর থেকে নয় বরং অনেক আগে থেকে শোনা অনেক গল্পের মধ্যে একটি।

টিবিএস এবং এইচএইচ: এই বয়কট সম্পর্কে, কিন্তু বিডিএস (বয়কট, বিনিয়োগ এবং নিষেধাজ্ঞা) এর অন্তর্ভুক্ত অন্য দুটি আইটেম সম্পর্কে আপনার চিন্তা কী?

এসএইচ: আমি এটা দেখে খুব অবাক হয়েছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ এনডোমেন্ট এখন কোটিপতিদের হেজ ফান্ডের অংশ। এই কোটিপতিরা সর্বাধিক লাভ করতে আগ্রহী, প্রায়শই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং অন্যান্য অনেক দেশে অস্ত্র ও তামাক শিল্পে লাভজনক বিনিয়োগের দিকে তাকিয়ে থাকে। কি একটি সম্পূর্ণ বিপরীত: আমরা আমাদের ছাত্রদের তথাকথিত 'উদারতাবাদী শিল্পকলা' শেখাই আর অর্থায়ন করার সময় অস্ত্র/তামাক-সামরিক-স্বৈরাচারী-ঔপনিবেশিক কমপ্লেক্সে? আমাদের ইসরায়েলি শিল্প থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য একই যুক্তি ব্যবহার করা উচিত, যা আমরা এত গবেষণা থেকে জানি যে, এটি ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারী ঔপনিবেশিক এবং বর্ণবাদী সামরিক প্রকল্পগুলির সাথে কতটা জড়িত এবং তাদের অনুমোদন দেয়।

টিবিএস এবং এইচএইচ: কেউ কেউ যুক্তি দিতে পারে যে বিডিএস হল এক ধরনের ইহুদি-বিরোধীতা...

এসএইচ: ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত একটি ঔপনিবেশিক, এমনকি যদি

>>

কেউ কেউ এটিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ট্র্যাজিক প্রেক্ষাপটে প্রতিদ্বন্দী জাতীয়তাবাদ হিসাবে দেখেন। এমনকি এই সংস্করণে, একটি জাতীয়তাবাদী দল অন্য জাতীয় দলকে অপসারণ করে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনি অঞ্চল (পূর্ব জেরুজালেমসহ) এবং গাজা দখলকৃত ভূমি। সেখানে একজন দখলদার আছে যার দৈনন্দিন ঔপনিবেশিক ও বর্ণবাদের অনুশীলন রয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রয়েছে। ইহুদিদের প্রতি ঘৃণা বা ইহুদি বিদ্বেষ নিয়ে কথা বলা আমার কাছে অর্থহীন। আজ, গণহত্যার বস্তুগততা এবং প্রকাশিত চিত্রগুলি মানবতায় বিশ্বাসী যে কোনও মানুষকে ক্ষুব্ধ করে। একটি বিষয় হিসাবে ইহুদি বিদ্বেষ আজ বিতর্ক এবং আলোচনার পথ বন্ধ করে দেয়। বর্ণবৈষম্যের শাসনের সময় লোকেরা যখন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অ্যাকাডেমিক এবং অর্থনৈতিক বয়কটের ডাক দিয়েছিল তখন আমি দক্ষিণ আফ্রিকা বিরোধী বা আফ্রিকা-বিরোধী মতামতের কথা কখনো শুনিনি। আমি নিশ্চিত যে, বেশিরভাগ ইউরোপীয় একাডেমিয়া রাশিয়ার প্রতিষ্ঠানকে বয়কট করে। আমি কখনই লোকেদের বলতে শুনিনি যে, এটি রাশিয়া বিরোধী। বলা হচ্ছে, বিশ্বের কিছু অংশে ইহুদি বিদ্বেষ প্রাণবন্ত, কিন্তু ইহুদিবাদ বিরোধী বা ইসরায়েলি ঔপনিবেশিক অনুশীলনের সমালোচনার সাথে এটিকে মিশ্রিত করা খুবই বিভ্রান্তিকর।

টিবিএস ও এইচএইচ: কেউ কেউ যুক্তি দিতে পারে যে 'নদী থেকে সমুদ্র পর্যন্ত, ফিলিস্তিন স্বাধীন হবে' স্লোগানটি ইহুদিবিরোধী।

এসএইচ: এটি অবশ্যই একটি খারাপ ব্যাখ্যা যে, বেশিরভাগ কর্মী এটি ব্যবহার করে। ইউরো-আমেরিকান গোলকের বিক্ষোভে, আমি অনেক ব্যানার এবং বিক্ষোভকারীদের সাক্ষাৎকার দেখেছি, যাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এটি তার সমস্ত বাসিন্দাদের জন্য একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আহবান ছিল। এর মানে এটি যে নামেই ডাকা হোক না কেন: ফিলিস্তিন/ইসরায়েল বা তৃতীয় কোনো নাম। এমনকি হামাসের নেতৃত্বের ৩ নম্বর ক্রমে থাকা, মুসা আবু মারজুক *সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে* স্পষ্ট করেছেন যে, এক-রাষ্ট্র সমাধান হল এক মানুষ, এক ভোট, ব্যক্তির ধর্ম যাই হোক না কেন। 'নদী থেকে সমুদ্র পর্যন্ত' এই স্লোগানটি পছন্দ করার কারণ হলো রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারী ঔপনিবেশিক অনুশীলনের একটি প্রতিক্রিয়া। আসুন ভুলে গেলে চলবে না যে, নেতানিয়াহুর নিজের দল লিকুডের চার্টে এই স্লোগান রয়েছে। আরও খারাপ, নদীটি জর্ডান নদী নয় বরং তা ইউফ্রেটিস। হলোকাস্টের স্মৃতি ইউরোপে প্রাণবন্ত রয়ে গেছে, এবং আমি বুঝতে পারছি যে, ৭ই অক্টোবর হামাসের হামলা, যা বেসামরিক ও যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য করে না, কিছু স্মৃতিকে আন্তরিকভাবে ফিরিয়ে এনেছে। কিন্তু এই পুরনো প্রজন্মের এটাও বোঝা উচিত যে, কেন তরুণরা তাদের উগ্রবাদী স্লোগান দিয়ে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী কীভাবে নারী ও শিশুদের হত্যা করছে এবং ক্ষুধার্ত করছে, গাজায় তাদের স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করছে তা দেখে মানুষ হিসেবে তাদের অভিজ্ঞতাকে প্রতিফলিত করা উচিত যাকে কিছু পণ্ডিত *'স্কলাস্টিসাইড'* বলে অভিহিত করছেন। যাইহোক, আমার স্বীকার করা উচিত যে, তরুণরা প্রায়শই একই সামগ্রী দেখে না: শুধু আল জাজিরার সাথে ডিড-ব্লিউ নিউজ এবং ফ্রান্স ২৪ এর তুলনা করুন। এই কারণেই আমাদের অবশ্যই ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে একটি সংলাপের জায়গা তৈরি করতে হবে যাতে বিভিন্ন দলকে বিভিন্ন যুক্তির মুখোমুখি হতে হয়।

টিবিএস এবং এইচএইচ: কেউ যদি বলে যে, একটি প্রাতিষ্ঠানিক বয়কট অন্যের সংস্কৃতি বাতিল করার মতোই, তাহলে আপনি কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবেন?

এসএইচ: ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বয়কট প্রায়শই বাতিলকরণের সংস্কৃতির হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র (যেমন, একজন বক্তাকে বিচ্ছিন্ন করা, ব্যক্তিত্বের মর্যাদা অপসারণ করা)। অন্যদিকে, প্রাতিষ্ঠানিক বয়কট, সক্রিয় নিপীড়ক শক্তির সাথে প্রতিষ্ঠানগুলির জটিলতাকে লক্ষ্য করে। ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলের দখলদারিত্ব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দ্বারা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন হিসাবে স্বীকৃত, যেমনটি ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শাসন। প্রাতিষ্ঠানিক বয়কটকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিরোধের শেষ অবলম্বন হিসেবে বোঝা উচিত। এই অর্থে, এটি ইসরায়েলি সংস্কৃতি বাতিল নয় বরং বিশ্ববিদ্যালয়-সামরিক কমপ্লেক্সকে দুর্বল করে। এই ধরনের একটি বয়কটের আহবান আমাকে দুই ইসরায়েলি দার্শনিকের সাথে একটি বই সহ-সম্পাদনা করতে বাঁধা দেয়নি। এটি করার মাধ্যমে, আমি ফিলিস্তিনি ও ইসরায়েলি উভয় পণ্ডিতদের একে অপরকে পড়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে চাই: কোন মতকে বাতিল করা উচিত নয়।

টিবিএস এবং এইচএইচ: এই ধরনের পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব কি?

এসএইচ: নীরবতা মানে জটিলতা। ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যের ক্ষেত্রে যেমনটি ছিল কয়েক দশক ধরে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিবাদ, উন্মুক্ত আলোচনা ও আধিপত্যবাদী কর্তৃপক্ষের রাজনীতি নিয়ে মতবিরোধের স্থান। এগুলি মুক্ত বক্তৃতার একটি স্থান, যা কেবল তখনই কাজ করে, যখন সেখানে জোরালো পালটা বক্তব্য থাকে। আমি তাই, অন্যের সংস্কৃতি বাতিল করার যে কোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, তা রাজনৈতিক, সামাজিক, বা জাতি এবং লিঙ্গ সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সাথে সম্পর্কিত হোক না কেন।

টিবিএস এবং এইচএইচ: আপনি 'স্পেসিও-সাইড' ধারণাটি তৈরি করেছেন। এর অর্থ কী? এবং ৭ই অক্টোবর হামলার আগে ফিলিস্তিনের পরিস্থিতি সম্পর্কে মনোযোগ ও সচেতনতা (বা এর অভাব) সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন?

এসএইচ: ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে, আমি *দ্বিতীয় ইন্তিফাদার* শীর্ষে অধিকৃত ফিলিস্তিনে বসবাস করতাম। সেই সময়ে আমি 'আঞ্চলিক-দখলদারিত্ব' (*স্পেসিও-সাইড*)-এর এই ধারণাটি তৈরি করেছি, কারণ আমি ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের প্রশ্ন এবং সংঘাতের রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান উভয় বিষয়েই আগ্রহী ছিলাম। ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারী ঔপনিবেশিক প্রকল্পটি দীর্ঘকাল ধরে "স্পেসিও-সাইডাল" (গণহত্যার বিপরীতে) যে, এটি ফিলিস্তিনিদের মূল ভূমি থেকে বহিষ্কারের লক্ষ্যে কাজ করে। ফিলিস্তিনি জনগণের বসবাসের স্থানকে লক্ষ্যবস্তু করে এই নীতি ফিলিস্তিনি জনগণের স্থানান্তরকে বাধ্য ও অনিবার্য করে তোলে।

স্প্যাসিও-সাইড হল এমন একটি ইচ্ছাকৃত মতাদর্শ যা ইহুদিদের জন্য আরো বেশি এবং ফিলিস্তিনিদের জন্য কম জমির একীভূত যুক্তিকে তুলে ধরে। এটি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যা ফিলিস্তিনি প্রতিরোধের ক্রিয়াকলাপ সহ পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে। এটি বিভিন্ন 'সাইড' এর চূড়ান্ত পরিণতি, যা ফিলিস্তিনিদের চলাফেরায় বিধিনিষেধের মাধ্যমে ফিলিস্তিনি ভূমিকে বসবাসের অযোগ্য করে তোলে, ফিলিস্তিনি নেতাদের হত্যা করে (রাজনীতি-সন্ত্রাস), ফিলিস্তিনি কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় ভূগর্ভস্থ জল চুরি করে এবং ফিলিস্তিনিদের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সক্ষমতা (অর্থনৈতিক-অর্থনীতি) হ্রাস করে। ইসরায়েলি সামরিক-বিচারিক-বেসামরিক এপারেটাসের বিভিন্ন দিক বর্ণনা ও প্রশ্ন করার মাধ্যমে, আমি দেখাই যে, স্পেসিও-সাই-ডাল প্রকল্পটি এমন একটি শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভব হয়েছিল যা তি-নটি নীতি স্থাপন করে: উপনিবেশ (আরও জমি বাজেয়াপ্ত করা), বিচ্ছিন্নতা (ইসরায়েলি ভূমি এবং ফিলিস্তিনি ভূমির মধ্যে), ও ব্যতিক্রমের অবস্থা, যা এই দুটি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী নীতিগুলির মধ্যে মধ্যস্থতা করে। এখন ইসরায়েলি ঔপনিবেশিক প্রকল্পটি 'আঞ্চলিক-দখলদারিত্ব' (স্পাসিও-সাইডাল) থেকে রূপান্তরিত হয়ে গণহত্যার নীতিতে চলে গেছে।

টিবিএস এবং এইচএইচ: ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে একটি শেষ প্রশ্ন। ফিলিস্তিন/ইসরায়েলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার চিন্তা কি (বড় প্রশ্ন, আমি জানি)? আপনি কী ইতিবাচক এবং আশাবাদী? আপনার কি একটি 'স্বপ্ন দৃশ্যকল্প' আছে?

এসএইচ: একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে যিনি দেখেছেন যে ফিলিস্তিন-ইসরায়েলের সংঘাত কতটা রক্তক্ষয়ী, অবিলম্বে একটি একক-রাষ্ট্র সমাধান

>>

কল্পনা করা খুব কঠিন, তবুও দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান হিসেবে ফিলিস্তিন-ইসরায়েলে একটি বহুজাতিক উদার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত। এর অর্থ হল দুটি চেম্বার প্রতিষ্ঠা করা: একটি সমস্ত নাগরিকের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি মোকাবেলা করার জন্য 'এক ব্যক্তি, একটি ভোট' নীতি প্রতিফলিত করে; দ্বিতীয়টিতে, দুটি জাতীয়তাবাদী দল (ইহুদি, আরব) তাদের স্বায়ত্তশাসনের দৈনন্দিন বিষয় নিয়ে বিতর্ক করে। আমার ইসরায়েলি সহকর্মী, সমাজবিজ্ঞানী জুলি কুপার, এই সম্পর্কে কিছু আকর্ষণীয় চিন্তাভাবনা করেছিলেন। তবুও, এটি ২০০৭ সালের হাইফা ঘোষণার চেতনাকে প্রতিফলিত করে, যা নাদিম রুহানা, নাদেরা শালহাউব-কেভরকিয়ান এবং অন্যান্যদের দ্বারা সহ-লিখিত এবং অনেক ফিলিস্তিনি পণ্ডিত এবং কর্মী দ্বারা স্বাক্ষরিত। তবে আরও জরুরিভাবে, গাজায় বর্তমান ইসরাইলি গণহত্যা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। এই যুদ্ধে মূলধারার রাজনৈতিক দল এবং অনেক বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের জড়িত থাকার জন্য তাদের বিরুদ্ধে আমাদের নতুন প্রজন্মকে, আমাদের ছাত্রদের, বিশজুড়ে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে দিতে হবে। রানা সুকারিহের ভাষায়, তাদের সংগ্রাম ঔপনিবেশিক বিরোধী তৃতীয় বিশ্বের আন্তর্জাতিকতাবাদী কল্পনাকে প্রতিফলিত করে। হুররে এমন একটা সংহতির জন্য! ■

সরাসরি যোগাযোগ: সারি হানাফি <sh41@aub.edu.lb>
Twitter: @hanafi1962

অনুবাদ:
মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, অপরাধতত্ত্ব ও পুলিশ বিজ্ঞান বিভাগ, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।
ইমেইল: jahirul.cps@mbstu.ac.bd

> দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতায়

শ্রেণিভেদ এবং বর্ণবাদকরণ

ক্যারোলিনা ভেস্টেনা, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যাসেল, জার্মানি; **এরিক সেজেন,** ইউট্রেক্ট ইউনিভার্সিটি, নেদারল্যান্ডস এবং **মেরি স্টিলার***

এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনে ১৯৫৫ সালের ২০ এপ্রিল বান্দুং-এর মেরদেকা ভবনে অর্থনৈতিক বিভাগের এক প্লেনারি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কৃতজ্ঞতা: পাবলিক ডোমেইন

আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার একটি অন্যতম দৃঢ় চরিত্র হল দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা (SSC)। এর অনেক ঐতিহাসিক উদাহরণ রয়েছে যার মধ্যে অন্যতম হল- বান্দুং সম্মেলন, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এবং প্যান-আফ্রিকানিজম, যেগুলো ১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকে আফ্রিকা ও এশিয়ায় উপনিবেশকরণ আন্দোলনের পটভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিল। আরও সাম্প্রতিক কিছু উদাহরণ, বিশেষত ২০০০ সাল পরবর্তী সময়ের উদাহরণ ব্রাজিল, ভারত, চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো উদীয়মান শক্তিগুলোর দ্বারা কৌশলগত বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব এবং রাজনৈতিক প্রভাব এর ক্ষেত্রে পাওয়া যেতে পারে। তাদের নিজ নিজ দল যেমন- ব্রীকস (BRICS) এর উত্তর-নেতৃত্বাধীন বিশ্বায়নের সাথে সাথে অসন্তোষজনক উপায়ে ক্রমেই বিভিন্ন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও এটি নতুন ঘটনা নয়, তবুও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এসএসসি এবং সম্ভাব্য পাল্টা-আধিপত্যবাদী সম্পর্ক বিষয়ক *আখ্যানের পরিমান বৃদ্ধি* পেয়েছে।

যাইহোক, দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা অনেক ক্ষেত্রে যেমন ব্রীকস এর ক্ষেত্রে কেবল রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক শক্তি বাড়ানোর প্রচেষ্টাই নয় বরং তার চেয়ে অনেক কিছুকে অন্তর্ভূক্ত করে। *আরও বিস্তারিতভাবে* বলা যায় - এটি সম্পদ, দক্ষতা এবং প্রযুক্তির স্থানান্তর এবং বিনিময়ের সাথে *সম্পর্কিত*। এছাড়াও এতে ব্যবসা, শিক্ষা, বা শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার মাধ্যমে মধ্যস্থতা করা বিভিন্ন ধরনের আন্তঃব্যাক্তিক যোগাযোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যাকে প্রচলিতভাবে গ্লোবাল সাউথ বলা হয়। দক্ষিণ-দক্ষিণ সংহতি, বন্ধুত্ব, এবং পারস্পরিক সাহায্য এর মতো শর্তগুলো প্রায়শই এসএসসি কৌশল এবং অনুশীলনের বৈশিষ্ট্যগুলোকে বৈধতা দেওয়ার জন্য মোতায়েন করা হয়। এই শর্তগুলো দক্ষিণ দেশগুলোর নিজস্ব স্বার্থ এবং উন্নয়নের প্রেক্ষাপটের সাথে আরও অনুভূমিক এবং উপযুক্ত বলে ধরে নেয়া হয়।

দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার উপর এই ধরনের একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্লোবাল সাউথ দেশগুলোর সংস্থা, স্বাধীনতা এবং সম্পদশালীতার উপর জোর

>>

দেয়। এটি গ্লোবাল সাউথের বহুমুখী ধারণাকেও সংরক্ষণ করে কারণ তা এই ধারণাটির *ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ* প্রকাশ করে (উদাহরণস্বরূপ, *এই ইস্যুতে* স্টিলারের অবদান দেখুন)। বিকল্প বিশ্বায়ন বা জলবায়ু সংকট মোকাবেলার অভিনব উপায়গুলোর পক্ষে কথা বলে এমন সামাজিক আন্দোলনগুলোর ক্ষেত্রে *বহুজাতিক নেটওয়ার্কগুলোও* দক্ষিণ-দক্ষিণ সংহতির একটি ইতিবাচক ধারণা জাগিয়ে তোলে । কাজেই বলা চলে, এসএসসির ইতিবাচক চিত্রগুলো নিম্ন এবং ঊর্ধ্ব সকল দিক থেকে আহ্বান করা হয়েছে।

দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা কেবল আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্যে একটি সাধারণ অনুশীলন এবং দক্ষিণা কর্মী সংস্থাগুলোকে দৃষ্টিগোচর করার জন্য একটি অনুসন্ধানমূলক ধারণা হয় এবং এর এই ধরনের একটি অভ্যন্তরীণ ইতিবাচক চরিত্র থাকে, তাহলে আমরা কীভাবে এমন সহযোগিতা প্রকল্পের অভ্যন্তরের অসমতা এবং শ্রেণিভেদের স্থায়ীত্ব ব্যাখ্যা করতে পারি?

দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার সমালোচনামূলক লেখনী থেকে ইতিমধ্যেই দেখা যায় যে নিরপেক্ষ সহযোগিতা বলে কিছু নেই কেননা আন্তর্জাতিক বিনিময় এবং সহযোগিতাও আধিপত্যের (দেশীয়) সামাজিক সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে। এসব লেখনীর বেশিরভাগ অংশই পুঁজিবাদের যুক্তির উপর নির্মিত বৈশ্বিক শ্রেণিভেদের সমালোচনা করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ডু বোইস প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার উপর লেখা প্রবন্ধের একটি বিখ্যাত সিরিজ প্রকাশ করেছিলেন যেখানে তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে গ্লোবাল উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় দেশেই পুঁজিবাদী অর্থনীতির কাঠামোগত শক্তি বর্ণগত শ্রেণিভেদকে টিকিয়ে রাখে এবং শ্রমের বিভাজনের মধ্যেও নিজেকে প্রকাশ করে। এই ব্যাখ্যা, যা পুঁজিবাদী কাঠামো এবং বর্ণগত শ্রেণিভেদকে একত্রিত করতে চায় তা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার আধিপত্যের সম্পর্কের জটিলতার প্রতিফলনের জন্য অপরিহার্য।

যাইহোক, বেশিরভাগ দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা অধ্যয়ন এখনও কেবল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শ্রেণীভেদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। অন্যদিকে, এখানে বর্ণবাদকরণের উপাদান যেমন- এই ধরনের সম্পর্কগুলোর বর্ণবাদকরণ করা হয় কিনা এবং হলে তা কীভাবে হয় এই ধরণের প্রশ্নগুলোকে বাদ দেয়া হয়। ফলে, এই অধ্যয়ন বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার বাঁধাসমূহ এবং এর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলোকে বুঝতে পারার একটি এক-মাত্রিক দিকে নিয়ে যেতে পারে। অধিকন্তু, কেন এই ধরনের এসএসসি প্রকল্পগুলো দক্ষিণ থেকে বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক সহযোগিতার আখ্যানের প্রচারের মাধ্যমে বিতর্কমূলক বৈধতার জন্য প্রচেষ্টা করে সে সম্পর্কেও কোন ধারণা পাওয়া যায় না।

আমাদের মতে, বৈশ্বিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাঁধাগুলো বিশ্লেষণ করার জন্য দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার অধীনে আধিপত্যের বৃহত্তর রূপগুলো দেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এটাও মনে করি যে, এসএসসি-এর বহুমাত্রিক বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন স্তরে দ্বন্দ্বগুলো- সেটা রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা তৃণমূল কর্মীদের সম্পর্কের মধ্যেই হোক না কেন তা অধ্যয়ন করতে হবে। যদিও বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক সাহায্যের আখ্যান যা মূলত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার এই প্রচেষ্টাগুলোকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তা ক্ষমতার অপ্রতিসম সম্পর্ক এবং শ্রেণীবদ্ধ অবস্থানগুলোকে ছদ্মবেশিত করে। আমরা *ঝাঝঈ-তে গবেষণার একটি উদীয়মান* সূত্রে অবদান রাখতে চাই যা সম্ভবত এই ধরনের জটিলতাগুলো গ্রহণ করতে পারবে।

পরবর্তী নিবন্ধগুলোর সিরিজগুলোতে দেখা যায় যে, প্রতিসম সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সাহায্যের আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত ধারণার বাইরে, ঝাঝঈ-এর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা আন্তঃব্যক্তিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপের বর্ণভেদ দ্বারা চিহ্নিত এবং এটি শ্রেণীভেদ এবং পার্থক্যের গতিশীলতা তৈরি করে। বর্ণবাদের প্রক্রিয়াগুলো আন্তর্জাতিক স্তরের প্রতিষ্ঠান এবং কর্মীদের দ্বারা অন্যান্য (অর্থাৎ জনসংখ্যাকে জাতিগতভাবে আলাদা, সাধারণত/প্রায়শই কালো নাগরিক হিসাবে বিবেচনা করা হয়) এর দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে।

যেহেতু পূর্ববর্তী লেখনীগুলোতে প্রাথমিকভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শ্রেণিভেদের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, আমরা বর্ণবাদের অনুশীলনের উপর জোড়ালো নজর দিতে পারি, যদিও আমরা স্বীকার করি যে শ্রেণী, লিঙ্গ এবং নাগরিকত্বের অবস্থাসহ বৈশ্বিক স্তরবিন্যাসে বিভিন্ন নিয়ামক অবদান রাখে। আমাদের দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার আলোচনা বিভিন্ন দিককে প্রতিফলিত করার জন্য একটি অনুসন্ধানমূলক বিভাগ হিসাবে বর্ণবাদের সমস্যাযুক্ত সামাজিক ঘটনার সাথে জড়িত। প্রথমত, আমরা বিবেচনা করি যে এসএসসি -এর মধ্যে বর্ণবাদকরণ কীভাবে শ্রেণিভেদ এবং বিভক্ত সহযোগী গঠনের একটি রূপ হিসেবে কাজ করে। আমরা বিভিন্ন স্তরে এবং বিভিন্ন কর্মী মণ্ডলীর সমাবেশে বর্ণবাদকরণের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করি; উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এসএসসি রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক আন্দোলনের সাথে জড়িত। পরিশেষে, দক্ষিণ-দক্ষিণ বিনিয়োগ, শিক্ষামূলক প্রকল্প, বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের উপলব্ধিগুলোতে স্থানিকভাবে সংঘটিত উন্নয়ন এবং প্রকল্পগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে, কীভাবে এসএসসি স্থানীয়ভাবে বর্ণবাদকরণে অবদান রাখে সে সম্পর্কে একটি তৃণমূল দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করতে পারে।

দক্ষিণ-দক্ষিণ বৈশ্বিক সহযোগিতায় বর্ণবাদ নিয়ে বিতর্কের এই তিনটি মাত্রা, একদিকে, বৈশ্বিক সহযোগিতার মধ্যে শক্তির গতিশীলতার উপর এমনকি যখন এটি গ্লোবাল উত্তর এবং দক্ষিণের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা পরিবর্তন প্রসঙ্গেচ আরও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি দিতে পারে। অন্যদিকে, যখন এটি সমাজে বর্ণ-ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসের কাঠামোগত ভূমিকা এবং আধিপত্যের অন্যান্য রূপগুলোর সাথে এর আন্তঃসম্পর্ক, যেমন লিঙ্গ, শ্রেণী, বা জাতি-ভিত্তিক শ্রেণিভেদ এবং তারা কীভাবে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন স্তরে স্থায়ী হয়েছে এমন প্রসঙ্গেও এই আলোচনাটি ফলপ্রসূ হতে পারে।■

* লেখক একটি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন.

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
ক্যারোলিনা ভেস্তেনা <carolina.vestena@uni-kassel.de>
টুইটার: @carolinavestena
এরিক সেজনে <e.m.cezne@uu.nl>
টুইটার: @eric_cezne

অনুবাদ:
মোছাঃ সুরাইয়া আক্তার, শিক্ষার্থী, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।

> ‘গ্লোবাল সাউথ’ ধারণা

এবং এর অসমাপ্ত বর্ণবাদবিরোধী আদর্শ

মেরি স্টিলার*

গ্লোবাল সাউথ এবং গ্লোবাল নর্থ। কৃতজ্ঞতা: গ্লোবাল মেজরিটি উইকিমিডিয়া টেকনোলজি প্রায়োরিটিস।

ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুকর্ণো ১৯৫৫ সালের ১৮ এপ্রিল বান্দুং সম্মেলনে তার *উদ্বোধনী ভাষণে* ‘গ্লোবাল সাউথ’ দেশগুলো এবং বর্ণবাদের বিষয়টিকে নিম্নলিখিত উপায়ে সংযুক্ত করেছিলেন:

> ‘আমরা বিভিন্ন জাতির, আমরা বিভিন্ন সামাজিক পটভূমি ও সাংস্কৃতিক আদর্শের। [...] আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট আলাদা, এমনকি আমাদের ত্বকের রঙও আলাদা। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? মানবজাতি এগুলো ছাড়াও অন্যান্য বিবেচনায় ঐক্যবদ্ধ বা বিভক্ত। দ্বন্দ্ব বিভিন্ন ধরনের চামড়া থেকে নয়, ধর্মের বৈচিত্র্য থেকে নয়, বরং বিভিন্ন ধরনের কামনা-বাসনা থেকে আসে। আমি নিশ্চিত, আমরা সকলেই যেগুলো আমাদের অতিমাত্রায় বিভক্ত করে তার চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো দ্বারা একত্রিত। উদাহরণস্বরূপ, আমরা ঐক্যবদ্ধ ঔপনিবেশিকতার একটি সাধারণ ঘৃণা দ্বারা এটি যে ভাবেই প্রদর্শিত হোক না কেন। আমরা বর্ণবাদের একটি সাধারণ ঘৃণা দ্বারা ঐক্যবদ্ধ। এবং আমরা বিশ্বে শান্তি রক্ষা ও স্থিতিশীল করার জন্য একটি অভিন্ন সংকল্পের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ।’

গ্লোবাল সাউথকে এখানে উপনিবেশবাদ-বিরোধী, বর্ণবাদ-বিরোধী ও শান্তি-পন্থী প্রকল্প হিসেবে দেখানো হয়েছে। তবে এই ফোরামটি কীভাবে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা প্রক্রিয়াগুলো বিভিন্ন ধরণের বর্ণবাদী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে সেটি তুলে ধরে। যদি সত্যিই গ্লোবাল সাউথ একটি বর্ণবাদ বিরোধী প্রকল্প হয়ে থাকে, তবে এটি যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা এখনও অপূর্ণ।

> বর্ণবাদ এবং গ্লোবাল সাউথ

বর্ণবাদকে এখানে একটি প্রথা হিসাবে বোঝানো হয়েছে যার দ্বারা একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে একটি নির্দিষ্ট জাতিগত অর্থ বা গৎবাঁধা বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিশেষায়িত করা হয়। বর্ণবাদ ‘জাতি’ বিভাগের ওপর ভিত্তি করে শ্রেণিবদ্ধ সামাজিক কাঠামো বজায় রাখে। বর্ণবাদের ধারণা আমাদেরকে জাতিগত অসমতা বা বর্ণবাদের ফলে সৃষ্ট প্রথাগুলো অধ্যয়ন করতে সাহায্য করে। তাছাড়া শব্দটির ব্যবহার ‘জাতি’ এর অনুমিত জৈবিক প্রকারটি এড়ানোর একটি উপায় হতে পারে যার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। (এই বিষয়ভিত্তিক সমস্যাটির ভূমিকা দেখুন)।

যদিও বর্ণবাদবিরোধী আদর্শগুলো বাস্তবায়িত হয়নি, তবুও সামাজিক কল্পনা হিসেবে গ্লোবাল সাউথকে উপনিবেশযুক্ত রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান ও জনগণের মধ্যে এক ধরণের সংহতি তৈরির জন্য ক্রমাগত আহ্বান করা হয়েছে। বিশেষ করে *সরকার আন্তর্জাতিক সহযোগিতা* বা ‘উন্নয়ন উদ্যোগ’কে বৈধতা দেওয়ার জন্য প্রায়শই গ্লোবাল সাউথ সংহতির ভাষাকে একটি কৌশলগত অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে।

গ্লোবাল সাউথ একটি সমজাতীয় সত্তা নয় বরং এটি একটি ধারণা যা একটি কাঙ্ক্ষিত স্পষ্ট বর্ণবাদ বিরোধীতা দ্বারা আংশিকভাবে বৈধ। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল এই ক্ষেত্রগুলোতে গ্লোবাল সাউথ ধারণার গঠনমূলক সমালোচনা করা।

> ধারণাসমূহের একটি ত্রিমুখী তত্ত্ব

সাধারণভাবে, গ্লোবাল সাউথ ধারণাটি *গভীরভাবে অস্পষ্ট ও অসংজ্ঞায়িত*। সামাজিক কল্পনা হিসাবে এটি বর্ণবাদী অবিচারসহ বিভিন্ন অন্যায়কে পরাজিত করার পরিবর্তে টিকে থাকতে পারে।

স্লাইডার (২০১৭) ‘গ্লোবাল সাউথ’ ধারণাটিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করেন: ভৌগোলিক গ্লোবাল সাউথ, সাবঅল্টার্ন গ্লোবাল সাউথ ও নমনীয় রূপক হিসেবে গ্লোবাল সাউথ। ভৌগোলিক গ্লোবাল সাউথ বহুল ব্যবহৃত এবং এটি পূর্বে উপনিবেশিত, কাঠামোগতভাবে অনুন্নত এবং দারিদ্রপীড়িত (পূর্বে ‘তৃতীয় বিশ্ব’) অঞ্চলের সমষ্টি যেমন: ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়া। সমসাময়িক আলোচনায় ভৌগোলিক গ্লোবাল সাউথের ধারণাটি প্রাধান্য পেয়েছে। এটি জাতি-রাষ্ট্র ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে গঠিত এবং জাতিসংঘের মতো শক্তিশালী অতি-মানবীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা ব্যবহৃত হয়।

>>

গ্লোবাল সাউথের দ্বিতীয় মডেল, সাবঅল্টার্ন নব্য উদারনীতির জন্য বিশ্বজুড়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সাথে সম্পর্কিত যেটির কথা সর্বপ্রথম বলেন *আলফ্রেড লোপেজ* (২০০৭)। তারা 'সর্বজনীন' কারণ তারা একটি একক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। যখন লোপেজ একটি ভৌগোলিক অবস্থান থেকে 'দক্ষিণবাসীদের' কে আলাদা করেন তখন তিনি মূলত 'সাউথ' কে একটি 'শ্রেণী' হিসেবে চিন্তা করেন।

সবশেষে, তৃতীয় পঠনে গ্লোবাল সাউথকে একটি নমনীয় রূপক হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা একটি ভৌগোলিক বিন্যাসে বিন্যস্ত করা যায় না (যেমন ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়া) বা সামাজিকভাবে স্থির উপাদানে (শ্রেণীর মতো) বিবেচনা করা যায় না। বরং এটি আপেক্ষিক। কেননা এই তৃতীয় ধারণাটি কথিত শক্তিশালী উত্তর ও বঞ্চিত দক্ষিণের মধ্যে একটি রূপক সীমানা নির্দেশ করে। উদাহরণ হিসেবে বলতে গেলে ইতালির উত্তর ও দক্ষিণ সীমান্তের সাথে অথবা সচ্ছল জার্মান ও অধিকারবঞ্চিত জার্মান জনগোষ্ঠীর সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে। এটি বিমূর্ত কারণ এটি 'নমনীয়'। এটি ভৌগোলিক ও সামাজিক বৈষম্য এবং যেকোনো ধরনের অসমতার সাথে সম্পর্কিত।

গভীরভাবে বিবেচনা করলে দেখা যাবে তিনটি ধারণারই নিজস্ব সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। এছাড়াও, তারা একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক মুহূর্ত বা উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত। এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা জিজ্ঞাসা করি–গ্লোবাল সাউথ প্রথম কখন আবির্ভূত হয়েছিল এবং কখন এটি তৃতীয় বিশ্বের ধারণাকে প্রতিস্থাপন করেছিল?

ঐতিহাসিকভাবে শব্দটির উত্থান উপনিবেশকরণের সময়কাল এবং পূর্বে উপনিবেশিত জনগণের মধ্যে জাতীয় পরিচয়ের উত্থানের সাথে সম্পর্কিত। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ১৯৬০ ও ১৯৭০ এর দশকে বান্দুং (১৯৫৫) এর যুগান্তকারী ঘটনা, ১৯৬১ সালে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (ঘঅগ) এবং ১৯৬৪ সালে গ্রুপ - ৭৭ প্রতিষ্ঠার পর সাধারণভাবে 'গ্লোবাল সাউথ' শব্দটি ব্যবহৃত হতে শুরু করে। এটি ধীরে ধীরে নিন্দনীয় ধারণায় পরিণত হওয়া 'পশ্চিম' ও 'পূর্ব' এবং একই সাথে 'তৃতীয় বিশ্ব' এই শব্দগুলোকে প্রতিস্থাপন করেছে। 'গ্লোবাল সাউথ' শব্দটি একটি ন্যায্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি এবং আন্তঃরাজ্য ও আন্তঃআঞ্চলিক সমতার জন্য সংগ্রামের সাথে সংযুক্ত। এতে গ্লোবাল নর্থের পক্ষ থেকে নতুন দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান অন্তর্ভুক্ত।

> ভিন্নতা, অভ্যন্তরীণ বিভাজন ও অতিসরলীকরণের বিপদ

বেশিরভাগ পণ্ডিত একমত যে গ্লোবাল সাউথ এর ঐতিহাসিকভাবে প্রাচীনতম ও সর্বাধিক ব্যবহৃত পাঠ: ভৌগোলিক পাঠ - 'বাস্তব' বিশ্বকে বর্ণনা করার জন্য অত্যন্ত অসম্পূর্ণ একটি বিভাগ। উদাহরণস্বরূপ, ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে একটি বিশাল (ও ক্রমবর্ধমান) বৈচিত্র্য রয়েছে। চীন, ব্রাজিল, ভারত ওদক্ষিণ আফ্রিকা (দক্ষিণ ব্রিকস)সাথে বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ সোমালিয়া একই গুচ্ছবদ্ধ হতে পারে না বললেই চলে। বরং চীন ও ব্রাজিল *আফ্রিকার অনেক অঞ্চলে* বিশ্বব্যাপী অংশীদার হয়ে উঠেছে, এমন একটি উন্নয়ন যা 'দক্ষিণ' মোড়ক দ্বারা স্পষ্টতই নীরব হয়ে গেছে। তাছাড়া, ভৌগোলিক পঠন এই দক্ষিণী দেশগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিভাজনগুলোকে বাদ দেয়: এই দেশগুলোতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিশাল ব্যবধান। যেমন বিজয় প্রশাদ তার *পসিবল হিস্ট্রি অফ দ্য গ্লোবাল সাউথ* (২০১২) বইয়ে উল্লেখ করেছেন, সাউথ কখনই একটি সমজাতীয় সত্তা ছিল না, এটি নব্য উদারনীতিকে ঘিরে মতাদর্শগত পরিখাতে বিভক্ত ছিল।

তবুও, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, ভৌগোলিক পাঠ এই 'দক্ষিণাঞ্চলীয়' দেশগুলোর মধ্যে শ্রেণী, জাতি, লিঙ্গ ও আঞ্চলিক রেখা বরাবর লক্ষণীয় বিভাজন বাদ দেয়। সাবঅল্টার্ন গ্লোবাল সাউথ সম্পর্কে লোপেজের ধারণা 'শ্রেণী' বিভাজনের দিকে ইঙ্গিত করার চেষ্টা করে, এমনকি স্বীকার করে যে দারিদ্রকে প্রায়শই বর্ণবাদী করা হয় এবং মূলত 'শ্রেণী' বিভাজন করা হয়।

সুতরাং, যদি এখন অবধি গ্লোবাল সাউথের সমস্ত উপলব্ধ ধারণাগুলো বাস্তব বিশ্বের সঠিকভাবে বর্ণনা করতে ব্যর্থ হয়, তবে বলা বাহুল্য এই ধারণাগুলো মূলত বর্ণবাদকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট অসমতাগুলো কমিয়েছে। আমাদের কাছে কালো-সাদা বাইনারি ও ডিকোটোমিকে কেন্দ্র করে ইউরো-আমেরিকান রেফারেন্সের ফ্রেমের বাইরে চলে যায় এমন একটি ধারণার অভাব রয়েছে যেমনটি এই বিষয়ভিত্তিক সমস্যাটিতে দেখানো হয়েছে।

সুকর্নোর দক্ষিণের বর্ণবাদবিরোধী আদর্শগুলো অপূর্ণ থাকলেও, গ্লোবাল সাউথ কাল্পনিক হিসাবে পূর্বের উপনিবেশিত মানুষদের পাশাপাশি উত্তরের পণ্ডিতদের মধ্যে সংহতি তৈরির লক্ষ্যে ক্রমাগত আহ্বান জানিয়ে চলেছে। অনেক পণ্ডিত ও নিযুক্ত বুদ্ধিজীবীরা বিকল্প পদের অনুপস্থিতিতে এটি ব্যবহার করেন। তবে এটি প্রায়শই একটি বর্ণবাদবিরোধী, ঔপনিবেশিক-বিরোধী ও শান্তি-পন্থী বিশ্বের আহ্বান অব্যাহত রাখতে ন্যায্য এবং সামাজিকভাবে আরও প্রগতিশীল বিশ্বের সন্ধানে ব্যবহৃত হয় (স্নাইডার ২০১৭)।

তবুও, গ্লোবাল সাউথ একটি সমজাতীয় সত্তা নয়, তবে একটি ধারণা যা একটি স্পষ্ট বর্ণবাদবিরোধীর মাধ্যমে আংশিকভাবে বৈধতা দেয় যা এটি সরবরাহ করেতে ব্যর্থ। যেমন, ধারণাটির সমালোচনাহীন ব্যবহার আমাদেরকে বর্ণবাদ, স্বজাতিকতা ও ঔপনিবেশিকতার নতুন রূপগুলোতে অন্ধ বিশ্বাস করানোর মত বিপদের সাথে সম্পৃক্ত করে। ■

* লেখক ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন।

অনুবাদ:
তাসলিমা নাসরিন, রিসার্চ এসোসিয়েট,
বাংলাদেশ রিসার্চ ইন্সটিউট ফর ডেভেলপমেন্ট (বিআরআইডি), ঠাকুরগাঁও ।

> আফ্রিকা-চীন মুখোমুখি অবস্থায়

বর্ণবাদের প্রাধান্য

এরিক সেজনে, উট্রেক্ট বিশ্ববিদ্যালয়, নেদারল্যান্ডস এবং **রুস ভিসার,** আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়, নেদারল্যান্ডস

চায়না রোড অ্যান্ড ব্রিজ কর্পোরেশন (সি আর বি সি) কর্তৃক নির্মিত আইএলএ টুরস মহাসড়ক, থিয়েস, সেনেগাল। কৃতজ্ঞতা: ইয়িফান ইয়াং।

২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী মহামারী ও বিশ্বব্যাপী বর্ণবাদবিরোধী বিক্ষোভের শক্তিশালী সংমিশ্রণের মধ্যে চীনা শহর গুয়াংজুর *ঘটনাগুলো* আফ্রিকা-চীন সম্পর্কের বর্ণবাদের আলোচনাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল। কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বাস্তবায়িত পদক্ষেপগুলো অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আফ্রিকান এবং আফ্রিকান বংশোদ্ভূতদের প্রতি লক্ষ্য করে নেওয়া হয়েছিল। অনেকে উচ্ছেদ, গৃহহীনতা ও জনসম্মুখে বৈষম্যের মুখোমুখি হয়েছিল যা আফ্রিকান প্রবাসী ও সরকারগুলোর মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল।

আফ্রিকা-চীন সম্পর্ককে *ঐতিহ্যগতভাবে* দক্ষিণ-দক্ষিণ সংহতি ও সহানুভূতির ভিত্তিতে বন্ধুত্ব হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। এসবের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি, বিশেষ করে ২০০০ -এর দশকের শুরুর দিক থেকে সুযোগের আধিক্যের জন্ম দিয়েছে। তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। উভয় দিকে ভ্রমণ, অভিবাসন ও ব্যবসায়ের উৎসাহ গতিশীল বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও সাংস্কৃতিক বিনিময়কে উৎসাহিত করেছে। তবুও ক্রমবর্ধমান যোগাযোগ জাতিগত বৈষম্য, সন্দেহ ও বিচ্ছিন্নতার উদাহরণগুলোর দিকে পরিচালিত করেছে। সেজন্য গুয়াংজুর সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো একটি সাক্ষ্য হিসাবে দাঁড়িয়েছে।

আফ্রিকা-চীন সম্পর্কের বর্ণবাদ ও বর্ণবাদী কুসংস্কার - জটিল ঐতিহাসিক ও বৈশ্বিক গতিশীলতার মধ্যে নিহিত। গুরুত্বপূর্ণভাবে বলা যায়, এই বিষয়গুলো চীনা দৃষ্টিভঙ্গি এবং আফ্রিকানদের সাথে আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কারণ, বর্ণবাদ বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। বর্ণবাদ বা সামাজিক সম্পর্কের জাতিগত অর্থ ও শ্রেণিবিন্যাসের সম্প্রসারণ - উভয় দিক থেকেই ঘটে, যা চীনে আফ্রিকার মানুষদের এবং আফ্রিকায় চীনা মানুষদের একইভাবে প্রভাবিত করে।

> চীনে আফ্রিকানদের অবস্থা

গুয়াংজু ছাড়াও চীন জুড়ে আফ্রিকান বিরোধী (সাধারণত কৃষ্ণাঙ্গ বিরোধী) মনোভাবের অসংখ্য ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ১৯৮০ এর দশকের *'ক্যাম্পাস-বর্ণবাদ'*, যেখানে আফ্রিকান শিক্ষার্থীরা তাদের চীনা সহকর্মীদের কাছ থেকে জাতিগতভাবে অনুপ্রাণিত প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল। চীনা নারীদের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে চীনা সমাজকে 'দূষিত' করছে বলে আফ্রিকানদের চিত্রিত করা হয়েছিল। তাদেরকে অনগ্রসর, অলস এবং চীনের সহায়তার অযোগ্য বলে মনে করা হয়েছিল।

এই ধরনের বর্ণবাদী চিন্তাভাবনা সময়ের সাথে সাথে অব্যাহত রয়েছে এবং বর্তমানে উইচ্যাট ও ওয়েইবো'র মতো *চীনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে* একটি জায়গা খুঁজে পেয়েছে, যেখানে আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী অপবাদের মুখোমুখি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। চীনা ব্যবহারকারীরা প্রায়শই আফ্রিকা ও আফ্রিকানদের একটি অবমাননাকর চিত্র তৈরি করে যা চীনের সাম্প্রতিক সাফল্য ও উন্নয়নের বিপরীতমুখী। আফ্রিকানদের অলস, অযোগ্য ও যৌন আগ্রাসী হিসাবে বর্ণবাদী করে চীনারা নিজেদেরকে কঠোর পরিশ্রমী, যোগ্য ও শ্রদ্ধাশীল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। এই চিত্রটি চীনে কৃষ্ণাঙ্গতা ও জাতিগত পরিচয়ের *ঐতিহাসিক নির্মাণকে* প্রতিফলিত করে

>>

যা প্রায়শই সাংস্কৃতিক ও জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার সাথে জড়িত। বিশেষ করে বিদেশী ও অন্যান্য চীনা সংখ্যালঘুদের উপর প্রভাবশালী হান গোষ্ঠীর সাথে এটি জড়িত।

বর্তমানে প্রায় ৫০০,০০০ আফ্রিকান অভিবাসী চীনে বাস করে। তাঁরা স্থানীয় জনগণের সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়ায় বর্ণবাদের বিভিন্ন ধারণার সম্মুখীন হন। যদিও কেউ কেউ স্বাগত বোধ করে ও বৈষম্যমূলক আচরণকে অজ্ঞতার জন্য দায়ী করে, অন্যান্যরা অতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচরণের বাঁধা দেয়। প্রায়শই চীনে বর্ণবাদী বৈষম্যকে প্রাথমিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক হিসাবে দেখা হয়। ১৯৮০ এর দশকের 'ক্যাম্পাস-বর্ণবাদ' এর বিপরীতে *প্রায়শই (অবৈধ) আফ্রিকান বাসিন্দা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী কর্তৃপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে*, যাদেরকে আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে অভিবাসন ও আইন প্রয়োগকারী ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে দেখা যায়। দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চুক্তি বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় অনেকে আফ্রিকার সরকারগুলোকে চীনে তাদের নাগরিকদের অভিযোগের সমাধান করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য *দোষারোপ* করেছেন। এরকম হতাশাও যুক্ত হয়েছে যে, চীনা অভিবাসীরা আফ্রিকায় ভিসা ও অনুমতি সুরক্ষিত করতে তুলনামূলকভাবে সহজ মনে করে, যতোটা না চীনে আফ্রিকান নাগরিকরা নানাবিধ ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।

চীন সরকার ধারাবাহিকভাবে বর্ণবাদী বিতর্ককে খাটো করে দেখেছে, আফ্রিকান বিরোধী মনোভাবের ঘটনাগুলোকে বিচ্ছিন্ন বলে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং জোর দিয়ে বলেছে যে বর্ণবাদ একটি পশ্চিমা সমস্যা। তবে গুয়াংজুতে বহুল প্রচারিত ঘটনা এবং আফ্রিকান প্রবাসী ও সরকারগুলোর প্রতিবাদের পরে চীনা কর্তৃপক্ষ বর্ণবাদী কুসংস্কারের অস্তিত্ব সতর্কতার সাথে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। বিশেষ পরিস্থিতিতে বৈষম্যমূলক আচরণগুলো রোধ করার জন্য প্রতীকী ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছে, যেমন কোভিড-১৯ বিধিনিষেধ চলাকালীন জনসমাগমস্থলে প্রবেশের সুবিধার্থে *স্বাস্থ্য অ্যাপ ব্যবস্থায় বিদেশিদের প্রবেশাধিকার উন্নত করা।*

যাইহোক, এই ধরণের পদক্ষেপগুলো বর্ণবাদ ও বৈষম্যকে পদ্ধতিগত ও বিস্তৃত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে আনুষঙ্গিক ও স্থানীয় সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করে। চীন বর্ণবাদবিরোধী এজেন্ডাসহ মানবাধিকার সুরক্ষা ও সক্রিয়তাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করায় গভীর চ্যালেঞ্জ অব্যাহত রয়েছে। রাজনৈতিক এবং গণমাধ্যমের উপর সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও, এটি চীনা সমাজের মধ্যে (অনলাইনে) বর্ণবাদী বক্তৃতা ও আচরণ রোধ করার জন্য এখনও উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করেনি।

> আফ্রিকায় চীনাদের অবস্থা

আফ্রিকায় চীনাদের উপস্থিতি অনুসন্ধান করার সময় বর্ণবাদী বৈষম্য ও উত্তেজনা সাধারণত শ্রম সম্পর্কের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়, বিশেষ করে চীনা নির্মাণ প্রকল্পগুলোতে। চীনা নিয়োগকর্তা, ব্যবস্থাপক ও শ্রমিকরা তাদের আফ্রিকান সহযোগী যাদেরকে অলস, অনির্ভরযোগ্য ও অবিশ্বস্ত হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে, তাদের কাজের অভ্যাস ও রীতিনীতির কথা উল্লেখ করার সময় বর্ণবাদী আচরণ প্রকাশের জন্য *সমালোচিত* হয়েছে। চীনাদের বিরুদ্ধে *আত্ম-বিচ্ছিন্নতায় জড়িত থাকার অভিযোগও করা হয়েছে*: যেমন, বৈচিত্র্যকে অপছন্দ করার কারণে তাঁরা বাসস্থান, ভাষা ও সামাজিকীকরণ চর্চার ক্ষেত্রে আফ্রিকানদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখাকে বেছে নিয়েছে। তা সত্ত্বেও অন্যান্যরা আফ্রিকায় চীনা বর্ণবাদের সাম্প্রদায়িক পাঠের বিরুদ্ধে *সতর্ক করেছেন*। আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে শ্রম বৈষম্য ও আত্ম-পৃথকীকরণের নিদর্শনগুলো দীর্ঘকাল ধরে (এবং এখনো রয়ে গেছে) মহাদেশে পশ্চিমা উপস্থিতির একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে রয়েছে এবং চীনাদের দ্বারা ভাষা অর্জন ও সামাজিক একীভূতকরণের সফল ঘটনা রয়েছে।

একই সঙ্গে আফ্রিকার স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে বৈরিতা ও চীনবিরোধী মনোভাব দেখা দেয়। *চিন্তার একই ধারা* পরামর্শ দেয় যে আফ্রিকান এজেন্সিকে স্বীকার করে চীনাদের আফ্রিকান বর্ণবাদকেও বিবেচনায় নেওয়া উচিত। আফ্রিকায় চীনবিরোধী মনোভাব বেশিরভাগই অর্থনৈতিক গোষ্ঠী থেকে আসে যারা চীনা উদ্যোক্তা ও শ্রমের সাথে সরাসরি প্রতিযোগিতায় রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যারা চাকরি হারিয়েছে বা অনিশ্চিত কাজের অবস্থার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। প্রায়শই আফ্রিকায় লুণ্ঠনমূলক বা নব্য-ঔপনিবেশিক কার্যকলাপে জড়িত *'হলুদ বিপদ'* হিসাবে চীনকে নেতিবাচক চিত্রিত করা এই অনুভূতিগুলোকে প্রশস্ত করতে অবদান রাখে। যেগুলো পশ্চিমা নীতি ও মিডিয়া চিত্রায়নে বেশ প্রচলিত। এটি বোঝায় যে আফ্রিকা-চীন সম্পর্কগুলোও বহিরাগত শক্তির দ্বারা বর্ণবাদী হয়, যার মধ্যে সাদাত্ব, কালোত্ব এবং চীনাত্বের মধ্যে একটি জটিল আন্তঃক্রিয়া জড়িত।

আফ্রিকান নেতারা মাঝে মাঝে রাজনৈতিক লাভের জন্য চীনাদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাবকে পুঁজি করে, কখনও কখনও *বর্ণবাদী জাতীয়তাবাদের কৌশল অবলম্বন করে।* তদন্তকে সরিয়ে দিতে এবং দুর্বলতার সময়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা সংহত করতে ক্ষমতাসীন এলিটদের জন্য চীনের সমালোচনা একটি সুবিধাজনক হাতিয়ার হিসাবে কাজ করতে পারে; যদিও বিরোধী দলগুলো ক্ষমতাসীন দলগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চীনবিরোধী বক্তব্য ব্যবহার করতে পারে। এটির একটি *উল্লেখযোগ্য উদাহরণ* হচ্ছে জাম্বিয়ার রাজনীতিবিদ মাইকেল সাতা, যিনি ২০১১ সালে চীনবিরোধী প্ল্যাটফর্মে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রচারণা চালিয়েছিলেন। তবে দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি তার বাগাড়ম্বর পরিবর্তন করেন এবং সক্রিয়ভাবে চীনের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখেন।

তবুও এই গতিশীলতাকে প্রাসঙ্গিক করা এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডগুলোকে আলাদা করা সবসময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আফ্রিকার অনেক রাষ্ট্র জুড়ে স্থানীয় জনগণ *সাধারণত চীনাদের স্বাগত* জানায় চীনের বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও সামগ্রিক উন্নয়ন সাফল্যের প্রশংসা করার মাধ্যমে। আফ্রিকানরা চীনের সাথে তাদের সম্পর্ককে মূল্যায়ন করলেও মহামারী চলাকালীন গুয়াংজুতে আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে শত্রুতার প্রতিক্রিয়ায় আফ্রিকান ইউনিয়নের ডেপুটি চেয়ারপারসন কোয়েসি কোয়ার্টে *ঘোষণা করেছেন যে*, তারা কোনভাবেই এ সম্পর্ককে এখন মূল্যায়ন করতে প্রস্তুত নয়। এটি জাতি-সম্পর্কিত বিষয়গুলোর রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং উভয় পক্ষের সাথে তাদের অর্থপূর্ণভাবে জড়িত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। বিকশিত ও ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিপূর্ণ বৈশ্বিক সংঘাতের মধ্যে প্রায়শই চীন-আফ্রিকান বন্ধুত্বকে টেকসই ও জোরদার করার জন্য এমনটি করা অত্যাবশ্যক। ■

সরাসরি যোগাযোগ:
এরিক সেজনে <e.m.cezne@uu.nl>
রুস ভিসার <rv_visser@outlook.com>

অনুবাদ:
মাসুদুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

> অ্যাঙ্গোলা এবং কিউবার (১৯৭৫-১৯৯১)

দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার অগ্রযাত্রা

ক্রিস্টিন হাজকি, লিবনিজ বিশ্ববিদ্যালয়, হ্যানওভার, জার্মানি।

১৯৭৫ সালে পূর্ব ফ্রন্টের অ্যাঙ্গোলান কমান্ডার এবং কিউবান মেজর জেনারেল ডাঙ্গারেক্স কিমেঙ্গা এবং কার্লোস ফের্নান্দেজ গন্ডিন। কৃতজ্ঞতা: আলফন্সো নারাঞ্জো রোসাবাল / উইকিমিডিয়া কমন্স।

দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী? এই সহযোগিতার প্রথম এবং সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এটা সরকার, প্রতিষ্ঠান, সশস্ত্র বাহিনী, এবং পূর্বের দুইটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের জনসংখ্যার মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সহযোগিতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আমি অ্যাঙ্গোলা এবং কিউবার উদাহরণ ব্যবহার করে এটি ব্যাখ্যা করবো। এর পাশাপাশি, যে বিশেষত্ব ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে এই সহযোগিতার উৎপত্তি হয়েছিল তার রূপরেখাও প্রদান করবো। বি-উপনিবেশায়নের যুগে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রে বিভাজনের প্রেক্ষাপটে এই সহযোগিতার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। যুগটি এখনো অবারিত আশার মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছিল যে পূর্বেকার ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দৃঢ় সংহতিই পারবে পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করতে। পাশাপাশি, এই আশা হলো পূর্বে উল্লেখিত দুইটি ব্যবস্থার বাইরে তাদের নিজস্ব বিকাশের পথ তৈরি করা।

কিউবা এবং অ্যাঙ্গোলার ঘটনাটি দুটি বামপন্থী প্রকল্পের মধ্যে সহযোগিতার একটি উদাহরণ: একটি হলো পিপলস মুভমেন্ট ফর দ্যা লিবারেশন অফ অ্যাঙ্গোলা (গচখঅ) এবং আরেকটি হলো কিউবার সরকার। আগেরটি (অ্যাঙ্গোলা) এখনও তার চূড়ান্ত গন্তব্য নির্ধারণ করতে পারেনি। পরেরটি (কিউবা) সমাজতন্ত্রের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। তবে সোভিয়েত ব্যবস্থার রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতাগুলো কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করছিল। আন্তর্জাতিকতাবাদী সংহতির নীতির উপর ভিত্তি করে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার লক্ষ্য ছিল একটি উপনিবেশবাদবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্তঃআটলান্টিক জোট প্রতিষ্ঠা করা যা মার্কিন আধিপত্যের বিরোধীতা করে। যেহেতু অ্যাঙ্গোলা খনিজ সম্পদে (তেল, আকরিক, হীরা) সমৃদ্ধ ছিল (এবং এখনও আছে), এই ধরণের সহযোগিতা কিউবাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে অধিকতর অর্থনৈতিক (এবং একইভাবে আরও রাজনৈতিক) স্বাধীনতার সম্ভাবনা প্রদান করেছিল এবং ১৯৬০ সালে মার্কিন সরকার কর্তৃক আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধের মুক্তির সুযোগ দিয়েছিল।

এটি সমধর্মীদের মধ্যেকার সহযোগিতা হলেও পরিপূর্ণভাবে স্তরবিন্যাস থেকে মুক্ত ছিল না। এবং উভয়পক্ষই সর্বদা তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিলে রত ছিল। স্বভাবতই, এই স্তরবিন্যাসগুলোতে উভয়পক্ষের বর্ণবাদী অনুমানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পারতপক্ষে এইগুলো দাপ্তরিক আলাপচারিতায় উল্লেখ করা হত না। বি-উপনিবেশায়নের ঐতিহাসিক পর্যায়ক্রমে আন্তর্জাতিকতাবাদী সংহতির আলাপচারিতায় বর্ণবাদের কোন স্থান ছিল না। আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়ার মুক্তি আন্দোলন ও স্বাধীন সরকারগুলোর মধ্যে সংহতি জোরদার করার লক্ষ্যে উপনিবেশবাদ বিরোধী এবং বর্ণবাদবিরোধী সংহতি নামক আলঙ্কারিক শব্দদ্বয়ের দ্বারা বিদ্যমান স্তরবিন্যাস ও বর্ণবাদ বরং গোপন করা হয়েছিল।

> সামরিক সহায়তার পাশাপাশি বেসামরিক সহযোগিতা:

১৯৭৫ সালে পর্তুগিজ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সমাপ্তি এবং পরবর্তীতে এমপিএলএ (গচখঅ) এর বিপরীত মতাদর্শের সংগঠন ঋঘখঅ ও টঘওএঅ এর মিত্র দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকারের যৌথ শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত উত্তর-ঔপনিবেশিক যুদ্ধে এমপিএল-এর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রায় চার লক্ষ কিউবার সৈন্য লড়াই করেছিল। এই সামরিক সাহায্য থেকেই বেসামরিক সহযোগিতার উদ্ভব হয়েছিল। যেহেতু এটি স্পষ্ট ছিল যে, একটি স্বাধীন অ্যাঙ্গোলার পুনর্গঠনের জন্য কেবলমাত্র সামরিক সহায়তার চেয়েও রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সহায়তার

>>

প্রয়োজন ছিল। এজন্য স্বাধীন অ্যাঙ্গোলার রাষ্ট্রপতি অ্যাগোস্টিনহো নেটো কিউবা সরকারের কাছে অধিক নাগরিক সহায়তা বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং অবকাঠামো খাতে সহায়তার অনুরোধ করেছেন। কিউবা সরকার এতে সম্মতি দিয়ে প্রতিটি খাতের বিশেষজ্ঞ এবং দক্ষ কর্মীদের প্রেরণের ব্যবস্থা করে প্রায়োগিক জ্ঞানকে সহজলভ্য করেছেন। ফলশ্রুতিতে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ হাজার কিউবার নাগরিক অ্যাঙ্গোলায় কাজ করেছিলেন। এর মধ্যে ছিলেন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা, ডাক্তার, নার্স, প্রকৌশলী, এবং শিক্ষক। রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ সত্ত্বেও তারা এ সকল এলাকায় মৌলিক কাঠামো উন্নয়নে নিয়োজিত ছিলেন।

প্রাথমিকভাবে এ সহায়তার উদ্দেশ্য ছিল অ্যাঙ্গোলাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত করা। তবে অ্যাঙ্গোলায় দক্ষ নাগরিকের ঘাটতির কারণে কিউবার দক্ষ পেশাজীবীদের নানান উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়েছিল। অ্যাঙ্গোলার নাগরিকদের বিশেষ প্রয়োজনে এই প্রোগ্রামটি চালু করা হয়েছিল। এই প্রোগ্রামটি অ্যাঙ্গোলা-কিউবার দ্বিজাতিক দক্ষ পেশাজীবীদের মাধ্যমে আলোচনা ও সমন্বয় করা হয়েছিল। এ সকল বিস্তারিত চুক্তির আওতায় সেবার বিনিময় প্রদানসহ নাগরিক সহযোগিতার শর্তসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। অ্যাঙ্গোলা সরকার কিউবা সরকারকে কাজের বিনিময়ে সরাসরি অর্থ প্রদানের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ পেশাদারদেও আবাসন, পরিবহন, খাবার এবং পরিমিত ভাতাও প্রদান করেছিল। শেষ পর্যন্ত, ১৯৮৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা, কিউবা, এবং অ্যাঙ্গোলার মধ্যে স্বাক্ষরিত নিউইয়র্ক চুক্তির মাধ্যমে এ সহযোগিতার সমাপ্তি ঘটে। এর বদৌলতে অ্যাঙ্গোলা থেকে কিউবা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্য এবং বেসামরিক নাগরিকদের প্রত্যাহার করা হয়েছে। এই নিউইয়র্ক চুক্তির মাধ্যমেই ১৯৯০ সালে নামিবিয়ার স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। এটি বর্ণবাদী শাসন পতনের আরেকটি মাইলফলক।

সামগ্রিকভাবে, এটি ছিল ইতিহাসের দুটি উপনিবেশিত দেশের মধ্যে দক্ষিণের সঙ্গে দক্ষিণের সহযোগিতার বৃহত্তম এবং বিস্তীর্ণ পর্ব। এই সহযোগিতা পর্বে জাতিগত ক্ষমতা বিন্যাসটি ছিল খুবই জটিল। এই জাতিগত ক্ষমতা বিন্যাসটি কি অ্যাঙ্গোলা না কি কিউবা রাষ্ট্রের দিক থেকে উত্থাপিত এ প্রশ্নের উপর এর বিশ্লেষণ নির্ভর করে। আমি আমার প্রকাশনায় এ সংশ্লিষ্ট কিউবা এবং অ্যাঙ্গোলার নাগরিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ পূর্বক যাপিত জীবনে সহযোগিতার আত্ম-উপলব্ধি এবং পারস্পরিক উপলব্ধির অন্বেষণ করবো। এখানে বিদ্যমান ও অনুভূত স্তরবিন্যাসের নানা দিকের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করা হবে।

> উপনিবেশবাদ এবং দাসত্বের শিকলে-বাধাঁ দেশসমূহ:

এই সহযোগিতার পটভূমি ও প্রেষণা অনুধাবনের জন্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তাৎপর্যপূর্ণ। আন্তঃআটলান্টিক দাস ব্যবস্থার মাধ্যমে ষোড়শ শতাব্দী থেকে স্প্যানিশ এবং পর্তুগিজ উপনিবেশবাদের সূত্রে এই দুটি দেশ সম্পৃক্ত ছিল। এই আন্তঃআটলান্টিক দাস বাণিজ্যের পরিণতিতে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত প্রায় এক মিলিয়ন আফ্রিকানকে কিউবার চিনি উৎপাদন কর্মে বাগানে নির্বাসিত করা হয়েছিল। আফ্রিকান বংশোদ্ভূত এ শ্রেণীর বহু লোক স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের (১৮৬৮-১৮৯৮) বিরুদ্ধে কিউবার স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭৫ সালে এমপিএলএ সংগঠনের সাথে সাথে সামরিক সহযোগিতার বৈধতা দেওয়ার সময় কিউবার রাষ্ট্রপ্রধান ফিদেল ক্যাস্ত্রো এটি উল্লেখ করেছিলেন। তিনি আফ্রিকান জাতির প্রতি কিউবা জাতির ঐতিহাসিক ঋণের কথা স্বীকার করেছেন এবং পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে (১৯৬০-১৯৭৫) স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের আফ্রিকান ভাইদের সমর্থন করতে বাধ্য ছিলেন। তিনি কিউবাকে একটিল্যাটিন আমেরিকান-আফ্রিকান্ জাতি হিসেবে গণ্য করেন। আইবেরিয়ান উপনিবেশবাদের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত সামঞ্জস্য এই সহযোগিতাকে সহজতর করেছে। অ্যাঙ্গোলা এবং কিউবাবাসীর মধ্যে জাতিগত আধিপত্য বিন্যাসের বোঝাপড়ার চেয়ে এই সর্বজনীন প্রেক্ষাপটটি সেই মুহূর্তে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। আধিপত্যের ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক ধরণ অতিক্রম করার ক্ষেত্রে কিউবাবাসীর কালানুক্রমিক সুফলের বদৌলতে এ আধিপত্যবিন্যাস বিদ্যমান ছিল। ১৯৫৯ সালের বিপ্লবের মাধ্যমে এ আধিপত্য বিন্যাস বেগবান হয়েছিল। এ আধিপত্য বিন্যাসের আন্তর্জাতিকতাবাদটি মূলত বি-উপনিবেশ, সমতাবাদী, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক প্রকল্পের অগ্রভাগে ছিল।

> বৈশ্বিক বি-উপনিবেশায়ন এবং ত্রিমহাদেশের উদ্ভব:

যে বিপ্লব ১৮৯৮ সালে আমেরিকান রাষ্ট্রগুলোতে কর্তৃত্ববাদী শক্তি হিসেবে স্প্যানিশ উপনিবেশিকতাকে স্থাপিত করেছিল, সেই বিপ্লবের মাধ্যমে কিউবা নিজেকে মার্কিন সাম্রাজ্যের কবল থেকে মুক্ত করেছিল তা বৈশ্বিক বি-উপনিবেশায়নের যুগে সংগঠিত হয়েছিল। ১৯৫৫ সালে, ২৯ টিরও বেশি সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং ৩০ টি স্বাধীনতাকামী আন্দোলন ঔপনিবেশিকতার অবসানের লক্ষ্যে আলোচনা করতে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে মিলিত হয়েছিল। সেখানে তৃতীয় বিশ্ব শব্দটি (পরবর্তীতে এটিকে ত্রিমহাদেশীয় বলা হয়) উন্নয়নের একটি তৃতীয় পথ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অপরদিকে, পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী "প্রথম" বিশ্ব এবং চীন ব্যতীত সমাজতান্ত্রিক "দ্বিতীয়" বিশ্বকে চিহ্নিত করা হয়।

১৯৫০ এর দশকের শেষের দিকে আফ্রিকায় উপনিবেশবাদের অবসানের সাথে সাথে কিউবার বিপ্লবীরা সেখানে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন এবং সরকারদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। ১৯৬১ সালে স্নায়ুযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে বেলগ্রেডে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট বিশ্বকে পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছিল। এই জোটে কিউবা একমাত্র ল্যাটিন আমেরিকান রাষ্ট্র হিসেবে অংশগ্রহণ করেছিল। ১৯৬৬ সালে হাভানায়ত্রিমহাদেশীয় সম্মেলন্ অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকা থেকে ৮২ টি উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন ও সরকার অংশগ্রহণ করেছিল। এই সম্মেলনের লক্ষ্যে ছিল আন্তর্জাতিকতাবাদী সংহতি'র চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কিউবার নেতৃত্বে উপনিবেশবিরোধী বিশ্ব বিপ্লবের প্রস্তুত করা। ১৯৭০ এর শুরুতে, দ্বীপটির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে কিউবা ছিল তৃতীয় বিশ্ব থেকে প্রথম দেশ যেটি সিএমইএ এর সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক জোটে গৃহীত হয়েছিল। কিউবার যোগদানের উদ্দেশ্য ছিলো এই দ্বীপের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্ব নিশ্চিত করা। ইস্টার্ন ব্লকের রাষ্ট্রসমূহ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের এই অর্থনৈতিক সমর্থন অ্যাঙ্গোলা এবং অন্যান্য অনেক ত্রিমহাদেশীয় ভূখন্ডের সাথে ব্যাপকভাবে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা স্থাপন করা সম্ভব করেছে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
ক্রিস্টিন হাজকি <christine.hatzky@hist.uni-hannover.de>

অনুবাদঃ
রাশেদ হোসেন, প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

> জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায়

বর্ণভিত্তিক পদবিন্যাস কি ভেঙে দেওয়া যেতে পারে?

সারাহ ভন বিলারবেক, ইউনিভার্সিটি অফ রিডিং, ইউকে, এবং **কেসেনিয়া ওকসামিতনা,** সিটি, ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন, ইউকে।

কৃতজ্ঞতা: সারাহ ভন বিলারবেক।

সমসাময়িক বৈশ্বিক ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল জাতিসংঘ। এটি বিশ্বের প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রকে একত্রিত করে এবং এটি সহযোগিতার একাধিক সারি যেমন - উত্তর-উত্তর, উত্তর-দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার সাথে সম্পর্কিত। প্রকৃতপক্ষে, জাতিসংঘের অস্তিত্ব এই ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যে এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক ফোরাম হিসেবে কাজ করবে যেখানে রাষ্ট্রগুলো সমানভাবে কাঠামোগত সহযোগিতায় জড়িত হতে পারবে এবং এর ফলে এটি সংঘাত এড়ানো, মানবাধিকারের প্রচার এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। তবুও জাতিসংঘের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমতার বিষয়টি দীর্ঘকাল ধরে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে আসছে এবং সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে জাতিসংঘের কাঠামো কেবল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলোতে পার্থক্যমূলক অধিগমনের মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বৈষম্যকে প্রাতিষ্ঠানিক করে না (বিশেষত গ্লোবাল উত্তর এবং গ্লোবাল সাউথের মধ্যে, উদাহরণস্বরূপ, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে), বরং এই কাঠামোগুলো প্রায়শই বর্ণবাদগত হয় যার ফলে তাদের মধ্যে পদবিন্যাসও বর্ণবাদকে ধারণ করেই হয়। এই তাত্ত্বিক ইস্যুটির ভূমিকায় প্রাপ্ত বর্ণনা মতে, আমরা বর্ণবাদকে একটি সামাজিক নির্মাণ হিসাবে কল্পনা করি যা অপরিবর্তনশীল হিসাবে বিবেচিত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন গোষ্ঠীর অন্যান্যকরণ এবং সারিকরণের সাথে জড়িত থাকে এবং যার ফলস্বরূপ গোষ্ঠীগুলোর সামাজিক, রাজনৈতিক এবং বস্তুগত সম্পদে আধিপত্য অসম হয়ে থাকে।

জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বর্ণবাদগত বৈষম্যের উপস্থিতি প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে এই বৈষম্য টিকে আছে, কীভাবে এর অনুকরণ করা হয়েছে এবং জাতিসংঘের মধ্যে - অর্থাৎ সংস্থার কর্মীবাহিনীর মধ্যেই তা বিরাজ করেছে এর কারণ বিশেষজ্ঞগণ এখন অবধি খুঁজে পান নি। বর্ণ প্রথা ও আন্তর্জাতিক সংস্থা শিরোনামে আমাদের *সাম্প্রতিক নিবন্ধে* আমরা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের উপর পরীক্ষা করি এবং *রে (২০১৯) এর বর্ণবাদী সংগঠন তত্ত্ব অবলম্বন* করে এমন চারটি প্রক্রিয়ার প্রমাণ পাই যার মাধ্যমে জাতিসংঘে বর্ণবাদগত শ্রেণিবিন্যাস স্থায়ী হয়েছে।

> পার্থক্যমূলক সংস্থা, বর্ণবাদগত বন্টন, প্রশংসাপত্র, এবং বর্ণবাদগত বিচ্ছিন্নতা

প্রথমত, আমরা বিভিন্ন বর্ণগত গোষ্ঠীর কর্মীদের সংস্থাগুলো হ্রাস পেয়েছে নাকি বর্ধিত হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করি। যেহেতু গত বিশ বছরে জাতিসংঘের সমস্ত নতুন শান্তি কার্যক্রম আফ্রিকা, এশিয়া এবং ক্যারিবিয়ানের অ-শ্বেতাঙ্গ-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে ঘটেছে, এটি আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় কর্মীদের মধ্যে পার্থক্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্পষ্ট। পরেরটি প্রায়শই সহায়ক ভূমিকায় কাজ করে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় তাদের কাজ হয় ড্রাইভার বা অনুবাদক হিসাবে, বা তাদের স্থানীয় এবং সাংস্কৃতিক জ্ঞান প্রদান করতে বলা হয়। এই ভূমিকাগুলো অন্যান্য প্রধান কাজের চেয়ে কম মূল্যবান বলে মনে করা হয় এবং এর ফলে সেসব দেশের স্থানীয় কর্মীরা সংস্থার মধ্যে নিম্ন মর্যাদা সহ একটি বর্ণবাদ মূলক চাকরিতে কর্মরত হয়। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে *বেতনের পার্থক্য* এই ভেদাভেদও আরও প্রকট করে। শান্তিরক্ষায় বর্ণবাদী গোষ্ঠীর সংস্থাগুলো উচ্চ পদগুলোতে অ-শ্বেতাঙ্গ কর্মীদের টোকেন ভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে হ্রাস পাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, আমরা সাংগঠনিক সম্পদের বর্ণগত বণ্টনের প্রমাণ পাই। শান্তিরক্ষীদের জন্য অন্যতম প্রধান সম্পদ হল শারীরিক নিরাপত্তা, যা সাদা কর্মীদের দ্বারা নিশ্চিত করা হয়। বেসামরিক শান্তিরক্ষীদের মধ্যে, স্থানীয় কর্মীগণ বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন হয়, যা তারা আন্তর্জাতিক কর্মীদের তুলনায় কম প্রশমিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সঙ্কটের সময় তাদের সাধারণত সরিয়ে নেওয়া হয় না। একইভাবে অ-শ্বেতাঙ্গ-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর সৈন্যরা শ্বেতাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর তুলনায় *বেশি ঝুঁকির* মধ্যে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মালির MINUSMA-তে, উন্নততর সরঞ্জাম এবং প্রযুক্তিসহ ইউরোপীয় সৈন্যরা পুনরুদ্ধার এবং গোয়েন্দার ভূমিকা পালন করেছিল যেখানে আফ্রিকান সৈন্যদের দায়িত্ব ছিল টহল দেওয়া যা অনেক বেশি বিপজ্জনক কাজ ছিল।

তৃতীয়ত, আমরা প্রমাণ পাই যে শুভ্রতা একটি প্রমাণপত্র হিসাবে কাজ করে। কিছু কাজ এবং দক্ষতা শান্তিরক্ষায় অধিক মর্যাদাপূর্ণ হিসাবে দেখা হয়, যেমন সামরিক পরিকল্পনা বা মানবাধিকার বা নিরাপত্তা খাত সংস্কার সম্পর্কে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান প্রদান করা। ফলে আন্তর্জাতিক শ্বেতাঙ্গ কর্মীগণ প্রায়ই এই ধরনের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম বলে ধরে নেওয়া হয়, যেখানে অ-শ্বেতাঙ্গ জাতীয় কর্মীগণ স্থানীয় বা সাংস্কৃতিক জ্ঞান প্রদানের সাথে যুক্ত থাকে, যা কম পরিশীলিত হিসাবে বিবেচিত হয়। সামরিক দিক থেকে, শুভ্রতা

>>

এবং পেশাদারিত্বের মধ্যকার সম্পর্ক আরও বেশি শক্তিশালী, যার ফলে *শ্রম বিভাজনের* সৃষ্টি হয়। ফলে ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকা থেকে আগত শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণী ভূমিকায় নিযুক্ত করা হয়, অন্যদিকে, *টহল দেয়া এবং ক্রিয়াশীলতার* দায়িত্ব বর্তায় এশিয়া এবং বিশেষত আফ্রিকা থেকে আসা অ-শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের উপর।

পরিশেষে, আমরা বর্ণগত কারণে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রমাণ পাই, যেখানে শেতাঙ্গ সৈন্যগণ বিশেষ আচরণের উপর জোর দেয় যা সাংগঠনিক নিয়মকে বাধাগ্রস্থ করে। উদাহরণস্বরূপ, শ্বেতাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সৈন্যগণ বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থা, বৃহত্তর রেশন এবং আলোচনার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক চিকিৎসা ও স্থানান্তর চুক্তির দাবি করেছে। যদিও এই ধরনের ব্যবস্থাগুলো কৌশলগতভাবে জাতিসংঘের নীতির বিরুদ্ধে নয়, তবে তারা এই ধারণাকে শক্তিশালী করে যে জাতিসংঘের এই গড়মান পদ্ধতিগুলো কারো জন্য যথেষ্ট। অর্থাৎ অ-শ্বেতাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সৈন্যদের জন্য যথেষ্ট কিন্তু অন্যদের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অবদান রাখা সৈন্য ও পুলিশ দেশগুলোকে *প্রতিদান* থেকে শুরু করে *অভ্যুত্থানরোধের সুবিধা* দিতে পারে। যাইহোক, প্রায়শই এর অর্থ এই যে, এই দেশগুলোর যার মধ্যে *৯০ শতাংশেরও বেশি* আফ্রিকা, এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকা - তাদের কর্মীদের জন্য গ্লোবাল উত্তর দেশগুলোর তুলনায় অনুকূল পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার ক্ষমতা কম।

এই বর্ণগত শ্রেণিবিন্যাসগুলো জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ক্ষমতা এবং সম্পদের অসম বণ্টন, নির্দিষ্ট সাংগঠনিক পদ্ধতি এবং পথ নির্ভরতা এবং জাতিসংঘের কর্মীদের ব্যক্তিগত পক্ষপাতের একটি পণ্য। কিন্তু এগুলো কি আসলে ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব?

> জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের মধ্যে সমতা উন্নীত করার প্রচেষ্টা

জাতিসংঘ তার কর্মশক্তির মধ্যে বর্ণগত বৈষম্য এবং কুসংস্কার মোকাবেলার জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ২০২০ সালে, ব্লাক লাইভস ঘটনার প্রতিবাদের পরে, মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস জাতিসংঘের সচিবালয়ে বর্ণবাদ মোকাবেলা এবং সবার জন্য মর্যাদা প্রচারের টাস্ক ফোর্সের মতো একাধিক উদ্যোগ শুরু করেছিলেন। সেই বছরই কর্মীদের চিন্তা চেতনা সংক্রান্ত একটি *সমীক্ষা থেকে প্রকাশ* পায় যে জাতিসংঘ সচিবালয়ের এক তৃতীয়াংশ কর্মচারী বিশ্বাস করেন যে সংস্থাটির নিয়োগের পদ্ধতি বর্ণ, জাতী-য়তা বা জাতিগত ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক। একই হারে বৈষম্যের অভিজ্ঞতা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে পাওয়া যায়, বিশেষত যাদেরকে কালো বা আফ্রিকান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তারাই বিশেষ করে প্রভাবিত হয়েছে।

২০২২ সালে, জাতিসংঘ বৈচিত্র্য ও প্রবৃত্তির প্রধান হিসেবে একজনকে নিযুক্ত করে এবং জাতিসংঘে বর্ণবাদ মোকাবেলা এবং সকলের জন্য সমমর্যাদা প্রচারের বিষয়ে বিশেষ উপদেষ্টার পদ প্রতিষ্ঠা করে। সচিবালয় কর্তৃক বৈচিত্র্য, সাম্য এবং অন্তর্ভুক্তি কার্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তহবিলের অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু এটি প্রশাসনিক ও বাজেট সংক্রান্ত প্রশ্নে জাতিসংঘের উপদেষ্টা কমিটি দ্বারা *অনুমোদিত হয়নি*।

জাতিসংঘ কিছু শ্রেণীর জাতীয় কর্মীদের বেতনও বাড়িয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে, সর্বোচ্চ পদ মর্যাদা চৎড়ভবংংরড়হধষ বিভাগে জাতীয় কর্মীদের বার্ষিক বেতন হল ৮৮৪,৭৩৫১, যা মধ্য-পদ মর্যাদার আন্তর্জাতিক কর্মীদের (চ-৩) সাথে তুলনীয়, যাদেরকে ৮৭৭,৮৮৪ প্রদান করা হয়। তবে এখানে আন্তর্জাতিক কর্মীরা যে বিভিন্ন ভাতা পায় তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়না। সাধারণ পরিষেবা বিভাগে সর্বনিম্ন বেতনভোগী জাতীয় কর্মীরা, যেখানেই মূলত অধিকাংশ জাতীয় কর্মীরা কর্মরত, প্রতি বছর মাত্র ৮৬৯০ পেয়ে থাকেন।

এছাড়াও, শান্তিরক্ষা এবং বিশেষ "মিশন পরিচালনাকারী বিভাগগুলোতে একটি ক্রস-বিভাগীয় বর্ণবাদ বিরোধী" গ্রুপ তৈরি করা হয়েছিল। হাস্যকরভাবে, জাতিসংঘ এই গ্রুপের কাজকে সমর্থন করার জন্য তার *জেনেভা সদর দফতরে একটি অবৈতনিক ইন্টার্নশিপের* বিজ্ঞাপন দিয়েছে; অবৈতনিক ইন্টার্নশিপগুলো কেবল স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে এমন ব্যক্তিদের জন্যই অধিগমনযোগ্য এবং এরা আসে সাধারণত শ্বেতাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ থেকে এবং যেগুলো এই গোষ্ঠীটি সমাধান করার জন্য অভিপ্রায় করে সেসব অসমতাগুলোকেই অবিকলভাবে স্থায়ী করে ।

অবশেষে, জাতিসংঘ বর্ণবাদ বিরোধী বার্তাগুলো পুনরুদ্ধার করার জন্য একটি *অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম* চালু করেছে, তবুও এটি সম্পূর্ণরূপে একটি *স্ব-বৈধ ডিভাইস* হিসেবেই থেকে যেতে পারে, বিশেষ করে যদি এটি একমুখী হয় এবং টপ-ডাউন যোগাযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অন্যান্য ব্যবস্থা, যেমন অচেতন পক্ষপাতের প্রশিক্ষণ বা বৈষম্যের অতীতের দাবির পর্যালোচনার বিষয়গুলো স্বল্পমেয়াদে পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করার সম্ভাবনা আসলে কম। এসবের আলোকে, কাঠামোগত পরিবর্তনের অভাবে বর্ণবাদ মোকাবেলায় সচিবালয়ের পরিকল্পনা কার্যকর হবে কিনা তা দেখার বিষয়। ■

সরাসরি যোগাযোগঃ
সারাহ ভন বিলারবেক <s.b.k.vonbillerbeck@reading.ac.uk>
ক্যাসেনিয়া ওকসামিতনা <Kseniya.Oksamytna@city.ac.uk>

অনুবাদ:
মোঃ আব্দুর রশীদ, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।

> ডিগ্রোথ, বৈশ্বিক অসমতা ও আর্থসামাজিক ন্যায়বিচার

মিরিয়াম ল্যাং, ইউনিভার্সিদাদ আন্দিনা সিমন বোলিভার, ইকুয়েডর

ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের বসন্তকালীন সভার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ওয়াশিংটন ডিসি, এপ্রিল ২০২৪। কৃতজ্ঞতা: মিরিয়াম ল্যাং

ডিগ্রোথ বা প্রবৃদ্ধি-হ্রাস মূলত একটি দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে বিকশিত হয়েছে যা ভূ-রাজনৈতিক উত্তরের অঞ্চল, বিশেষ করে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলির জন্য প্রযোজ্য। বিশ্বের দক্ষিণাঞ্চলের ক্ষেত্রে ডিগ্রোথের প্রযোজ্যতা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিকগণ সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, ডিগ্রোথ রূপান্তরের জন্য যেমন সর্বজনীন সমাধান নয়, তেমনি বিশ্বের সকল অঞ্চলের রূপান্তরের জন্য সর্বজনীন পথ হিসেবে প্রযোজ্য নয়। বরং তাদের মতে উত্তরাঞ্চলের উচ্চ-আয়সম্পন্ন দেশগুলিতে ডিগ্রোথ প্রয়োজনীয়, যাতে 'পরিবেশগত স্থান বৃদ্ধি' করা যায় বা পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার প্রান্তে অবস্থিত দেশগুলোর বা অর্থনীতির জন্য *'ধারণাগত মুক্ত চিন্তা'* করা যায় বা যাতে তারা নিজেদের মতো করে *'ভালো জীবনের' সংজ্ঞা নির্ধারণ করে নিজেদের পথ খুঁজে নিতে পারে।* একটি পরিপূরক যুক্তি হলো দক্ষিণের দরিদ্র দেশগুলিকে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এটি মূলত বস্তুগত প্রাচুর্য ও অভাবের দ্বন্দ্বের সাথে সম্পর্কিত দারিদ্র্য, প্রয়োজন এবং সুস্থতার কিছু বিশেষ মূলধারার ধারণাকে কেন্দ্র করে বিকশিত হলেও সম্প্রতি এই ধারণাগুলো বৈশ্বিক দক্ষিণের বিতর্কের প্রেক্ষাপটে প্রবলভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।

এই নিবন্ধটিতে বিশ্বব্যাপী ন্যায্যতা ও পরিবেশবান্ধব রূপান্তরের জন্য ডিগ্রোথের কিছু শক্তিশালী ও দুর্বল দিক তুলে ধরবো এবং একই সাথে বিশ্বব্যাপী অন্যান্য মতবাদের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করবো। এই নিবন্ধটি প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত: প্রথমত, ডিগ্রোথের ধারণাটিকে একটি আন্দোলন ও গবেষণামূলক কর্মসূচি হিসাবে বিশ্লেষণ করে বৈশ্বিক দক্ষিণের মধ্যে বিদ্যমান সংলাপ, প্রতিধ্বনি ও (অসংলাপ) সম্পর্কগুলোকে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরবো। দ্বিতীয়ত, উত্তরের ডিগ্রোথ দক্ষিণের জন্য প্রযোজ্য হবে এমন দাবির সীমাবদ্ধতা তুলে ধরবো যেখানে ডিগ্রোথ সহায়ক বা বিপরীত হতে পারে এবং উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অঞ্চলের সবুজায়ন বৃদ্ধির বিরুদ্ধে উপনিবেশবাদমুক্ত উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরবো।

> ডিগ্রোথ ও দক্ষিণ অঞ্চলের বিকল্প প্যারাডাইমের মধ্যে সমন্বয়

ডিগ্রোথ তাত্ত্বিকদের মতে, *বৈশ্বিক দক্ষিণ অঞ্চলে ডিগ্রোথের ধারণা তেমন প্রচলিত না*, কারণ এখানে অনুন্নয়নের ধারনা মানুষের ব্যক্তিগত উপলব্ধির উপর শক্তিশালী প্রভাব ফেলে। তবে দক্ষিণের পরিবর্তনের জন্য ডিগ্রোথকে নির্দেশিকা হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। *আর্তুরো এসকোবার*, *এদুয়ার্দো গুডিনাস*, *আলবের্তো আকোস্তা* ও অন্যান্য লাতিন আমেরিকান লেখকরা তাদের লেখায় 'ডিগ্রোথ' ও 'পোস্ট-এক্সট্র্যাক্টিভিজম', 'পোস্ট-উন্নয়ন' এবং 'সুমাক কাওসাই' এর দর্শনের মধ্যে কিছু মিল ও অমিল তুলে ধরেছেন। এই ধারণাগুলো উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বকে গভীরভাবে চিন্তার জন্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

>>

সুমাক কাওসাই ও ডিগ্রোথ দুটি ধারণাই আধুনিক অসীম প্রগতি ও সম্প্রসারণের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং ভাল জীবনযাত্রার মান বিবেচনা করার ক্ষেত্রে পরিমাণগত দিক বিবেচনা না করে গুণগত দিক বিবেচনা করে। এছাড়াও উভয়েই আধুনিক পুঁজিবাদের অসীম চাহিদার ধারণা প্রত্যাখ্যান করে সীমিতকরণের পক্ষে গুরুত্ব দেয়। ডিগ্রোথের মতে '*সীমাবদ্ধতা আমাদের উপর বাহ্যিকভাবে আরোপিত নয়, বরং আমরা স্ব-সীমাবদ্ধতা সচেতনভাবে পছন্দ করি*' যা ক্রমবর্ধমানভাবে সম্মিলিত গণতন্ত্রের ইচ্ছাকৃত অনুশীলনের মাধ্যমে তৈরি হয়। মাক কাওসে পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের জন্য ক্ষতিকর কারণ এটি নতুন বৈষম্যকে পুনরায় ভারসাম্যপূর্ণ করতে চায় যা সম্প্রদায়ের জন্য হুমকি স্বরূপ। এটি প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতা এবং পারস্পরিকতাকে উৎসাহিত করে। উভয়ই এই ধারণাটি গ্রহণ করে যে স্বায়ত্তশাসন, সমষ্টিগত স্ব-শাসন বা স্বাধীনতার অর্থ হল নিজের আচরণকে নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করে যা স্বেচ্ছাচারী বা বাহ্যিকভাবে আরোপিত সীমাকে বাধা দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করে।

ল্যাটিন আমেরিকার বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ডিগ্রোথের ধারণাগত সংলাপ বিবেচনা করা দরকার হলেও একটি বিশ্বব্যাপী আলোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সমস্যাযুক্ত কারণ ডিগ্রোথের সমর্থকরা তাদের নীতিগত প্রস্তাবগুলি মূলত বিশ্বের উত্তরের জন্য প্রযোজ্য ও উত্তর থেকে তৈরি করেন। ডিগ্রোথ আমাদের আধুনিক-ঔপনিবেশিক বিশ্বায়নের জগতের গভীর জটিলতা ও নির্ভরতাকে বিশ্লেষণ করে না।

> উত্তর অঞ্চলের জন্য ডিগ্রোথ যথেষ্ট নয়

যেমনটি প্রাথমিকভাবে উল্লেখ করেছি, ডিগ্রোথের মূল বিষয় হচ্ছে উত্তরের উচ্চ-আয়ের দেশগুলোর ডিগ্রোথ বিশ্বের দক্ষিণের জন্য 'ধারণাগত স্থান' বা 'পারিস্থিতিক স্থান' তৈরি করবে। কিছু লেখক, যেমন *জেসন হিকেল*, এমন দাবি করেন যে ডিগ্রোথ একটি উপনিবেশবিরোধী কৌশল। জেসন হিকেলের সাথে আমি দৃঢ়ভাবে একমত যে বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলি উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক উত্তরের দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের জন্য তাদের সম্পদ এবং শ্রম সংগঠিত করার স্বাধীনতা থাকা উচিত। এটি কেবল তখনই হবে যখন বিশ্বায়িত পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার কাঠামো, প্রতিষ্ঠান এবং নিয়মগুলি রূপান্তরিত হয়ে দক্ষিণের দেশগুলির জন্য প্রকৃত কৌশল তৈরি করা হবে । এর জন্য আঞ্চলিক ও বিশ্ব উভয় জোটের প্রয়োজন।

আবার, আসুন আমরা সাম্প্রতিক ল্যাটিন আমেরিকান অভিজ্ঞতার দিকে ফিরে তাকাই। যখন একটি ধারাবাহিক কম বা বেশি বাম-মনোভাবাপন্ন সরকার (২০০০-২০১৫) নব্যউদারবাদকে পিছনে ফেলে আসার এবং এক্সট্রাভিজমকে অতিক্রম করার দাবি করেছিল। তারা এই অঞ্চলে একটি ব্যতিক্রমী আঞ্চলিক ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি গঠন করলেও সংশ্লিষ্ট দেশগুলি একটি স্ব-নির্ধারিত, স্থানীয়ভাবে স্থায়ী আঞ্চলিক একত্রীকরণ প্রক্রিয়া অর্জন করতে পারেনি। বরং, তারা একে অপরের বিরুদ্ধে কাঁচামাল রপ্তানিতে প্রতিযোগিতা করেছিল, চীন ও অন্যান্য বৃহৎ অর্থনীতির বৃদ্ধিও জন্য সেবা প্রদান করেছিল। এই প্রসঙ্গে ল্যাটিন আমেরিকান সরকারগুলিকে সমস্ত দায়বদ্ধতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া এবং ক্ষমতার আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতাকে উপেক্ষা করা অদূরদর্শিত হবে।

কিন্তু তারা বিশ্ব বাণিজ্য, সম্মতির মেধাসত্ত্ব, অর্থায়ন ও ঋণ, দেশের ঝুঁকি র‍্যাঙ্কিং, বিরোধ নিষ্পত্তি ইত্যাদির একটি জটিল জালেও আটকা পড়ায় তাদের সম্ভাবনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে সংকুচিত করেছিল। বিশ্ব ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বুজা যায় এই নিয়মের জাল অসমভাবে পরিচালিত হয়। *গ্লোবাল রাজনৈতিক অর্থনীতিতে অসম বিনিময় এবং ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা* আবারও কাজ করে যখন লাতিন আমেরিকান দেশগুলি রপ্তানির জন্য যে মূল্য পায় তা রপ্তানির জন্য ব্যবহারকৃত পন্যের আমদানীকৃত মূল্যের চেয়ে কম। আজ, সাম্রাজ্যবাদী আত্মসাৎ শুধু সস্তা কাঁচামালই নয়, বরং ১৯৮০-এর দশকে বিশ্বের কিছু কারখানা কর্তৃক দক্ষিণের কিছু অঞ্চল থেকে সস্তা শ্রম এবং প্রক্রিয়াজাত পণ্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল: বিশ্বব্যাপী কমোডিটি চেইনে উত্তরের সংস্থাগুলি দক্ষিণের সরবরাহকারীর পণ্যের মূল্যকে হ্রাস করার জন্য একচেটিয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং তাদের প্রাপ্ত চূড়ান্ত মূল্য যতটা সম্ভব উচ্চমূল্যে স্থির করে। *বৈশ্বিক উত্তর এই শিল্প শ্রমকে সস্তায় আত্মসাৎ করেছিল*।

অতএব, দক্ষিণের জন্য উত্তরে উপাদান ও শক্তির সঞ্চালন হ্রাস করা প্রয়োজনীয় হলেও যথেষ্ট নয়। দক্ষিণে স্থানীয় ও সার্বভৌম সংস্কারের জন্য প্রকৃত 'স্থান তৈরি' কাঁচামালের চাহিদা হ্রাসের মাধ্যমে হবে না যদি অসম বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক কাঠামো অস্পষ্ট থাকে। এটি কিছু দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশে বিপর্যয়কর মন্দার দিকে পরিচালিত করতে পারে, যা ডিগ্রোথের তাত্ত্বিকরা এড়াতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

> সবুজ প্রবৃদ্ধির বিপক্ষে বিশ্বব্যাপী উপনিবেশীকতা বিরোধী জোটের প্রয়োজনীয়তা

টেকসই ও বিশ্বব্যাপী আর্থসামাজিক পরিবর্তনের পথ বিবেচনা না করে, সবুজায়নের জন্য উত্তরের দেশ কর্তৃক প্রভাবশালী প্রতিক্রিয়াগুলো দক্ষিণের দেশগুলোতে এক্সট্রাভিস্ট চাপ বৃদ্ধি করছে। তাদের অগ্রাধিকারগুলো হল: ক) নতুন শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়নের জন্য 'কৌশলগত উপাদান' সরবরাহ; খ) জ্বালানি নিরাপত্তা; গ) বৈশ্বিক উত্তরের ডিকার্বনাইজেশন রেকর্ডের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করা।

প্রকৃতপক্ষে জ্বলানির পরিবেশবান্ধব রূপান্তরের পরিবর্তে এটি বরং একটি সামগ্রিক *জ্বালানির প্রসারণ* হচ্ছে - অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য একটি নতুন চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধের ভূ-রাজনীতি জীবাশ্ম জ্বালানিসহ এই প্রসারণকে আরও বাড়িয়েছে। ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার গবেষণাগুলো থেকে প্রাতীয়মান হয় যে, সবুজ প্রবৃদ্ধিতে অগ্রগতির জন্য এই প্রযুক্তি-ভিত্তিক ও কর্পোরেট নেতৃত্বাধীন প্রক্রিয়া একাধিক নতুন পরিবেশগত অন্যায় এবং *সবুজায়নে ঔপনিবেশিকতার* রূপে কাজ করে।

বিশ্বের দক্ষিণের অঞ্চলগুলিতে এসব হেজিমনিক সবুজ প্রবিদ্ধির নীতিগুলির চারটি ভূমিকা রয়েছে, প্রত্যেকটি নীতিতে সাম্রাজ্যবাদী বলিষ্ঠ মাত্রা রয়েছে: (১) কাঁচামালের একটি গুরুত্বপূর্ণ রিজার্ভ, যা প্রধান বিশ্বশক্তির ডিকার্বোনাইজেশনের জন্য প্রয়োজন বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। (২) একটি সম্ভাব্য জায়গা যেখানে উত্তরের (চীন সহ) কার্বন নির্গমন কে 'শূন্য নেট নির্গমন' এর লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কার্বন অফসেট প্রকল্পের মাধ্যমে 'নিরপেক্ষ' করা হবে। এটি ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা চীনের জিরো কার্বন নির্গমনের সাথে মিলানের যাবে না। (৩) উত্তর থেকে রপ্তানিকৃত বর্জ্য গ্রহণ করা হবে, যার মধ্যে রয়েছে নবায়নযোগ্য প্রযুক্তি এবং ডিজিটালকরন থেকে উৎপন্ন ইলেকট্রনিক ও বিষাক্ত বর্জ্য। এবং অবশেষে, (৪ নতুন প্রযুক্তিভিত্তিক একটি সম্ভাব্য বাজার তৈরি করা হবে যেখান থেকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত ও আধুনিক উত্তরের বাজারের জন্য উৎপাদন করা হবে ও উচ্চমূল্যে বিক্রয় করা হবে।

অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনা এবং একটি ন্যায্য পরিবেশ সামাজিক রূপান্তরের দিকে ডিগ্রোথের অন্যতম প্রধান অবদান হল সবুজ প্রবৃদ্ধির সমস্যা প্রকাশ্যে তুলে ধরা। ডিগ্রোথ প্রান্তিক অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মীদের সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। তবে এটি কেবল তখনই সম্ভব হবে যদি ডিগ্রোথের তাত্ত্বিকেরা ও আন্দোলনকারীরা যৌথভাবে বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোগত বৈষম্য দূর করতে সক্রিয় হয়। অমার মতে বিশ্বের দক্ষিণাঞ্চলের সামগ্রিকভাবে ডিগ্রোথ হওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে সকল কার্যকলাপকে সংকুচিত করে। বিশ্বের উত্তরের ঐতিহাসিক দায়িত্ব, ঔপনিবেশিক ও পরিবেশগত দিক বিবেচনা করে পরিবেশগত বিপর্যয় মোকাবিলায় উপাদান ও জ্বালানি ব্যাবহার হ্রাস করতে হবে। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিবর্তে পরিবেশগত বিপর্যয় রোধ কে গুরুত্ব দিলে বিশ্বের উত্তর ও দক্ষিণ উভয়ই অঞ্চলের ক্ষতিকারক উৎপাদনশীল ও প্রজননমূলক কার্যকলাপের ডিগ্রোথ হতে পারে।

>>

বিশ্বের দক্ষিণাঞ্চলো জন্য এটি হবে উদাহরণস্বরূপ, এক্সট্রাভিজম হ্রাস করা, যা শুধুমাত্র উন্নয়নের নামে অনেক সামাজিক গোষ্ঠীকে দরিদ্র করেনি, বরং স্ব-নির্ধারিত অর্থনৈতিক নীতির পথে একটি প্রধান কাঠামোগত বাধা তৈরি করেছে। অন্যদিকে, বিশ্বের উত্তরের কয়েকটি মতবাদ সবুজ বৃদ্ধির সমালোচনা করে এর কাঠামোগত পরিবর্তন দাবি করে যা ডিগ্রোথ গবেষণা ও রাজনৈতিক জোট উভয়েরই পূর্বনির্ধারিত অংশ। কিন্তু শুধুমাত্র তখনই এটি একটি সত্যিকার সংলাপের দিকে উন্মুক্ত হতে পারে যা বৈশ্বিক দক্ষিণের আন্দোলনের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ধারণাগত সঙ্গতি তৈরি করবে এবং বিদ্যমান অসামাঞ্জস্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কাঠামোগত পরিবর্তনের কৌশলগুলো নিয়ে কাজ শুরু করবে। ■

সরাসরি যোগাযোগ : মিরিয়াম ল্যাং <miriam.lang@uasb.edu.ec>

অনুবাদ:
মো. সহিদুল ইসলাম, গবেষণা সহযোগী,
ট্রান্সপারেনসি ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ

* এই লেখার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ: ল্যাং, এম. (২০২৪) "ডিগ্রোথ, বৈশ্বিক অসামঞ্জস্য এবং পরিবেশগত ন্যায়বিচার: ল্যাটিন আমেরিকার ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি।" ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ পর্যালোচনা https://doi.org/10.1017/S0260210524000147.

> নারীবাদী অবগ্রসরতা এবং ইকোসোশ্যাল ট্রানজিশন

বেনগি আকবুলুত, কনকর্ডিয়া ইউনিভার্সিটি, কানাডা

এই প্রবন্ধটি প্রবৃদ্ধি হ্রাস অর্থনীতির (degrowth economy) একটি আধিপাত্য বিরোধি প্রস্তাবনা হিসেবে স্থাপন করেছে যা প্রচলিত রূপান্তরের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং তা থেকে এগিয়ে যায়। প্রবৃদ্ধি হ্রাস কেবলমাত্র জৈবিক-শরীরিক দিক থেকে ক্রমহ্রাসমানহারে সীমিত করার বিষয় নয় বরং অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত ও পুনঃসংস্কার করার প্রয়াস হিসেবে বুঝতে হবে। এখানে আমি প্রবৃদ্ধি হ্রাসের তিনটি মৌলিক দিক তুলে ধরছি যা এই সম্ভাবনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: (ক) কাজের ধারণাকে আরও বিস্তৃতভাবে উপস্থাপন করা; (খ) ন্যায়বিচার, বিশেষত বৈশ্বিক উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে অতীত এবং চলমান অন্যায়ের ক্ষেত্রে; এবং (গ) স্বায়ত্তশাসন এবং গণতন্ত্রকে প্রবৃদ্ধি হ্রাস অর্থনীতির সংগঠক নীতিমালা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

> 'কাজ'-এর ধারণাকে প্রসারিত করা

প্রবৃদ্ধি হ্রাসের প্রথম অক্ষ হলো 'কাজ' কীভাবে সংজ্ঞায়িত হয় তার একটি বিস্তৃত ধারণা তৈরী করা, যা কেবল পণ্য উৎপাদনকারী মজুরিভিত্তিক শ্রমের মধ্যেই 'কাজ' কে সীমাবদ্ধ করে না, বরং মানব এবং অ-মানব জীবন টিকেয়ে রাখার জন্য অপরিহার্য এমন ধরনের সকল কাজকেও অন্তর্ভুক্ত করে। নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা বহুদিন ধরেই পণ্য উৎপাদনের বাইরেও বিদ্যমান কিন্তু পণ্য উৎপাদনের সাথে অন্তর্নিহিত এই ধরনের শ্রমক্ষেত্র নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছেন, যা এর ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এটি হলো সামাজিক পুনরুৎপাদন। সামাজিক পুনরুৎপাদন প্রথমত শ্রমের পুনঃউৎপাদন এবং টিকিয়ে রাখার কাজ; কিন্তু এর পরিসর আরও বিস্তৃত, যা জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবার উৎপাদন এবং জীবন ও (পণ্য) উৎপাদনের সামাজিক এবং পরিবেশগত শর্তের পুনর্জীবনের সাথে সম্পর্কিত। সামাজিক পুনরুৎপাদন এইভাবে শ্রমের বিভিন্ন ধরণগুলিকে অন্তর্ভুক্ত, যা শুধুমাত্র শুধু শ্রমক্ষমতাকে উৎপাদন ও বজায় রাখে না, বরং *জীবনের শারীরিক প্রক্রিয়াগুলোকেও রক্ষা করে, পরিচালনা করে এবং রূপান্তর করে*।

সামাজিক পুনরুৎপাদনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটি স্পষ্টভাবে লিঙ্গভিত্তিক (এবং বর্ণবাদী)। পাশাপাশি এটি ব্যাপকভাবে অদৃশ্য এবং অবমূল্যায়িত, অর্থাৎ এটিকে 'অ-কাজ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এটি মোটেও কাকতালীয় নয়। *পুঁজিবাদী সমাজে, পণ্য উৎপাদন* এই শ্রম এবং উৎপাদন ক্ষেত্রকে শুধু লুকিয়েই রাখে না, বরং তা এর অবমূল্যায়নের উপর নির্ভর করে। যদিও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে না হয়, তথাপি শ্রমের সস্তা উৎপাদন, শ্রমিকের জীবনধারণ ও উৎপাদনের বৃহত্তর পরিবেশগত-সামাজিক অবস্থা, পুঁজিবাদের বিকাশ ও টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য করণীয় *নারীবাদী গবেষণাগুলো* উপনিবেশবাদ, প্রকৃতির ওপর আধিপত্য ও নারীদের অধস্তনার সাথে তুলনা করে দেখিয়েছে যে কীভাবে এই অবমূল্যায়িত এবং অদৃশ্য মূল্য প্রবাহগুলো বৈশ্বিক মাত্রায় কাজ করে। সামাজিক পুনরুৎপাদন তাই বৈশ্বিক এবং এর মধ্যে উপনিবেশ, আদিবাসী জনগোষ্ঠী এবং জীবিকা নির্বাহকদের কাজও অন্তর্ভুক্ত, যারা বৈশ্বিক শ্রমশক্তিকে পুনঃউৎপাদন করে এবং প্রাকৃতিক বিপাকীয় চক্রগুলোকে রক্ষা এবং পুনর্জীবিত করে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে সামাজিক পুনরুৎপাদন শ্রমের বৈশ্বিক বিভাজন, যেখানে জাতিগতভাবে চিহ্নিত সামাজিক পুনরুৎপাদন শ্রম (যেমন অভিবাসী পরিচর্যা কর্মীদের শ্রম) মূলত পুঁজির সঞ্চয় বজায় রাখা ও পুনঃউৎপাদনের খরচ কমিয়ে দেয়, বিশেষ করে বৈশ্বিক উত্তরের দেশগুলোতে।

কাজের একটি বিস্তৃত ধারণাকে সামনে আনার অর্থ হলো প্রথমেই এই অদৃশ্য শ্রম ও উৎপাদনের ক্ষেত্রকে স্বীকৃতি দেওয়া, এর যথাযথ মূল্যায়ন করা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা। এ লক্ষ্যে সম্ভাব্য পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে পরিচর্যা মজুরি প্রবর্তন, অপরিহার্য শ্রমিকদের অধিকারের সম্প্রসারণ, সামাজিক ও পরিবেশগত পুনরুৎপাদনে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি। এমন নীতিগুলো কেবল সামাজিক পুনরুৎপাদনের শ্রমিকদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে না, বরং কী ধরনের কাজকে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং কোন কাজটি মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

তবে এই অদৃশ্য শ্রম ও উৎপাদনের শুধুমাত্র স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন যথেষ্ট নয়। সামাজিক পুনরুৎপাদনের সংগঠনকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা ছাড়া, এ নিছক স্বীকৃতি ও বৈধতা সামাজিক পুনরুৎপাদনে লিঙ্গভিত্তিক (এবং বর্ণবাদী) বণ্টনকে অব্যাহত রাখা বা আরও দৃঢ় করার ঝুঁকি তৈরি করে। একটি ছোট সামাজিক বিপাক, উপাদানের পরিসর কমানো, অথবা শক্তির সীমিত ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। উদাহারণ স্বরুপ, কোন ধরনের কাজ মানব শ্রমের উপর আরও নির্ভর করবে, অথবা যেসব ক্ষেত্রে শক্তির ব্যবহার হ্রাস পাবে, যেমন গৃহস্থালি উৎপাদন, কৃষি ও পরিবহন, সেই ঘাটতি পূরণে কার শ্রম ব্যবহার করা হবে। শ্রমের লিঙ্গভিত্তিক বিভাজনের গভীরতার প্রেক্ষিত বিবেচনায়, *নারীবাদী প্রবৃদ্ধিহীন* চিন্তাবিদরা মনে করেন যে লিঙ্গসমতা নিশ্চিত না করে যেকোন কাঠামোগত পরিবর্তন, সামাজিক পুনরুৎপাদনে আবারও নারীকরণের ঝুঁকি তৈরি করবে।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে, নারীবাদী চিন্তাভাবনা ও রাজনীতি শুধুমাত্র সামাজিক পুনরুৎপাদনে কাজের স্বীকৃতি ও পুরস্কারের দাবিতে অগ্রণী ছিল না। তারা এই পুনরুৎপাদনমূলক কাজ কীভাবে সংগঠিত হবে এবিষয়েও নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। অন্যকথায়, তাদের প্রশ্ন হরো: কে কাজ করবে, কী পরিমাণ কাজ, কী শর্তে, কার নিয়ন্ত্রণে, মূল্য কীভাবে নির্ধারণ করা হবে, কাজের বণ্টন কীভাবে ঠিক করা হবে, ইত্যাদি। আদতে, নারীবাদী রাজনীতির জন্য সামাজিক পুনরুৎপাদনকে দৃশ্যমান করা অথবা এটিকে কাজ হিসেবে প্রকাশ করা কোনো চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, বরং এর লিঙ্গভিত্তিক ও বর্ণবাদী বণ্টন, যে শর্তে এটি সম্পাদনা করা হয়, তা পরিবর্তনের সংগ্রামের একটি উপায় খুজে বের করা। এটি একটি সমালোচনামূলক অন্তর্দৃষ্টি, এটি কাজের ধারণাকে বিস্তৃত করার পাশাপাশি সামাজিক পুনরুৎপাদনের সংগঠন কেমন হবে সেই প্রশ্নগুলোকেও সামনে নিয়ে আসে। যেহেতু এর নির্দিষ্ট কোনো সুনিদিষ্ঠ রূপরেখা নেই, *নারীবাদী গবেষণা ও অনুশীলন* এই প্রশ্নের সমাধানে সমতাভিত্তিক এবং সহযোগিতামূলক শ্রমসংস্থার উল্লেখ করে যেখানে শ্রম সামষ্টিক এবং লিঙ্গভিত্তিক ন্যায়বিচারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সংগঠিত হয়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, প্রবৃদ্ধিহীন কাজের বিস্তৃত ধারণাকে সামনে আনার বিষয়টি হলো সামাজিক পুনরুৎপাদনে শ্রমকে স্বীকৃতি ও পুরস্কার দেওয়া, যা (মানব এবং অ-মানব) জীবন টিকেয়ে রাখার জন্য অপরিহার্য, এবং শ্রমের সামষ্টিক, সমতাভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গি। এই ধরনের ধারণা ক্রান্তিকালনি ন্যায়বিচারের বিষয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে, যা কেবল রুপান্তরের ধারণাকে নয়, বরং ন্যায়বিচারের ধারণাকেও পণ্য উৎপাদন এবং পুঁজি সঞ্চয়ের ভিত্তিতে থাকা বৈচিত্রময় বিশাল শ্রম ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে

>>

"পুঁজিবাদের অধীনে পণ্য উৎপাদন কেবল এই এই শ্রম ও উৎপাদনের ক্ষেত্রকে লুকিয়ে রাখে না, বরং এর অবমূল্যায়নের ওপর উপর নির্ভর করে।"

অন্তর্ভুক্ত করে। অর্থাৎ, ক্রান্তিকালনি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হলে সামাজিক পুনরুৎপাদনের (মানব ও অ-মানবিক) কর্মীদের জন্যও ন্যায়বিচার প্রয়োজন।

> ন্যায়বিচার হিসেবে/মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি হ্রাস

প্রবৃদ্ধি-হ্রাসের দ্বিতীয় অক্ষ হল ন্যায়বিচার।প্রবৃদ্ধি-হ্রাস প্রকল্পটি ন্যায়বিচারের সাথে দুটি আন্তঃসংযুক্ত উপায়ে সম্পর্কিত। প্রথমত, ন্যায়বিচার সীমা নির্ধারণে, কেননা উন্নয়নের সামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষতি সবসময় ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ও ভৌগোলিক অঞ্চলে অসমভাবে বন্টিত হয়। শক্তি ও সম্পদের ব্যবহার কমানো ন্যায়বিচারের একটি প্রকল্প। এটি বিশেষত বৈশ্বিক উত্তরের দেশগুলোর সাথে বৈশ্বিক দক্ষিণের সম্পর্কের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কারণ উত্তরের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দক্ষিণের ওপর গুরুতর সামাজিক-পরিবেশগত প্রভাব ফেলেছে এবং এখনও সেটা অব্যাহত রয়েছে। একারনে, বৈশ্বিক উত্তরের দায়িত্ব হলো নিজেদের প্রবৃদ্ধিহীনতার পথে পরিচালিত করা এবং *বৈশ্বিক দক্ষিণের জীবন-জীবিকার জন্য আরও বেশি সুযোগ তৈরি হয়*।

দ্বিতীয়ত, এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, প্রবৃদ্ধি বৈশ্বিক অবিচারের মাধ্যমে উৎসাহিত ও সমর্থিত হয়ে থাকে। বৈশ্বিক পুঁজিবাদের ভিত্তি হলো বৈশ্বিক উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যেকার অসম সম্পর্ক, যা ঐতিহাসিকভাবে গড়ে উঠেছে এবং এখনও পুনরুৎপাদিত হচ্ছে। প্রবৃদ্ধি বৈশ্বিক উত্তর ও দক্ষিণের দেশগুলোকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে, যেখানে উত্তরের সমৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধি দক্ষিণের দেশগুলো থেকে সস্তা প্রাকৃতিক সম্পদ ও সস্তা শ্রমের প্রবাহ অপরিহার্য। বৈশ্বিক পুঁজিবাদের এই ঐতিহাসিক গতিবিধি উত্তরের দেশগুলোকে ধনী করে তুলেছে, এবং দক্ষিণের দেশগুলোকে প্রাকৃতিক চিরস্থায়ী প্রবৃদ্ধির চক্রে আবদ্ধ করে ফেলেছে, বিশেষত প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, ঋণ পরিশোধ ও কাঠামোগত সমন্বয়ের প্রক্রিয়ার মাধমে।

ঐতিহাসিক এবং চলমান অবিচার সংশোধন করা প্রবৃদ্ধি-হ্রাসের একটি মৌলিক শর্ত, যা এর সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মাত্রা যোগ করে। যদিও প্রবৃদ্ধিহীনতার মূলত বৈশ্বিক উত্তরের প্রধান শিল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য একটি প্রস্তাব হিসেবে গড়ে উঠেছে এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত নীতিমালা ও কার্যক্রম এই অর্থনীতির ভেতরে হস্তক্ষেপ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, তবুও 'প্রবৃদ্ধি-হ্রাসের দায়িত্ব এর ধারণাটি বৈশ্বিক উত্তরের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রবৃদ্ধি-হ্রাসকে ন্যায়বিচারের প্রকল্প হিসেবে দেখলে এটি একদিকে ঐতিহাসিক এবং সমসাময়িক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রভাব মোকাবিলার বিষয়, অন্যদিকে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সেই কাঠামোগুলোকে চ্যালেঞ্জ করা যা এই প্রবৃদ্ধিকে পুনরুৎপাদিত করছে।

প্রবৃদ্ধি হ্রাস এবং ন্যায়বিচারের মধ্যে সম্পর্কের এইরূপ পুনর্গঠন সাম্প্রতিক প্রবৃদ্ধি-হ্রাস ভাবনা এবং আন্দোলনের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। এটি বিশেষভাবে পরিবেশগত ঋণের ধারণায় প্রতিফলিত হয়, যা পরিবেশগত সম্পদ ও বর্জ্য শোষণ ব্যবস্থার অতীত ও চলমান অতিরিক্ত ব্যাবহার বা দখলকে বুঝায়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারনা হলো পরিবেশগত ভাবে অসম বিনিময়, অথাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের অসম প্রবাহ। তবে এই চিন্তাধারার সাথে বৈশ্বিক সামাজিক পুনরুৎপাদনের দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত করা জরুরি, যা এই ন্যায়বিচারের ধারণাকে আরও বিস্তৃত করে বৈশ্বিক উত্তরের সাথে দক্ষিণের মধ্যে মানব ও প্রকৃতির জীবন-টেকসই শ্রমের অসম প্রবাহকে অন্তর্ভুক্ত করে। এইভাবে দেখলে, এটি কেবল প্রাকৃতিক সম্পদের প্রবাহের বিষয় নয়, যা সরাসরি ব্যবহার, দখলের মাধ্যমে, ও বৈশ্বিক বাণিজ্যে অসম বিনিময়ের মাধ্যমে ঘটে, এবং যা পুঁজিবাদের প্রবৃদ্ধিকে বজায় রাখে ও পুনর্গঠন করে। আরো বিসদভাব দেখলে, সমাজের পুনরুৎপাদনমূলক শ্রমের প্রবাহ এই ব্যবস্থাকে সমর্থণ করার ক্ষেত্রে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৈশ্বিক অবিচার সংশোধনের জন্য নেওয়া পদক্ষেপগুলোতে 'সামাজিক পুনরুৎপাদন ঋণ' এর একটি বিস্তৃত ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এর মধ্যে রয়েছে বৈশ্বিক দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত বর্ণবাদী এবং সস্তা সামাজিক পুনরুৎপাদন শ্রমের স্বীকৃতি। এছাড়াও, ঔপনিবেশিক ক্ষতিপূরণ এবং আদিবাসী জনগণের ন্যায্য অধিকার অনুযায়ী জমি ফিরিয়ে দেওয়াকেও এর আওতায় আনা উচিত।

প্রবৃদ্ধি-হ্রাসকে ন্যায়বিচার হিসেবে বুঝার ভিত্তিতে উদ্ভূত নিদিষ্ঠ কর্ম ও হস্তক্ষেপগুলোকে তিনটি শিরোনামের অধীনে ব্যাপকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে। এগুলো সামগ্রিকভাবে দ্য ফিউচার ইজ ডিগ্রোথ: এ গাইড টু এ ওয়ার্ল্ড বিয়ন্ড ক্যাপিটালিজম বইয়ের ঋণ সংক্রান্ত অধ্যায়ে প্রস্তাবিত ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রথমটি ঐতিহাসিক এবং সমসাময়িক অবিচারের সংশোধন বা মোকাবেলার সঙ্গে সম্পর্কিত। এর মধ্যে রয়েছে পতিবেশগত এবং সামাজিক পুনরুৎপাদন ঋণ পরিশোধ, জলবায়ু ও ঔপনিবেশিক ক্ষতিপূরণ এবং বৈশ্বিক আর্থিক ও বাণিজ্য ব্যবস্থার সংস্কার। এই পদক্ষেপগুলোর লক্ষ্য হলে বৈশ্বিক উত্তর এবং দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যে অসম বিনিময়ের প্রক্রিয়াগুলোকে প্রতঅহার বা লাঞ্চব করা। এই অর্থে, প্রবৃদ্ধি-হ্রাস ক্ষতিপূরণ এবং আদিবাসি সার্বভৌমত্বের পক্ষে সমসাময়িক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্যে শুধুমাত্র, *ল্যান্ড ব্যাক মুভমেন্ট* অন্তভুক্ত তা নয়, প্রবৃদ্ধি-হ্রাস *সাউদার্ন পিপলস ইকোলজিক্যাল ডেট ক্রেডিটর্স অ্যালায়েন্সের* রূপান্তরমূলক সম্ভাবনাকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্ঠার সাথেও সম্পর্কিত। এই জোট তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের ঋণ সংকটকে বৈশ্বিক উত্তরের দেশগুলোর ঋণের দায় হিসেবে পুনর্নির্ধারণ করেছিল ।

দ্বিতীয় ধরণের কার্যক্রম ও হস্তক্ষেপের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে প্রবৃদ্ধি-হ্রাসের সাথে সংগতিপূর্ণ উৎপাদন এবং ভোগের কার্যকলাপ সংকোচনের সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাবগুলি *বৈশ্বিক দক্ষিনে* মোকরেলায় সঙ্গে সম্পর্কিত। বিশেষ করে, এটি সেই দেশগুলোর জন্য প্রয়োজ্য যারা রপ্তানি বা বিদেশি বিনিয়োগের ওপর নির্ভরশীল। যেহেতু বৈশ্বিক উত্তর এবং বৈশ্বিক দক্ষিণ মধ্যেকার অসম সম্পর্ক ও শ্রমের অসম প্রবাহ ঐতিহাসিকভাবে দক্ষিণের অনেক অর্থনীতিকে রপ্তানি খাতে কাঠামোগতভাবে নির্ভরশীল করে তুলেছে, সুতরাং বৈশ্বিক উত্তরে উৎপাদন সংকোচন ঘটলে বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলো ভুক্তভোগী হবে, যা এক ধরনের জোরপূর্বক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্ঠি করবে। যদিও উপরোক্ত ন্যায়বিচারমূলক ব্যবস্থা কিছুটা সুরাহা প্রদান করবে, তবে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য সম্পদের স্থানান্তরসহ সরাসরি পদক্ষেপেরও প্রয়োজন রয়েছে।

তৃতীয় ও চূড়ান্ত প্রস্তাব হলো বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোর জন্য প্রবৃদ্ধি-হ্রাসের পথ অনুসরণের সুযোগ উন্মুক্ত করা ও সেই স্থানটিকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে। এর অর্থ হলো দক্ষিণের দেশগুলো থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন আন্দোলন, প্রস্তাবনা এবং বৈশ্বিকদৃষ্টিভঙ্গির বৈধতাকে স্বীকৃতি দেওয়া (যেমন, উত্তর-নিষ্কাশনবাদ, উবুন্টু, বুয়েন ভিভির)। এছাড়াও, দক্ষিণের দেশগুলিতে অন্তর্নিহিত প্রবৃদ্ধির বাধ্যবাধকতাগুলোকে শিথিল করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যেমন প্রবৃদ্ধি থেকে বিচ্ছিন্ন সহযোগী/সামাজিক ব্যাবস্থাতে অর্থায়ন করা অথবা অসম বিনিময়ের সম্পর্ক থেকে নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য পরিবর্তনকে সহায়তা করা।

>>

> স্বায়ত্তশাসন/গণতন্ত্র হিসেবে প্রবৃদ্ধি-হ্রাস

প্রবৃদ্ধি-হ্রাসের তৃতীয় এবং চূড়ান্ত অক্ষ হলো স্বায়ত্তশাসন এবং গণতন্ত্র। এই অক্ষটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া গঠনে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রাধান্য দেয় এবং অবিরাম প্রবৃদ্ধির বাধ্যবাধকতার আধিপত্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সামাজিক কল্পনার থেকে দূরে ধাকার উপর গুরুত দেয় । গণতন্ত্রেও পাশাপাশি, স্বায়ত্তশাসন প্রবৃদ্ধি-হ্রাসের চিন্তাধারায় গুরুতপূর্ণ আরোপ করে। এই ধারণাগুলি ইভান ইলিচ, আন্দ্রে গরজ এবং কর্নেলিয়াস ক্যাস্টোরিয়াডিস-এর মতো চিন্তাবিদদের দ্বারা বিকশিত এবং প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত। তাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, তাদের একটি অভিন্ন মত হলো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বৃদ্ধি স্বায়ত্তশাসনের সক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়। এটি ঘটে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রীকরণ ও আমলাতান্ত্রিকরণের মাধ্যমে। এছাড়ও, বাজার অর্থনীতির আধিপাত্যের কারনে মানুষ তার প্রয়োজন নির্ধারণের স্বক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। যদি জৈবিকভাবে সম্ভবও হয়, তবে অন্তহীন অর্থনৈতিক বিকাশ কাম্য নয়, কারণ এটি সম্মিলিতভাবে স্বায়ত্তশাসনের সক্ষমতাকে দূর করে দেয়।

প্রবৃদ্ধি-হ্রাসের মূল বৈশিষ্ট্য হলো অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের গণতান্ত্রীকরণ এবং এর মাধ্যমে স্ব-শাসনের পরিসর প্রসারিত করা। অর্থাৎ সকলকে তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া। এই নীতি প্রথমে প্রতিফলিত হয় প্রবৃদ্ধি-হ্রাসের সম্মিলিত ও গণতান্ত্রিকভাবে নির্ধারিত প্রয়োজন ও সীমার উপর জোর দেওয়ার মাধ্যমে: কোন কার্যকম বাতিল করতে হবে, কোনটি সীমিত করতে হবে এবং কোন কার্যকলাপকে সমর্থন ও সম্প্রসারিত করতে হবে। প্রবৃদ্ধি-হ্রাস শোষণ, সঞ্চয় ও প্রবৃদ্ধির ভিত্তিতে গড়া অর্থনীতির পরিবর্তে এমন এক ভিন্ন অর্থনীতি গঠনের আহ্বান জানায়, যা মানুষের প্রয়োচন পূরণ, প্রাচুর্য, ন্যায্যতা এবং সংহতির উপর ভিত্তি করে কাজ করবে। তবে এটা আকারের দিক থেকে ছোট কোন অর্থনীতি নয়। কেননা প্রবৃদ্ধি-হ্রাস অর্থনীতির মৌলিক দিক কর্পোরেট ক্ষমতা-হ্রাস করা, অর্থ ও আর্থিক ব্যবস্থার উপর গণতান্ত্রিক নজরদারি প্রতিষ্ঠা, অংশগ্রহণমূলক পাবলিক বাজেটিং, উৎপাদনশীল ক্ষমতার গণতান্ত্রিক শাসন, এবং উৎপাদন, বিতরণ/বিনিময় ও ভোগের বিকল্প (অ-পুঁজিবাদী) ব্যবস্থা গঠন ও শক্তিশালী করা।

এই ধরণের হস্তক্ষেপ ও অনুশীলনের মাধ্যমে বিভিন্ন মাপকাঠিতে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের গণতন্ত্রীকরণে সুনির্দিষ্ট চাহিদা, *ব্যবহারিক মূল্য এবং অ-আর্থিক সম্পদের* পুঁজি সঞ্চয়, মুনাফার সর্বোচ্চীকরণ এবং প্রবৃদ্ধির ওপরে প্রাধান্য দেওয়ার সম্ভাবনা রাখে। এটি টেকসই ও ন্যায়সংগত জীবনধারণ নিশ্চিতকরণের মতো নীতি, কিংবা পরিবেশগত মানের পুনর্নবীকরণ, পুনরুজ্জীবন ও সুরক্ষা প্রদানকে অগ্রাধিকার দিতে পারে। অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াগুলোকে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করলে বিভিন্ন ধরনের চাহিদা এবং মূল্যবোধকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন শর্তে, কতটা এবং কাদের জন্য উৎপাদন করা হবে, মূল্য বা মজুরি কীভাবে নির্ধারণ করা হবে এবং উদ্বৃত্ত পুঁজি কোথায় বিনিয়োগ করা হবে এই ধরনের সিদ্ধান্তগুলোতে বৃহত্তর অংশগ্রহণ সম্ভব হবে। এই অংশগ্রহণ একটি পরিসর তৈরী করবে যেখানে প্রবৃদ্ধি বা দক্ষতার মতো লক্ষ্যগুলো নতুন করে চিন্তাভাবনা করা, বিকল্প লক্ষ্যগুলোকে বাস্তবায়িত করা এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সামাজিক আলোচনা ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে করা যাবে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, গণতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসন শুধু অনুসরণযোগ্য নীতি নয়, বরং এটি পুঁজিবাদী বিকাশ অর্থনীতির সামাজিক ও পরিবেশগত ধ্বংসাত্মক গতিশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ ও রূপান্তরিত করার একটি শক্তি হিসেবে কাজ করবে। প্রবৃদ্ধি-হ্রাসে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের উপর জোর দেওয়া বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ, বিশেষত আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের আলোচনার মূলধারার প্রেক্ষাপটে। এই আলোচনাগুলো মূলত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কাঠামোগত পুনর্নির্দেশের উপর কেন্দ্রীভূত, যেমন জীবাশ্ম জ্বালানি-নির্ভর খাত থেকে সরে আসা, যা প্রায়ই পরিবেশগতভাবে দক্ষ প্রযুক্তির ব্যবহারের সাথে যুক্ত থাকে। এগুলি রূপান্তরের প্রশ্নটিকে কেবল সঠিক বিনিয়োগে সীমাবদ্ধ করে, অর্থাৎ পরিবেশগতভাবে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে সরে আসা এবং উৎপাদন ক্ষমতার ভুল বণ্টনকে সংশোধন করা। তবে এই আলোচনাগুলোর মধ্যে অনুপস্থিত থাকে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলো কীভাবে পরিচালিত হবে এবং কী ধরনের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন তার একটি দৃষ্টিভঙ্গি। এখানেই স্বায়ত্তশাসন/গণতন্ত্রের উপর প্রবৃদ্ধি-হ্রাসে জোর দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ এটি রূপান্তরের আলোচনায় শুধু ফলাফলের ওপর নয়, বরং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন করতে সহায়তা করে। ■

লেখকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ:
বেঙ্গি আকবুলুট <bengi.akbulut@gmail.com>

অনুবাদ:
খাদিজা খাতুন, প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়।

> কিভাবে একটি ন্যায্য এবং জনপ্রিয় শক্তি রুপান্তর বিনির্মাণ করতে হবে?

তাতিয়ানা রোয়া আভেন্ডানো, উপমন্ত্রী, পরিবেশ পরিকল্পনা, কলম্বিয়া এবং **পাবলো বার্টিনাট,** টালার ইকোলজিস্টা, আর্জেন্টিনা

কৃতজ্ঞতা: অ্যাঞ্জি ভেনেসিটা (angievanessita.wordpress.com)

একটি সামাজিক-পরিবেশগত ন্যায়বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং জনপ্রিয় পরিবেশবাদের মধ্যে আমরা একটি ন্যায্য এবং জনপ্রিয় শক্তির রুপান্তর রক্ষা করতে চাই যা পুঁজিবাদ বিরোধী এবং সামাজিক-পরিবেশগত বয়ানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। কিন্তু এটি অর্জনের জন্য আমাদের প্রথমে বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে হবে ও কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতের লক্ষ্য ঠিক করতে হবে। এজন্য শক্তির সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি মোকাবেলার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এর মাত্রা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে শুধুমাত্র গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমনই নয় বরঞ্চ বিভিন্ন প্রান্তে সামাজিক অসমতা ও আর্থ-সামাজিক-পরিবেশগত প্রভাবগুলিকে বিবেচনা করে সেইসাথে বৃহৎ কর্পোরেশনগুলির হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভুত হওয়া আর শক্তির কেন্দ্রীকরণের সাথে সম্পর্কিত দ্বন্দ্বগুলিকে বিবেচনা করতে হবে।

আমরা শক্তি ব্যবস্থাকে সামাজিক সম্পর্কের উপাদান হিসাবে বুঝি যা আমাদের একটি সমাজ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে। এর সাথে আমাদের সমাজ আর প্রকৃতির সম্পর্ককেও প্রতিষ্ঠা করে যা উৎপাদন সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত হয়। ন্যায্য এবং জনপ্রিয় শক্তির পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্রীকরণ, বি-পণ্যায়ন, বি-জীবাস্মায়ন, বি-কেন্দ্রীকরণ, ও বি-পুরুষতান্ত্রীকরণ। কিন্তু সেটা অর্জনের কি ধরণের পদক্ষেপ প্রয়োজন?

>>

> বি-পণ্যায়ন এবং গণতন্ত্রীকরণের পথ

সব মানুষের শক্তির অধিকার রয়েছে, শক্তির ন্যায্য ও জনপ্রিয় শক্তির রূপান্তর এই বিশ্বাসের ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। সেই সাথে এই ধারণাকেও চ্যালেঞ্জ করে যে শক্তি একটি পণ্য। এই ধারণার পক্ষে স্লোগানগুলির মধ্যে একটি হল বি-পণ্যায়ন করা যার অর্থ হল অর্থনৈতিক সুবিধার বাণিজ্যিকীকরণ থেকে শক্তিকে মুক্ত করা এবং এর পরিবর্তে এটিকে বস্তুগত এবং প্রতীকী উভয় মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ ও পুনরুৎপাদন করার ক্ষমতার উপর গুরুত্ব প্রদান করা।

আমরা শক্তিকে জনসাধারণের অংশ হিসাবে বিবেচনা করি এবং এর জন্য প্রকৃতির প্রতি যে কোন অধিকার এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করি। পানির অধিকারের জন্য সংগ্রামকে উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করে শক্তির অধিকারকেও একইভাবে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এই অধিকার শুধু মানুষের নয়, সকল জীবের জন্য। আমরা প্রকৃতি এবং তার জীবজন্তুকে অন্তর্ভুক্ত করি, কারণ আমরা স্বীকার করি যে মানুষের ভোগের সাথের এবং পরিবেশের একটি পারস্পরিক নির্ভরশীলতা রয়েছে।

বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বাজার সীমাহীন পুঁজি অর্জনের উপর জোর দেয় সবকিছুকে ছাড়িয়ে। বি-পণ্যায়ন ধারণাটি নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণে পুঁজিবাদী বাজারের কেন্দ্রিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে। 'জনগণ' ধারণার পুনরুদ্ধার এর জন্য অপরিহার্য। তবে শুধু ব্যক্তিগোষ্ঠীর হাত থেকে এটি পুনরুদ্ধার করে মালিকানা সম্পর্কের বিতর্কের পরিবর্তন নয়, বরং ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন এখান মূখ্য। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে জনগণ ধারণকে পুনরুদ্ধার করা রাষ্ট্রের সাথে তার সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। বরং এটি সকল পর্যায়ে, যেমন- কমিউনিটি, পৌরসভাসহ সব ধরণের অঞ্চলের সাথে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সহ মালিকানা এবং পরিচালনার পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণকে শক্তিশালীকরণ এবং পুনর্গঠন করার একটি প্রশ্ন। প্রাইভেট কোম্পানিগুলোর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কথিত উন্নততর পরিসেবা ব্যবস্থা মোকাবেলায় এগুলো মূল্যবান হাতিয়ার এবং এগুলো হাতিয়ারকে আরো শক্তিশালী করতে হবে।

শক্তির অধিকারকে বি-পণ্যায়ন করা এবং সামাজিকভাবে গঠন করা একটি বিস্তৃত আইনী, নিয়ন্ত্রণ এবং আদর্শিক সংস্কার। আর এটি হবে বেসরকারীকরণ আইন বাতিল করে এবং মুক্ত বাজার থেকে বেরিয়ে। মুক্ত বাজার বেসরকারি খাতকে শক্তি ব্যবস্থার কেন্দ্রে রাখে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, একটি 'ডি-প্রাইভাটাইজেশন' প্রক্রিয়া অগ্রসর করা, যা কেবলমাত্র জ্বালানি কোম্পানির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অন্যান্য মৌলিক সেবাসমূহকেও অন্তর্ভুক্ত করবে। একইসাথে, এমন উপকরণ বিকাশ করা যা মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সর্বস্তরের এবং বিভিন্ন পর্যায়ের (সমবায়, সম্প্রদায়, রাষ্ট্র এবং জাতীয়) জনস্বার্থকে শক্তিশালী করে। এটি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

শক্তির খাতকে গণতান্ত্রিকীকরণের পথে প্রথম পদক্ষেপ হলো এমন তথ্যব্যবস্থা তৈরি করা, যা শহর বা গ্রামের যেকোনো সম্প্রদায়কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। এর জন্য জীবাশ্ম জ্বালানি এবং জীবাশ্ম-ভিত্তিক অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের জন্য গৃহীত সরাসরি ভর্তুকি নীতিগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করা, সংশোধন করা এবং প্রয়োজন হলে প্রত্যাহার করাও জরুরি। একইসঙ্গে, পুঁজিবাদী বাজারের বাইরের জ্বালানির উৎপাদন, বিতরণ, ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের সহায়তায় অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

জ্বালানি নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করাও গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে উৎপাদন, ব্যবহার, জ্বালানি দারিদ্র্যসহ এর নানা দিককে বিবেচনায় নেওয়া হবে। পৌর জ্বালানি সংস্থা ও জনসেবা পুনরুদ্ধারের মতো উদ্যোগগুলোকে আরও শক্তিশালী করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করতে, স্থানীয়, সম্প্রদায়ভিত্তিক এবং পৌরস্তরের জন্য জ্বালানি নীতিমালা তৈরির উপায় ও প্রক্রিয়া উন্নয়ন করা দরকার, যা সবাই মিলে এই নীতিগুলোর ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি রূপ দেবে।

> এটি শুধু কার্বন নির্গমন কমানোর বিষয় নয়

গ্রিনহাউস গ্যাস শোষণকারী কার্বন সিঙ্ক এবং সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ ও খনিজের প্রাপ্যতা বর্তমানে প্রচলিত উৎপাদন ও ভোগের কাঠামোর মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প হিসেবে পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সীমিত করে। ফলে, শক্তির মোট ব্যবহার কমানোকে মূল লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা জরুরি। তবে, এই পরিবর্তন অবশ্যই পরিকল্পিতভাবে হতে হবে, যেখানে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করা এবং বিভিন্ন দেশ ও সামাজিক গোষ্ঠীর চাহিদা বিবেচনায় নেওয়া হবে।

পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোই যথেষ্ট নয়। বরং, প্রতিটি উদ্যোগের পরিবেশগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবগুলো পর্যালোচনা করে তার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।
এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় যেসব পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:

- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায়, যেমন সমুদ্র অঞ্চলে, প্রচলিত বা অপ্রচলিত হাইড্রোকার্বন উত্তোলন না করা বা জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসার পরিকল্পনার আওতায় এর ব্যবহার সীমিত করা।
- জলবায়ু সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতিগুলোর বাইরে শক্তির নিট ব্যবহার কমার উপর নজরদারি করা।
- বিভিন্ন খাতের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করা, যেমন পরিবহন খাত, যা লাতিন আমেরিকায় প্রধান শক্তি ভোক্তা এবং যা শক্তি খাত হিসেবেই বিবেচিত হওয়া উচিত।
- শক্তি দক্ষতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক-সামাজিক সুবিধাগুলোকে চিত্রিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি করা এবং বাণিজ্যিক লাভের যুক্তির বাইরে নিয়ন্ত্রক পরিবর্তন প্রতিষ্ঠা করা।
- বৃহৎ বাণিজ্যিক বা বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর মধ্যে পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানির প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়াকেই একমাত্র বিকল্প হিসেবে গ্রহণ না করে বরং এই উৎসগুলোর বিকেন্দ্রীভূত এবং সমন্বিত উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

এসব পদক্ষেপ শুধুমাত্র পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুষমতা নিশ্চিত করেও নেওয়া জরুরি।

>>

> উৎপাদন ও ভোগ মডেলের ভাবনা

ন্যায়সংগত ও জনগণের অংশীদারিত্বমূলক জ্বালানি পরিবর্তনের জন্য এমন একটি উৎপাদন মডেল তৈরি করা জরুরি, যা জীবনের স্থায়িত্ব ও আমাদের বাঁচিয়ে রাখা পরিবেশগত চক্র ও ব্যবস্থার যত্নের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নারীবাদীরা যেমন বলেন, এই মডেলের কেন্দ্রে জীবনকে রাখতে হবে।

এই পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন প্রকৃতির সীমাবদ্ধতা ও মানুষের শারীরিক সক্ষমতাকে স্বীকার করা, পাশাপাশি *জীবনের অস্তিত্বের জন্য সম্পর্ক ও সংযোগগুলোর গুরুত্ব বুঝতে পারা*। এর সঙ্গে সমাজে জীবন সংগঠনের নতুন পন্থা, উৎপাদনের নতুন ধরন, উৎপাদনশীল ও প্রজননশীল কাজের মূল্যায়নের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজ ও প্রকৃতির সম্পর্কের ভারসাম্য আনার জন্য ভোগের নতুন রূপ জড়িত।

এটি শুধু জ্বালানি ব্যবস্থার পরিবর্তন নয়, বরং সমাজ ও প্রকৃতির সম্পর্ক পুনর্গঠনের একটি গভীর প্রক্রিয়া, যা জীবনের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে।

শক্তির দক্ষতা নিয়ে বিভিন্ন খাতের উদ্যোগের পাশাপাশি, আঞ্চলিক উৎপাদন ও পরিবহন ব্যবস্থাকে নতুন করে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং টেকসই ও ন্যায়সঙ্গত বিকল্প খুঁজে বের করতে হবে। এই ক্ষেত্রে কিছু কার্যকর প্রস্তাব হলো:

- পণ্যের পরিবহণের জন্য সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ এবং স্থানীয় পণ্যগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সংক্ষিপ্ত উৎপাদন চেইন গঠন করা।
- যে সব উপকরণের উৎপাদন হ্রাস করা প্রয়োজন, সেগুলো চিহ্নিত করা এবং কোন পণ্য উৎপাদন বন্ধ করতে হবে তা নির্ধারণ করা; তাছাড়া, সামগ্রীভিত্তিক পণ্য ছাড়াও সেবা ব্যবস্থার দিকে জোর দেওয়া। এই পরিবর্তনগুলোর জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা।
- কম শক্তি খরচকারী সেবা ও নতুন উৎপাদন ক্ষেত্র তৈরি করা।
- ব্যক্তিগত ইন্টারনাল কম্বাশন ভেহিকেল (আইসিভি) ব্যবহার বন্ধ করার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করা।
- মালবাহি পণ্য পরিবহন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন কার্যকর করা।
- পাবলিক ফান্ডে নির্মিত পরিকাঠামোর ভূমিকা এবং ডিজাইন পুনরায় ভাবা, যা ভবিষ্যতে মানুষের আচরণ ও ভোগের ওপর প্রভাব ফেলবে।

এই পদক্ষেপগুলো একটি টেকসই এবং ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হবে।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যে আমাদের মানবিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিকল্প এবং আরও টেকসই উপায়সমূহের সামাজিক গঠনকে এগিয়ে নিতে হবে। যদিও এটি একটি দীর্ঘ এবং জটিল প্রক্রিয়া, তবে বিভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহার করে এটিকে সহজতর করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, টেকসই ভোগের জন্য শহুরে নেটওয়ার্কগুলিকে শক্তিশালী করা, পরিকল্পিত অবসানের বিরুদ্ধে বিধিমালা প্রণয়ন করা, পণ্যের জীবনচক্র বিশ্লেষণ করা, নির্দিষ্ট পণ্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ বা সীমিত করা, শক্তি দারিদ্র্য দূরীকরণে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করা, শক্তি নীতিকে বাসস্থান নীতির সাথে যুক্ত করা, এবং বিলাসী শক্তি ব্যবহারের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা। এসব পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আমরা একটি সমাজিকভাবে আরো টেকসই এবং ন্যায়সঙ্গত জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠা করতে পারব। ■

লেখকদ্বয়ের সাথে সরাসরি যোগাযোগ:
তাতিয়ানা রোয়া <troaa@censat.org>
পাবলো বার্টিনাট <pablobertinat@gmail.com>
টুইটার: @tatianaroaa এবং @PactoSur

অনুবাদ:
আরিফুর রহমান, প্রভাষক,
সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়।

> (প্যান) আফ্রিকার

পরিবেশ-নারীবাদী আন্দোলনসমূহ

জো রান্দ্রিয়ামারো, রিসার্চ অ্যান্ড সাপোর্ট সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ-ইন্ডিয়ান ওশান, মাদাগাস্কার

কৃতজ্ঞতা: ফ্রিপিক / আরবু দ্বারা অভিযোজিত।

এ কই সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শ ও প্রতিষ্ঠানগুলিরদ্বারা স্বদেশীয় সংস্কৃতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যাহত ও অবমূল্যায়ন করছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রতিষ্ঠিত তিনটি স্বতন্ত্র আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে আফ্রিকার পরিবেশ-নারীবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত। এই তিনটি আন্দোলন হচ্ছে: প্রধানত জলবায়ু ন্যায়বিচার কর্মীদের দ্বারা সমর্থিত নব্যউদারনীতি বিরোধী আন্দোলন বি-উপনিবেশবাদীদের মাধ্যমে অগ্রসরমান সামাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন এবং নারীবাদীদের দ্বারা পরিচালিত পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন। উদাহরনস্বরূপ, যে ক্ষমতা কাঠামো ও আধিপত্য পরম্পরা নারী ও প্রকৃতি উভয়কে নিপীড়ন ও শোষণ করে তা ভাঙতে *আফ্রো-পরিবেশ-নারীবাদীরা* চেষ্টা করে যাচ্ছে।

> জলবায়ু ন্যায়বিচারের জন্য একটি প্যান-আফ্রিকার নারীবাদী আন্দোলন

আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে চলমান বৃহৎ আকারের, কৃষি-শিল্প ও নিষ্কাশন প্রকল্পসমূহের ফলে তৈরি জীববৈচিত্র্য ও জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা প্রতি হুমকি এবং এর সাথে কর্পোরেট ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার যোগসূত্র সম্বন্ধে একটি উদীয়মান সচেতনতা গড়ে উঠছে সম্প্রদায় স্তরে। বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াসমূহ যা একটি সমাজকে অন্য সমাজ অথবা জীবিত প্রজাতিকে ধ্বংস না করে নিজেকে পুনরুৎপাদন করতে সাহায্য করে এর মাধ্যমে বসবাসযোগ্য স্থান ও সামাজিক বন্ধন সংরক্ষণ, বিকাশ বা মেরামত করার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে যে বাস্তবকেন্দ্রিক সংগ্রাম ও উদ্যোগ নেয়া হয় পরিবেশ নারীবাদ তার থেকে আলাদা নয়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে জলবায়ু ন্যায়বিচার আন্দোলনগুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া উচিত যা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে উদীয়মান বর্ধমান সচেতনতাপ্রভাবশালী নব্য-উদারনৈতিক উন্নয়ন মডেলটি টেকসই নয়এর উপর ভিত্তি করে একটি নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তব্যবিদ্যাসংক্রান্ত সংকট এবং এর মূল কারনসমূহকে নির্দেশ করে। এই ধরনের পরিবেশ নারীবাদী আন্দোলনসমূহ আফ্রিকার জলবায়ু ও বাস্তব্যবিদ্যাসংক্রান্ত সংকট, নিষ্কাশন উন্নয়ন ও এর জেন্ডার প্রভাবের সাথে তাদের যোগসূত্রকে কেন্দ্র করে শুরু হয়, এবং দাবী করে ‘যে অন্যায্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেয়া হোক পৃথিবীর যত্ন নেওয়া এবং মানুষ ও প্রকৃতির অধিকারসমূহের ঐতিহাসিক লঙ্ঘনের ক্ষতিপূরণ প্রদান করার জন্য’, *যেমনটি মার্গারেট মাপোন্ডেরা, ত্রুশা রেড্ডি ও সামান্থা হারগ্রিভস পরামর্শ দিয়েছেন*।

>>

তাদের আন্ত:জাতীয় প্রকৃতির জন্য জলবায়ু ন্যায়বিচার আন্দোলন এবং আফ্রিকার জন্য বি-উপনিবেশকরনের প্রকল্প উভয়কে একটি আংশিক পদ্ধতির মধ্যে সীমিত করলে চলবে না বরং একটি প্যান-আফ্রিকান কর্ম প্রস্থার প্রয়োজন। মহাদেশের বিভক্তকরন এবং মতাদর্শগত বিভাজন আফ্রিকাতে উপনিবেশবাদের বিভিন্ন ধরণকে জিইয়ে রাখতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে, যা পরোক্ষভাবে নির্দেশ করে যে প্যান-আফ্রিকানিজম আফ্রো-পরিবেশ-নারীবাদীদের মাধ্যমে গৃহীত বি-উপনিবেশকরণের প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ ।

> আফ্রিকার পরিবেশ-নারীবাদী এবং বি-উপনিবেশীকরণ

ওয়াঙ্গারি মাথাই নিশ্চিত করেন যে 'উপনিবেশবাদ ছিল শিল্পায়ন ও প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের ফলে সৃষ্ট প্রকৃতি ধ্বংসের শুরু [...] বন কাটা, আমদানীকৃত গাছের চাষ যা বাস্তুসংস্থানকে ধ্বংস করেছিল, বন্যপ্রাণী শিকার ও বাণিজ্যিক কৃষি ছিল উপনিবেশী কার্যাবলী যা আফ্রিকার পরিবেশকে ধ্বংস করেছিল'। এইরূপে, শুরু থেকে আফ্রো-পরিবেশ-নারীবাদ আফ্রিকায় পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনকে বেগবান করার একটি বি-উপনিবেশ নারীবাদী এপ্রোচের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভে পরিণত হচ্ছে।

এই প্রেক্ষিতে, আফ্রো-পরি-নারীবাদীরাও পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা ও নব্য-উপনিবেশবাদকে প্রতিহত করার জন্য তাদের চিরাচরিত ঐতিহ্য ও স্বদেশীয় সংস্কৃতির উপর নির্ভর করছে। যেখানে কিছু আফ্রিকার নারীবাদী যেমন ফাইনোস মাঙ্গেনা যুক্তি দিচ্ছেন যে আফ্রিকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সাম্প্রদায়িক দর্শন নারীবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় কারণ তারা গভীরভাবে পিতৃতান্ত্রিক, অন্যান্য পরিবেশ-নারীবাদীরা যেমন সিলভিয়া তামালে ও মুনামাটো চেমহুরু নিশ্চিত করেন যে আফ্রিকার ঐতিহ্যগত দর্শন ও সাধ-না যেমন উবুন্টুকে আফ্রিকার নারীবাদের জেন্ডার ন্যায্যতা ও অন্যান্য লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহার করা যেতে পারে।

যেমন উগান্ডার একাডেমিক ও মানবাধিকার কর্মী *সিলভিয়া টামালে যুক্তি দেন*, 'পরিবেশ নারীবাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যসমূহ অ-পশ্চিমী স্বদেশীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যগতভাবে চর্চার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ'। বিশেষকরে, পরিবেশ নারীবাদী আচার-আচরণের অনেক কিছু 'স্বদেশীয় মানুষ ও প্রকৃতি এর মধ্যে জ্ঞানমূলক সম্পর্ক [যা] তাদের আধ্যাত্মিকতা, গোত্র পূজা, ট্যাবু, পূর্ব-পুরুষের উপকথা, আচার-আচরণ, পৌরাণিক কাহিনী এবং আরোও অনেক কিছুর মাধ্যমে প্রকাশ পায় [...] উল্লেখযোগ্যভাবে, একটি নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের পরিণতিসমূহ ব্যক্তিগত নয় এবং মেনে চলার দায়িত্ব ছিল সম্প্রদায়ের। তুমি যদি সামাজিক নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন কর, এর পরিণতি তোমার আত্মীয় স্বজনকেও ভোগ করতে হবে' (পৃষ্ঠা ৮৭-৮৯)।

মাদাগাস্কারের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সাকাতিয়া দ্বীপ থেকে স্বদেশীয় গোত্রের স্থানীয় পবিত্র স্থান ও জৈব-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের (এমপিজোরো টানি) অভিভাবক মহিলারা এই জ্ঞানমূলক সম্পর্কের একটি বিশেষ ধরনের বর্ণনা দিয়েছেন যা নীচে তুলে ধরা হল:

"'এমপিজোরো টানি' হিসেবে আমাদের ভূমিকা হচ্ছে আমাদের গ্রামের প্রতি আমাদের কর্তব্য, যা আমাদের পূর্বপুরুষ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আঙ্কাটাফাবে নামে একটি পবিত্র স্থান রয়েছে এবং আম্পিজোরোয়া ও আনকোফিয়ামেনায়তেও আরো একটি রয়েছে। অতীতে এখানে কোন গির্জা ছিল না কিন্তু এই স্থানগুলি যেখানে আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম, ঠিক যেমন আমরা একটি গির্জায় করি। এগুলি হল আশীর্বাদ পাওয়ার প্রার্থনা ও অনুরোধ করার বাৎস-রিক 'ফিজোরোয়ান' (আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা অনুষ্ঠান) করার স্থানসমূহ[...] আমাদের পূর্বপুরুষরা কঠোরভাবে 'ফাডিন-টানি' (ভূমি নিষেধ) পালন করতেন এবং সাকাটিয়ার অধিকাংশ মানুষ এখনও এইগুলো পালন করে। যদি একজন ব্যক্তি একটি 'ফেডি' (নিষেধ) ভঙ্গ করে, তবে সে যে ভুল করেছে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে একটি ষাঁড় অবশ্যই হত্যা করতে হবে" (জাস্টিন হামবা, আনুষ্ঠানিক প্রার্থনার নেতা, ২০২১)।

সাকাতিয়া দ্বীপের পবিত্র স্থানের অন্যান্য অভিভাবক ঐতিহ্যগত আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি প্রতিপালনের যৌক্তিকতা, সাধারণ ভালো ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য, সহযোগিতা, ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা নিশ্চিত করা এবং জীবিত ও মৃতের মধ্যে সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের মেনে চলার অতীব গুরুত্ব নীচে ব্যাখ্যা করেছেন।

"যে সমস্ত মানুষ 'কোদরি' (মাছ) খায়, তাদের জন্য এটি সংরক্ষণের একটি উপায় রয়েছে। তোমার যে পরিমাণ দরকার তুমি শুধু সে পরিমাণ নিবে; যে কোন পরিমাণ উদ্বৃত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতরণ করা আবশ্যক; এটা নষ্ট বা বিক্রি করে দেয়া যাবে না। ইহাই হচ্ছে সম্প্রদায় ও ভালোবাসার ধারণা। যারা খাদ্য তুলে নেয় তারাই যে ঐ খাদ্য খায় তা ঠিক নয়; এটা অবশ্যই সম্প্রদায়ের সাথে ভাগাভাগি করতে হবে। এটা বিক্রি করা যাবে না এবং বেশি পরিমাণে সংগ্রহ করা যাবে না; অন্যথায় এটা বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং তা করার মাধ্যমে, মানুষ পরিবেশের ক্ষতি কওে [...] কোন কারণ ছাড়া গ্রামের ক্ষুদ্র প্রাণীগুলোকে মারা যাবে না, উদাহরণস্বরূপ 'অঞ্জভা' যা একটি ক্ষুদ্র প্রাণী যে ছায়াবৃত ও ঠান্ডা জায়গায় বসবাস করে। সবুজ বন যেখানে এটা লুকিয়ে থাকে তা কেটে ফেলা উচিত নয়। যদি একজন মানুষ এই প্রাণীকে হত্যা করে, তবে তার খারাপ কিছু ঘটবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে শাস্তি (মানলা ফ্যাডি) লাঘব করতে না পারে এবং গ্রামের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় নেতাদের কাছে ক্ষমা না চায়, ততক্ষণ পর্যন্ত অভিশাপ দূরীভূত হবে না [...] যে ব্যাক্তি এই নিষেধ ভঙ্গ করে সে একটি অপবিত্র কাজ করে থাকে; এইগুলি হচ্ছে এই ভূমির ধন যা আমাদের পুর্ব-পুরুষরা লালন-পালন করেছিলেন এবং এই প্রাণীগুলোকে সর্বদা গ্রামে সম্মানের সহিত রাখা/থাকার ব্যবস্থা করা উচিত[...] আমাদের বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় বৃষ্টি ও বিশুদ্ধ বাতাস সরবরাহকৃত বন ধ্বংস করা নিষেধ । এই কারণে সাকাতিয়া এখনো একটি সবুজ দ্বীপ, কারণ আমরা পাহাড়ের উপরে বন কাটি না এবং আমরা গাছও লাগাই। এছাড়াও আমরা মাছসহ সামুদ্রিক জীবনও রক্ষা করি। এখানে আসার পর থেকে আমরা জেলেদের মানহীন জাল ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখছি। আমরা সামুদ্রিক কচ্ছপ ও হোরোকো' ও 'কোদরি' এর মতো স্থানীয় মাছের প্রজাতিকে রক্ষা করি [...] আমাদের গ্রামে একটি দিনা (নিষেধাজ্ঞার একটি ব্যবস্থাসহ ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সমিতি) রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি শপথ করেন বা খারাপ ভাষা ব্যবহার করেন, সেখানে 'দিনা' এর মধ্যে একটি সদৃশ শাস্তি থাকবে। আপনাকে অবশ্যই আচার-অনুষ্ঠানিক ধর্মীয় নেতাদের কাছে যেতে হবে এবং ক্ষমা চাইতে হবে, অন্যথায় গ্রামের সবাই অভিশাপের মুখে পড়বে" (সেলেস্টাইন, ধর্মীয় প্রার্থনা নেতা, ২০২১)।

উপরের বর্ণনার মাধ্যমে এটা প্রতীয়মান হয় যে, সাকাতিয়ার মালাগাসি সম্প্রদায়গুলি '*প্রকৃতি সম্পর্কিত নীতি*' একই মেনে চলে যেহেতু সাব-সাহারা আফ্রিকার অনেক স্বদেশীয় গোষ্ঠীসমূহ যারা প্রকৃতির উপর নৃকেন্দ্রিক হস্তক্ষেপ থেকেও সর্তক যা স্বাস্থ্যকর জীবন প্রণালীকে এমনভাবে দূর্বল করে দেয় যে, এই গ্রহে টিকে থাকাকে হুমকিতে পরিণত করে। যেমনটি সিলভিয়া তামেল তার বই *ডিকলোনাইজেশন অ্যান্ড আফ্রো-ফেমিনিজম* এ সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন, 'দক্ষিন গোলার্ধের নারীরা হয়তো নিজেদেরকে 'পরিবেশ-নারীবাদী' হিসেবে পরিচয় দিতে পারে নি, কিন্তু তাদের বাস্তব্যবিদ্যাসংক্রান্ত সচেতনা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি নৈতিক দায়বদ্ধতার একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।'

> আফ্রিকার পরিবেশ-নারীবাদী উন্নয়নের বিকল্প

একটি বি-উপনিবেশ, পরিবেশ-নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে, অনেক উন্নত বিকল্পসমূহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি মাত্রায় ইতোমধ্যেই বিরাজমান। এই বিকল্পগুলোর অনেকগুলো আফ্রিকা থেকে নেয়া হয়েছিল, যেমন সংহতি অর্থনীতি ও শ্রম এবং বীজ ও অর্থের মতো সম্পদের যৌথ সমাধান এবং অবশ্যই স্বীকৃতি থাকা ও তৈরি করা উচিত। অন্যান্য প্রস্তাবনাসমূহ, স্বদেশীয় মানুষের অবস্থান ও পৃথিবী সম্পর্কিত লক্ষ্যের, প্রকৃতির অধিকার এবং 'বুইন ভিবির' (একটি স্প্যানিশ শব্দগুচ্ছ যা একটি সামাজিক এবং বাস্তব্যবিদ্যাসংক্রান্ত বর্ধিত লক্ষ্যের ভিত্তিতে একটি ভালো জীবনকে নির্দেশ করে) বিশ্ববীক্ষা এর অন্তর্ভুক্ত কিছু গ্রহণ করার ফলে যেমনটি লাতিন আমেরিকায় ঘটেছিল, স্বদেশীয় ধারণা, অনুশীলন ও

>>

রাজনৈতিক ধারণাসমূহ, যা ঐতিহ্য ও উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রাম এবং উত্তর উপনিবেশ পরিবর্তনের মধ্যে নিহিত, এর একটি উল্লেখযোগ্য আফ্রিকান মহাফেজখানা রয়েছে যা থেকে আমরা উজ্জীবিত হতে এবং দিকনির্দেশনা পেতে পারি। এর মধ্যে রয়েছে স্বদেশীয় জ্ঞান ব্যবস্থাসমূহ, সাম্প্রদায়িক মেয়াদ/স্বদেশীয় ভূমি অধিকারসমূহ ও সামাজিক শ্রমের সহযোগিতা।

এইগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে আফ্রিকার বিশ্ববীক্ষা ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে *উবুন্টু* নামে পরিচিত দর্শন যা সাব-সাহারান আফ্রিকার মধ্যে বেশি পরিমাণে চর্চিত হয় এবং '*অস্তিত্বের ঐতিহ্যগত পিতৃতান্ত্রিক, দ্বৈতবাদী* এবং মানব-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে যতটা সম্ভব দূরীভূত করার চেষ্টা করে' । উবুন্টুর কারণে যে সমস্ত মূল্যবোধ অতীত ও বর্তমান এবং মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যুগ যুগ ধরে সংযোগ স্থাপন করছে আফ্রিকানরা তাকে সম্মান/ উৎযাপন করে।

আফ্রিকার একটি নৈতিক প্যাড়াডাইম হিসেবে, উবুন্টু পুঁজিবাদী সম্পর্ক, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ব্যাপক অসমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বরং, বিশ্বাস সাটগার যাকে একটি '*ইমপেরিয়াল ইকোসাইড*' বলেছেন তাকে মোকাবেলা করার জন্য এটি সংহতি এবং বি-উপনিবেশকরণের একটি সক্রিয়তা দাবী করে। উবুন্টুর বাস্তুবিদ্যাসংক্রান্ত নীতি এই ধারণা প্রদান করে '*পোস্ট-এক্সট্রাকটিভিজম বা উত্তর নিষ্কাশনের আমূল ধারণা*, অর্থাৎ যে সমস্ত জীবাশ্ম জ্বালানী এবং খনিজ পদার্থ যা ধ্বংসাত্মক পুঁজিবাদী সঞ্চয়ন এবং এর সংকট, বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তন আনে, তাদেরকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে দিতে হবে।'

আফ্রিকার একজন পরিবেশ-নারীবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে:

> *'উবুন্টু পরিবেশগত নীতি প্রকৃতির বিভিন্ন দিককে যা নৈতিকভাবে তুচ্ছ হিসেবে ঐতিহ্যগতভাবে বিবেচিত হয়ে আসছেড়যেমন মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সজীব প্রাণীর সাথে যত্ন, শ্রদ্ধা, দয়ার সহিত ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতে চায় এবং তাদেরকে নৈতিক বিবেচনায় আনতে সম্মত হয়। একই সময়ে, উবুন্টুর এই পরিবেশ নারীবাদী ধরণটি বোঝায় যে উবুন্টুর গুণাবলী থেকে উদ্ভূত একই মূল্যবোধ যেমন যত্নশীলতা, সদগুণ ও শ্রদ্ধা প্রকৃতির অ-সজীব ধরনকেও যেমন প্রকৃতি, গাছপালা এবং জলাশয় যাদের চেতনা থাকার প্রয়োজনীয়তা নেই তাদের ওপরও আরোপিত করা যেতে পারে।'*

আফ্রিকার গ্রামীণ ও স্বদেশীয় নারীরা জীবন্ত বিকল্প ইতোমধ্যে প্রস্তাব করেছেন, তাদের অঞ্চল, তাদের স্বায়ত্বশাসন, তাদের উৎপাদনের ধরন, তাদের সম্প্রদায়ের সম্পর্ক এবং প্রকৃতির সাথে তাদের পারস্পরিক নির্ভরশীল সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য, যা ছাড়া গভীরভাবে ধ্বংসাত্মক নিষ্কাশনবাদী মডেলের বিরুদ্ধে তারা টিকে থাকতে পারবে না । এই ধরনের জীবন্ত বিকল্পগুলিকে এমনভাবে চিহ্নিত করতে হবে যার মধ্যে তারা আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে উৎপাদন, বিনিময়, যত্ন ও পুণর্জন্ম করে; আমাদের পরিবার ও সম্প্রদায়সমূহকে প্রতিপালন করে; আমাদের সম্প্রদায়গুলিতে সহযোগিতা প্রদান করে ইত্যাদি। *ওয়মিন* যেমন বলেছেন, 'আফ্রিকার অধিকাংশ মহিলারা, যারা জলবায়ু ও বাস্তব্যবিদ্যাসংক্রান্ত সংকটের ভার বহন করে অথচ যারা এই সংকটের জন্য সবচেয়ে কম দায়ী, তারা পরিবেশ নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিষ্কাশনবাদী প্রিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে গভীর প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। মানুষ ও এই গ্রহটিকে টিকিয়ে রাখতে হলে সবার উচিত পরিবেশ নারীবাদী উন্নয়ন বিকল্পটিকে সম্মান করা এবং সমস্বরে এর পক্ষে আওয়াজ তোলা।'

বাস্তবিক অর্থে, ন্যায় ও টেকসই বিকল্প একটি ভিন্ন ভবিষ্যতের জন্য, যা উবুন্টুর দর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন প্রণালীর সত্যিকারের টেকসই উপায়গুলির সাথে, একটি সমন্বিত ঐক্য এবং মানুষের মধ্যে ভাগাভাগিকে, যার মধ্যে আফ্রিকার পরি-নারীবাদীদের দ্বারা প্রস্তাবিত অনেক উপাদান নিহিত, কেন্দ্র করে উদ্ভূত। সর্বপ্রথমে, কৃষির একটি কৃষি-বাস্তব্যবিদ্যাসংক্রান্ত নিম্ন ইনপুট মডেলের মধ্যমে, তারা খাদ্য সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করবে। দক্ষিণ গোলার্ধের নারীদের জন্য সম্মতির ধারণার মাধ্যমে, তারা সুরক্ষার জন্য তাদের নিজস্ব পন্থার উপর মানুষের সার্বভৌমিত্ব নিশ্চিত করবে যা স্থানীয় পর্যায়ে জীবন্ত উন্নয়ন বিকল্পের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা তৈরি করবে। একই সময়ে, সম্প্রদায়সমূহ, বিশেষকরে নারীদের নিয়ন্ত্রণে নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের টেকসই এবং বিকেন্দ্রিভূত সম্মিলিত ধরনের মাধ্যমে, এই বিকল্পগুলিকে শক্তির সার্বভৌমিত্বের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সমস্ত জীবাশ্ম জ্বালানীর আহরণ ও ধ্বংস নিশ্চিত করতে হবে। মালিকানার সমষ্টিগত ধরনের অধীনে এবং স্থানীয় ও আঞ্চলিক অগ্রাধিকারের সাপেক্ষে, তারা এখনও ছোট-পরিসরে, স্বল্প প্রভাবিত আকারের নিষ্কাশনের অনুমতি দিবে। তাদের শাসন মডেলের প্রেক্ষিতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমস্ত স্তরে তারা অংশগ্রহণমূলক, অর্ন্তভুক্তিমূলক গণতন্ত্রকে প্রাধান্য দিবে, যা সমাজে নারীর কেন্দ্রীয় ভূমিকা, তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় এবং বিশেষকরে নারীদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ও চলমান সম্মতির প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেয়।

এই বিকল্পগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রধান্যকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে, সেইসব ব্যবস্থাকে বিবেচনা এবং সমর্থন করে যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের 'মালিকানা' ও পরিচালনা হয় যৌথ ও গোষ্ঠীর মাধ্যমে এবং সাধারণ সম্পত্তির সক্রিয় সম্প্রসারণ বেসরকারিকরণ ও আর্থিকীকরণ বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে। এবং প্রথাগত উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে তারা ধনী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য ডিগ্রোথ এবং একটি দ্রুত রূপান্তরিত একটি স্বল্প ব্যয়ের/ভোগের জীবনযাত্রাকে উজ্জীবিত ও প্রয়োগ করবে। ■

সরাসরি যোগাযোগ:
জো রান্দ্রিয়ামারো: <randriamarozo@gmail.com>

অনুবাদ:
বিজয় কৃষ্ণ বনিক, অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

> গুয়াতেমালায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য

গুরুত্বপূর্ণ ১০৬ দিনের উপাখ্যান

আনা সিলভিয়া মনজোন, লাতিন আমেরিকান সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ (এফএলএসিএসও, গুয়াতেমালা)

"গুয়াতেমালা একটি নতুন বসন্তের যোগ্য।" কৃতজ্ঞতা: কার্লোস চক।

২০২৩ সালে গুয়াতেমালা একটি জটিল নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সাক্ষী হয়েছে যা ১৯৮৫ সাল থেকে তিন দশকের সামরিক শাসন এবং সশস্ত্র সংঘাত পরবর্তী বেসামরিক শাসনে ফিরে আসার পর সবচেয়ে কঠিন নির্বাচনের একটি। এই সামরিক শাসনের সময় এবং সশস্ত্র সংঘর্ষে ব্যাপক প্রাণহানি, গুম ও আটক হওয়ার ঘটনা ঘটে। ২২ জন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মনোনীত হন, যেখানে রক্ষণশীল ন্যাশনাল ইউনিটি অব হোপ (ইউএনই) এবং প্রগতিশীল সেমিলা দল তাদের প্রার্থীকে নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপে নিয়ে যায়। সেমিলা দলের সাফল্য ছিল অবাক করার মতো, কারণ দলটি সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং জনমত জরিপে শীর্ষস্থানীয় ছিল না। ২৫শে জুন প্রথম দফার পর, এবং ২০শে আগস্ট দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে ডানপন্থী অংশ থেকে একটি সমন্বিত প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, যা অভিজাত ও জাতীয় সেনাবাহিনীর সবচেয়ে রক্ষণশীল অংশের স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

>>

সেমিলা দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বার্নার্ডো আরেভালো ও ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কারিন হেরেরার বিরুদ্ধে আক্রমণ করার কৌশলটি ছিল একটি আইনি ষড়যন্ত্র, যা প্রমাণ যে বিচার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ, দুর্বল তদন্ত এবং এক বিচারকের পক্ষপাতমূলক কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে, গণমাধ্যম একটি নির্বাচনী প্রতারণার গল্প তৈরি করতে শুরু করে। সেমিলা দলের স্থগিতাদেশ চেয়ে আবেদন করা হয়। তবুও, এই কঠিন আক্রমণের পর সেমিলা দল দ্বিতীয় দফায় ৫৮% ভোট পেয়ে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। এটি দেখায় যে নাগরিকরা পরিবর্তন চায়, কারণ তারা দুর্নীতি ও অন্যায়ে ক্লান্ত, যা আইনের শাসন লঙ্ঘন করেছে, দেশের টাকা অপচয় করেছে এবং গণতন্ত্রকে দুর্বল করেছে।

> 'নতুন বসন্ত' এর ইঙ্গিত নিয়ে অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা

নাগরিকদের উচ্ছ্বাস রাস্তায় প্রকাশিত হয় একটি স্লোগানের মাধ্যমে, যা 'নতুন বসন্ত' এর সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়, যা ১৯৪৪ সালের বিপ্লবের দিকে ইঙ্গিত করে। সেই বিপ্লব ছিল প্রায় এক শতাব্দীর স্বৈরাচারের পর দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি মোড় পরিবর্তনের ঘটনা। সেই গণতান্ত্রিক বসন্তের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ড. হুয়ান জোসে আরেভালো বর্মেজো, যিনি বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও সেমিলা দলের নেতা বার্নার্দো আরেভালো এর বাবা। এই নেতা একজন সমাজবিজ্ঞানীও ছিলেন। এই মিলকে অনেকেই দেশের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য শুভ লক্ষণ হিসেবে দেখেছেন, কারণ গত এক দশকে দেশটি প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয় এবং ভিন্নমত দমন দেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সেমিলা দলের বিরুদ্ধে যে বিচারিক ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল, তাতে সাংবিধানিক আদালত ও সুপ্রিম কোর্টও যোগ দিয়েছিল। যখন সুপ্রিম নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করে, তখন তা নির্বাচন কমিশনের ওপর চাপ আরও বাড়িয়ে তোলে। এই বিচারিক নিপীড়নের অংশ হিসেবে, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, বিশেষ প্রসিকিউটরের অফিসের নেতৃত্বে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করা একটি দল নির্বাচন কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে অভিযান চালায়। এই ঘটনা ছিল নজিরবিহীন এবং এটিকে জনগণের ভোটের অবমাননা হিসেবে বর্ণনা করা হয়। কারণ প্রসিকিউটরের অফিসের কর্মীরা কোনো স্পষ্ট কারণ ছাড়াই নাগরিকদের দেয়া ভোটের ব্যালটগুলো রাখা বেশ কয়েকটি বাক্স নিয়ে যায়।

এই পরিস্থিতি নাগরিকদের আন্দোলন বাড়িয়ে তোলে। তারা এই ঘটনাসহ অন্য অনেক ক্ষেত্রে অ্যাটর্নি জেনারেলে ও তার দলের দলের যেসব ব্যক্তি প্রতিবাদ ও সরকারের সমালোচনার অধিকার প্রয়োগ করেছিলেন, তাদের ওপর অপরাধমূলক হয়রানি চালানোর অভিযোগ ছিল তাদের বিরুদ্ধে পদত্যাগ দাবি করে। এসব অধিকার প্রয়োগের কারণে প্রায় একশো জন সাংবাদিক, বিচারক, প্রসিকিউটর ও এক্টিভিস্ট নিরাপত্তার জন্য দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। অন্যরা, যেমন আইনজীবী এবং প্রাক্তন দুর্নীতিবিরোধী প্রসিকিউটর ভার্জিনিয়া লাপারা এবং সাংবাদিক জোসে রুবেন জামোরা তাদের মামলার যথাযথ প্রমাণ ছাড়াই এক বছরের বেশি সময় ধরে বিচার-পূর্ব ভাবে আটক অবস্থায় রয়েছেন এবং তাদের রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ২০২৩ সালের ১৬ নভেম্বর, পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস 'সান কার্লোস ডি গুয়াতেমালা বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল' এর অভিযোগে পাঁচজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও এক তরুণ কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। এই দখল আন্দোলনটি ছিল ২০২২-২৬ সালের জন্য নির্বাচিত নতুন উপাচার্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

শিক্ষার্থীরা একমাত্র সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন রক্ষার জন্য এই আন্দোলন করেছিল। কারণ যাদের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল তারা আইনি শর্ত পূরণ করেনি এবং বেআইনি উপায়ে হুমকি ও শক্তি ব্যবহার করে ২০২২ সালে নিজেদের ক্ষমতায় বসিয়েছিল। এই মামলায় প্রসিকিউটর অফিস চেষ্টা করেছিল কারিন হেরেরা বর্তমানে ভাইস প্রেসিডেন্ট, তৎকালীন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক অনুষদের অধ্যাপক ছিলেন, তাকে ওই দখলকারীদের সঙ্গে যুক্ত করার। এই ঘটনাগুলো দেখায় যে 'অভ্যুত্থান চুক্তি' সেমিলা দলের নির্বাচনী বিজয়কে অকার্যকর করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে।

> জনগণের দ্বারা রক্ষা করা গণতন্ত্র

২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে গুয়াতেমালার ৪৮টি ক্যান্টনের (যা টোটোনিকাপানের কিচে' জনগণের ইতিহাস থেকে উদ্ভূত একটি সাম্প্রদায়িক কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা) নেতারা জাতীয় রাজনীতি থেকে অনুপস্থিত থাকলেও, তারা প্রকাশ্যে অ্যাটর্নি জেনারেল, দুই তদন্তকারী প্রসিকিউটর এবং বিচারকের পদত্যাগ দাবি করেন, যারা সেমিলা দলের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং জনগণের ভোট লঙ্ঘনকে অনুমোদন করেন।

এই দাবি প্রত্যাখ্যানের মুখে, ৪৮টি ক্যান্টনের কর্তৃপক্ষ একটি শান্তিপূর্ণ মিছিল শুরু করে, যা ২০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে রাজধানীর পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস পর্যন্ত পৌঁছায়। যেখানে তারা অন্যান্য সামাজিক আন্দোলন এবং শহর ও গ্রামের কর্তৃপক্ষকে তাদের সাথে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানায়। তাদের বক্তব্যে তিনটি বিষয় ছিল: পাবলিক প্রসিকিউটরের সমর্থিত বিচারিক পদক্ষেপ গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করছে, যা সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনী আইনকে উপেক্ষা করছে; জনগণের ই"ছাকে অবহেলা করা হচ্ছে; এবং এই লড়াই কেবল সেমিলা দলের জন্য নয়, বৃহত্তর গণতন্ত্রের রক্ষার জন্য।

এটি সাম্প্রতিক কয়েক দশকের মধ্যে গুয়াতেমালায় সামাজিক আন্দোলনে একটি গুণগত অগ্রগতি হিসেবে দেখা হয়। দেশের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক আন্দোলন, যা ২০১৫ সালে উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্তৃপক্ষের দুর্নীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল, সেই আন্দোলন রাজধানী শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবার নেতৃত্ব দিচ্ছিল বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসী কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে ৪৮টি ক্যান্টন, যার মধ্যে সোলোলা, ইক্সিলেস, কাকচিকেলেস, কেকচি'স, চোর্তিস, এবং শিনকাসের মতো অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত ছিল, এমনকি রাজধানীর কিছু অংশও এতে যুক্ত ছিল।

অক্টোবর ২০২৩ এর প্রথম সপ্তাহ থেকে হাজার হাজার মানুষ আদিবাসী কর্তৃপক্ষের সমর্থনে দেশের প্রধান সড়কগুলোতে প্রতিবাদে নামেন এবং ৮০টি ভিন্ন স্থানে সড়ক অবরোধ করে। সংগঠনের স্তরটি ছিল অত্যন্ত সুসংগঠিত। প্রতিদিন ৩০০ থেকে ৪০০ মানুষের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পালা ধরে আন্দোলনকারীরা পাবলিক প্রসিকিউটরের অফিসের বাইরে অবস্থান করতে থাকে। এই আন্দোলনের মূল দায়িত্ব পালন করেন নারীরা, যারা 'সম্প্রীতির রান্নাঘর' পরিচালনা করেন এবং ১০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে রাজধানীতে অবস্থানরত জনগণের খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী জনগোষ্ঠী এই আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে, তারা নিয়মিতভাবে গুয়াতেমালার বিভিন্ন শহরে কনস্যুলেটের সামনে প্রতিবাদ এবং দান কার্যক্রম চালিয়ে যায়, যা কানাডা এবং ইউরোপেও ঘটেছিল। সামাজিক মাধ্যমগুলোর ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শহরে প্রতিবন্ধকতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, যেখানে নেতৃত্ব দেয় পাড়ার গ্রুপ, ধর্মীয় গোষ্ঠী, শিক্ষার্থীরা, অস্থায়ী বিক্রেতা এবং নিয়মিত শ্রমিকেরা। তারা রাস্তার মধ্যে নৃত্য ও যোগব্যায়ামের ক্লাস, লটারি খেলা, স্বতঃস্ফূর্ত কনসার্ট এবং রাস্তার কথোপকথনের মতো সৃজনশীল কর্মকাণ্ড সংগঠিত করে। রাজনৈতিক প্রতিবাদের পাশাপাশি, তাদের লক্ষ্য ছিল একটি শহরের জনপরিসর পুনরুদ্ধার করা যা পরিবহন, সেবা এবং জননিরাপত্তার অভাবে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

পাবলিক প্রসিকিউটর অফিসের সামনের রাস্তা পরিণত হয়েছিল এক গণতান্ত্রিক মঞ্চে, যেখানে অভিযোগ, বিশ্লেষণ, মায়া ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ধর্মীয় আচার, খেলা, গান, নাচ এবং সব আদিবাসী ভাষায় বক্তব্য দেওয়া হয়। এই অস্থায়ী শিবিরে চিন্তাভাবনা এবং প্রস্তাব উন্মুক্তভাবে উত্থাপিত হয়, যেখানে নারী, বয়োজ্যেষ্ঠ এবং তরুণরা তাদের মতামত প্রকাশ করে। এবং তারা 'অভ্যুত্থান ষড়যন্ত্র' এর প্রতিটি পদক্ষেপ গভীর মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করে। এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস,

>>

সমালোচকদের সহযোগী বিচারক এবং ম্যাজিস্ট্রেট, এবং প্রেসিডেন্ট এবং তার মন্ত্রিসভার সদস্যরা।

এই প্রতিবাদ ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ, যদিও কিছু অনুপ্রবেশকারী পুলিশের প্রতিক্রিয়া উসকে দিতে চেয়েছিল। ১০৬ দিন ধরে চলা এই প্রতিবাদে একমাত্র সহিংস ঘটনা ঘটে সান মার্কোস হাইওয়েতে, যেখানে অস্ত্রধারীদের আক্রমণে একজন নিহত ও দু'জন আহত হয়।

এই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আমেরিকান রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন (ওএএস), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তারা প্রত্যেকেই নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে বিশেষ মিশনের মাধ্যমে, যা দুই পর্যায়ের ভোটের স্ব"ছতা এবং নির্বাচিত দুই প্রার্থীর বৈধতা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করে। ওএএস বেশ কয়েকটি বিবৃতি প্রদান করে, যেখানে সেমিলা দলের উপর চলমান নিপীড়ন, অসংখ্য বিচারিক প্রক্রিয়া এবং ভোটারদের অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

২০ আগস্ট এর ভোট থেকে ১৫ জানুয়ারি ২০২৪-এর মধ্যে বার্নার্ডো আরেভালো'র শপথ গ্রহণ পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময়কালে ওএএস মহাসচিবের মধ্যস্থতা মিশনের ক্রমাগত উপস্থিতি ছিল এবং এ সময়ে কয়েকটি জরুরি বৈঠকের বিষয়বস্তু ছিলো গুয়াতেমালার পরিস্থিতি। একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, এই মিশনের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি সংলাপ সভা গঠন করা হয়, যা আদিবাসী কর্তৃপক্ষ এবং প্রজাতন্ত্রের সরকারকে সমান মর্যাদায় স্থান দেয়। যদিও এই সংলাপ আদিবাসীদের প্রত্যাশিত ফলাফল আনতে ব্যর্থ হয়, এটি তাদের নেতৃত্ব এবং নাগরিকদের দাবিকে গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন প্রদান করে।

গুয়াতেমালায় গণতন্ত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই ১০৬ দিন কেটেছে অনিশ্চয়তা, পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা এবং প্রতিষ্ঠানের ভঙ্গুরতার মধ্যে। নতুন রাষ্ট্রপতি যুগলের শপথ গ্রহণের মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীগুলোর আক্রমণ জনগণের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল। 'নতুন বসন্ত' গড়ে তোলার এই প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও, আমরা বেঁচে ছিলাম।

একশ ছয় দিন
স্মৃতির সুতো বুনতে
জীবনকে পুনর্গঠন করতে
সব ভাষায় কণ্ঠস্বর তুলতে
গৌরব পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে
আনন্দকে একটি অধিকার হিসেবে ঘোষণা করতে
নাগরিকদের জাগ্রত করতে
ইতিহাসের অর্থ পুনঃনির্ধারণ করতে
দেহের বিস্ফোরণে রাস্তাগুলো দখল করতে
এই ১০৬ দিন চেতনার মধ্যে একটি চিহ্ন রেখে গেছে
যা কখনোই আর পিছু হটবে না

সরাসরি যোগাযোগ:
আনা সিলভিয়া মনজোন: <amonzon@flacso.edu.gt>
টুইটার: @AnaSilviaMonzo1

অনুবাদ:
হেলাল উদ্দীন, জ্যেষ্ঠ প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ।

> চিলিতে সাংবিধানিক

প্রক্রিয়ার ব্যর্থতার পর সামাজিক আন্দোলন

কারমেন গেমিতা ওয়ারজো ভিদাল, ইউনিভার্সিদাদ অটোনোমা দে চিলি, চিলি

"নব্য উদারপন্থী মডেল চিলিতে জন্ম নেয় এবং সেখানেই শেষ হয়।"
কৃতজ্ঞতা: ময়েসেস পালমেরো।

২০১৯ এর অক্টোবরে চিলিতে সমসাময়িক কালের সবচেয়ে বড় আন্দোলনগুলোর একটি ঘটেছে। চিলিয়ান সমাজবিজ্ঞানীরা এই আন্দোলনগুলো নিয়ে বিভিন্ন মূল্যায়ন পেশ করেছে যার মধ্যে তিনটি নিবন্ধ উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্যনীয়। প্রথমটির ব্যাপক বিস্তৃত একটি প্রস্তাবনা পরাজয়ের কারন ও এর পিছনে ভাবাবেগ হলো যে, ২০১৯ এর অভ্যুত্থান পূর্ববর্তী সকল আন্দোলনসমূহের চূড়ান্ত স্বরূপকে চিহ্নিত করে। যা পুনরায় সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহবান জানায়। এই চক্রের সূত্রপাত ঘটেছিল ২০১১ সালের ছাত্র-আন্দোলনের সময় হতে, যার মূল প্রতিপাদ্যগুলো তথা সামাজিক দাবীগুলো একটি নতুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ছাড়া সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয় ব্যাখাটি প্রতিবাদের স্বতন্ত্রকরণকে এবং *সামাজিক আন্দোলনকে প্রাতিষ্ঠানিক* রাজনৈতিক কর্তা যেমন ইউনিয়ন এবং রাজনৈতিক দলসমূহ থেকে পৃথকীকরণ করে দূরত্ব বজায় রাখা বুঝায়। চিলির ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি এবং সামাজিক আন্দোলনসমূহের মধ্যে ফাটল তৈরি হয়েছিল যার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটেছিল ২০২১ সালের সাংবিধানিক সম্মেলনে। তৃতীয়ত, আরেকটি ব্যাখা হচ্ছে ২০১৯ থেকে ২০২১ এর মধ্যবর্তী সময়ে চিলিয়ান সমাজ যে রাজনীতিকরণের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গেছে সেটি একটি পরস্পরবিরোধী এবং জটিল ঘটনা যা নব্য উদারতাবাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার কুটাভাস হতে উদ্ভূত।

এইধরনের পরিস্থিতি এক হাতে ব্যক্তির একটি শক্তিশালী চিত্রপট তুলে ধরে এবং তাদের কর্মতৎপর হবার ক্ষমতাকে চিহ্নিত করে। অপরদিকে, অন্যায় এবং অসাম্যতার যে ধারণা সমাজে বিদ্যমান তাকে পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করে। '*অস্বস্তিকর ভাবাগের যে রাজনীতিকরণ*' এর ব্যাখাটি রয়েছে তা নব্য উদারতাবাদের বিকল্প হিসেবে ভিন্ন সামাজিক সংহতি কল্পনা করার অসুবিধাকে প্রকট করে তুলে।

> ২০২১ সালের সাংবিধানিক অভিজ্ঞতা এবং ২০২২ সালের পরাজয়

২০১৯ সালের শেষলগ্নে চিলিতে গন-আন্দোলনের পরে দেশটির অধিকাংশ রাজনৈতিক দলসমূহ নাগরিকদের মতামতকে অন্তর্ভুক্ত করে এক ধরণের নতুন সাংবিধানিক প্রক্রিয়া আরম্ভ করে। ২০২০ সালের অক্টোবরে একটি গণভোটের আয়োজন করা হয় যেখানে ৭৮% ভোটার এই সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার নব উত্থানকে অনুমোদন দেয় ২০২১ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত 'সাংবিধানিক সম্মেলনে' এর পক্ষে ভোট প্রদানের মাধ্যমে। এই প্রথম ঐতিহাসিকভাবে বিবর্জিত সামাজিক শ্রেণী (নারী, আদিবাসী, এবং বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনসমূহের সদস্যরা) নিজেদের একটি প্রাতিষ্ঠানিক স্থানে খুঁজে পান যেখানে তাদের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা এবং গনমতামতের একটি প্রভাব বলয় তৈরি হয়। গণতান্ত্রিকভাবে সবধরণের সাংবিধানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে এই

>>

প্রথম কোনো চিলিয়ান সংবিধান রচিত হয়েছিল।

নবরূপে সংগঠিত সাংবিধানিক সম্মেলনটি স্বতন্ত্র প্রার্থিদের বিশিষ্টতা প্রকাশ করে, যারা ১৫৫ টি পদের মধ্যে ৪৮টি পদ পায়, এবং পরবর্তীতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার অভিলক্ষ্যে প্রগতিশীলদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে। বহুল প্রতীক্ষিত এই সাংবিধানিক প্রক্রিয়াটিকে বামপন্থিরা ২০১৯ সালে আন্দোলনগুলোর প্রাথমিক ফলাফল হিসেবে চিহ্নিত করেছিল; এবং একনায়ক অগস্টো পিনোসেট (১৯৭৩-৮৯) এর ক্ষমতাকালে প্রবর্তিত ১৯৮০ এর সংবিধানকে ছুঁড়ে ফেলে রাষ্ট্রকে পুনর্গঠনের আসল সুযোগ হিসেবে জেনেছিল।

এই সাংবিধানিক বিতর্কটি রাজনৈতিক এবং সামাজিক অঙ্গনে এমন সব ব্যাপারে চিন্তার উদ্রেক ঘটিয়েছিল, যেসব বিষয়গুলো পুর্বে আমলে নেওয়া হতো না, যেমন চিলিয়ান সমাজব্যবস্থার সমতার চরিত্র, সীমানায় একতা এবং জাতিসত্তার ধারণার ব্যাপারগুলো। একতা ও সংহতির উপর ভিত্তি করে সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা এসময়ে পরিচিতি পায়।

সাংবিধানিক সম্মেলনের কর্মতৎপরতার ফলে ২০২২ সালের জুলাই মাসে চিলির জন্যে একটি নতুন সংবিধান প্রস্তাবিত হয়েছিল, দুই মাস পরে যেটিতে জনগনের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। সংবিধানের খসড়াটিতে ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল এবং স্বীকৃতি দিয়েছিল। এছাড়াও, এতে একধরণের পরিবেশগত এবং বহুজাতিক দৃষ্টিভঙ্গিও বিদ্যমান ছিল। যাইহোক, ২০২২ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর- উক্ত সংবিধানটির অনুমোদন বা প্রত্যাখান করার জন্যে অনুষ্ঠিত গণভোটে ৮৫% এরও বেশি জনগন স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহন করেছিল (যা ছিল চিলির ইতিহাসে সর্বাধিক জনগন অংশগ্রহণ করার ঘটনা)। উক্ত ভোটে খসড়াটি প্রত্যাখান করেছিল জনগন ৬২% বনাম ৩৮% ভোটের ব্যবধানে।

> পরাজয়ের কারন ও এর পিছনে ভাবাবেগ

নির্বাচনের ফলাফল বামপন্থি এবং আন্দোলনকারীদের বিভ্রান্ত করে ফেলে। যখন তারা সেই মূহুতের্র প্রভাবের কথা স্মরণ করে, তারা ব্যাখা করে যে সম্মেলনের সময়কালীন কাজের ধারাবাহিকতা এতটা তীব্র ছিল যে সদস্যরা স্পষ্টত ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারে নি যে সাংবিধানিক প্রস্তাবের বিষয়বস্তু নাগরিকদের একটি বিস্তৃত অংশের কাছে অবোধগম্য। পরাজয়ের কারন ও এর পিছনে ভাবাবেগ সাংবিধানিক আলোচনার তীব্রতা শেষ হবার পরে, কেন্দ্রীয় আন্দোলনকারীদের একটি অংশ যারা সংবিধান গড়ার পিছনে তাদের সিংহভাগ সময় ব্যয় করেছিল, তারা নির্বাচনী প্রচারণার সময়ে জনরোষ বুঝতে শুরু কএছিল, যদিও তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল, আর কিছু পরিবর্তন করার উপায় ছিল না। সবচেয়ে পীড়াদায়ক উপলব্ধি ছিল যে জনগন তাদের সাথে ছিল না। যদিও, তারা এ বাস্তবতা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তবুও তারা আশা করেছিল যে তারা জিতবে জনগনের ভোটে, কারন পরিবর্তনের প্রতি সবার একটা ঝোঁক ছিল।

আন্দোলনের সাথে আন্দোলনকারীদের এত বিসর্জন থাকার জন্যে, তারা ফলাফল দেখে ব্যথিত হয়েছিল। আমার গবেষণায়, আমি বহু কর্মীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি যারা উক্ত পরাজয়কে শোকের মাতম হিসেবে দেখেছে। সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার নির্বাচনী ব্যর্থতা সামাজিক পরিবর্তনের আশাকে মেরে ফেলে, যার জন্যে অনেকে দশকের পর দশক ধরে লড়ে আসছে। ২০১৯ এর গনঅভ্যুত্থান একটি আশার বীজ রোপণ করেছিল যে, অবশেষে সামাজিক এবং রাজনৈতিক অন্যায়, অসাম্যতা গ্রন্থনাকারি পিনোশের সংবিধানের একটা অবসান ঘটবে। সে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রবল আকাঙ্খা মানুষের মনে জাগ্রত হয়েছে।

অন্যদিকে, আন্দোলনের সাথে জড়িত অনেক নেতাকর্মীরা অভিযোগ করেছেন যে তারা তাদের শক্তি ও সময় অপচয় করেছেন। একটি আশ্চর্যজনক দিক হলো যে কর্মীদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে বাইরের ঘটে যাওয়া ঘটনার সাথে ব্যবধান। তাদের মতে, সম্মেলনের বাইরে জনজীবন কেমন তা নিয়ে তারা তেমন কিছু জানত না। বিভিন্ন নেতাকর্মীদের ত্যাগ-তিতিক্ষার গল্পে ভরে গিয়েছিল গবেষকের খাতাঃ একটানা কাজ করার ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতা, সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার জন্যে নির্ঘুম জেগে থাকা, এবং পরিবার-পরিজনের সাথে অবসর সময় কাটানো পরিত্যাগ করা। এতদসত্ত্বেও, জনগন তাদের শ্রমের মূল্য দেয় নি বলে তারা মনে করে।

পরাজয়ের গ্লানির সাথেই মিশে ছিল ভোটারদের উপর একরাশ অভিমান, কারন তারা হতে পারতেন নতুন সংবিধানে প্রবর্তিত সামাজিক পরিবর্তনের সাক্ষী ও প্রাপক যারা এই পরিবর্তনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন। ভোটারদের আচারণ যাচাইকরণ এবং কেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই উক্ত খসড়াকে বর্জন করেছিল, তা কর্মীদের চিন্তিত করে তোলে। ফলাফলের ঠিক পরবর্তী সময়ে যারা এই ফলাফল নিয়ে সন্দিহান ছিলেন তারা এই নির্বাচনী দুর্যোগকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। একইসময়ে সবচেয়ে নিরাশাজনক ভাবনাটি হচ্ছে ডানপন্থিদের নির্বাচনী প্রচারণায় নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অজ্ঞতা ও ভুল তথ্য ছড়ানোর অপপ্রয়াস। অন্যরা নিজেদের দোষারোপ করছিল যথেষ্ট না করার জন্যে। কিন্তু ফলাফল পরিষ্কার ছিলঃ চিলিতে এমন একটা অঞ্চলও ছিল না যারা নতুন সংবিধানের পক্ষে 'হ্যা' ভোট দিয়েছিল।

নির্বাচনে পরাজয়ের দুই বছর পরে, কর্মীরা জনগনের বোধের সাথে তাদের দাবী-দাওয়ার দূরত্ব নিয়ে কথা বলেছেন। যখন তারা ঐ বিখ্যাত ভোটের ঘটনার তিক্ততা তুলে ধরে, তখন তারা এটিও বিশ্বাস করে যে ভোটারদের মতামতকে অবজ্ঞা করেও তারা বেশিদূর এগুতে পারবে না। সর্বোপরি, আমি যাদের সাথে কথা বলেছিলাম, তারা কোনো রাজনৈতিক দল গঠন করতে অপরাগ হবে যদি জনগন তাদের উপেক্ষা করে যাদের জন্যে তারা জননন্দিত দাবীগুলো উত্থাপন করেছিল।

যদিওবা কর্মীরা উক্ত ব্যর্থতায় দুঃখপ্রকাশ করেছিল, তবুও তারা উপলবদ্ধি করেছিল যে জনমতের গুরুত্ব বা জনগনের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যকে তোয়াক্কা না করার ফল। এখন তারা বিশ্বাস করে যে দুর্গম অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের বস্তুগত চাহিদা মেটানো উচিত আগে যাতে তারা বুঝতে পারে কেন কিছু মানুষের উপর রাজনৈতিক তত্ত্বের আলাপচারিতা খাটে না বা তারা এই ধরণের সামাজিক পরিবর্তনের বিশয়ে আগ্রহী হয় না। তাই সংহতির উপর ভরসা করে সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যে কতটা বিপর্যয়ের কারন হতে পারে তা বুঝা অতিব জরুরি হয়ে উঠেছে। আন্দোলনকারীরা যখন পরাজয়ের অন্য কারনসমূহ নিয়ে আলোচনা করে, তারা বুঝতে পারে যে তাদের রাজনৈতিক আদর্শ সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে তারা অপরাগ হয়েছে। সামাজিক সংহতির এমন তীব্র মুহূর্তে তারা ভেবেছিল সবই সম্ভব এবং স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীদের তারা হটিয়ে দিতে পারবে বলে বিশ্বাস করেছিল। ২০২১ সালের অপ্রত্যাশিত বিজয়ের পরে, প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক কর্তাদের সাথে আলোচনা করাও অপ্রয়োজনীয় মনে করেছিল।

সংবিধানের প্রস্তাবনাটির মূলপ্রতিপাদ্য দেশকে এগিয়ে নেবার জন্যে প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক পরিবর্তন এনে দিবে। সবকিছু জিজ্ঞেস করার ও দাবী করার সময় তখন ছিল কারন পরবর্তীতে পার্লামেন্ট তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। যদিও সাক্ষাৎকারীরা তাদের সংগঠনের পক্ষ হতে একগুঁয়েমি ও অবজ্ঞা করা হয়েছে তাও মেনে নিয়েছিল, পরবর্তীতে তাদের জয় এ বিষয়টিকে আরও পাকাপোক্ত করে। যার জন্যে তারা অন্যদের মতামত শুনার বা তাদের সাথে আলোচনা করার আর প্রয়োজন মনে করে নি।

উপরন্তু, নতুন সংবিধান গড়ার জন্যে যেমন রাজনৈতিক সহায়তা তাদের দরকার ছিল সেটি তারা পায় নি, শুধুমাত্র কিছু লেখার উপর জোর দিয়ে গোটা সংবিধান পরিবর্তন করা যায় না। ২০২২ সালের সাংবিধানিক যে প্রস্তাবনাটি পেশ করা হয়েছিল যা সমাজ ও রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন আনতে পারত, সেটি প্রকাশ করার আগে সামাজিক ও রাজনৈতিক একতার প্রয়োজন ছিল। চিলিতে সেরূপ সংহতি ছিল না বললেই চলে, যদিও আন্দোলনগুলোর পূর্ণ ক্ষমতা ছিল সাংবিধানিক পরিবর্তন এগিয়ে নেয়ার।

>>

> সব কি হারিয়ে গেছে? স্থানিক পরিবর্তন এবং সুপ্ত উত্তেজনা

যদিও সমাবেশে অংশগ্রহনকারী কর্মীদের দলগুলো ইতোমধ্যেই বিকল্প রাজনৈতিক দল গঠন করেছে (যেমন সালিদারিদাদ প্যারা চিলির ক্ষেত্রে), এসব ইঙ্গিত দেয় যে সামাজিক আন্দোলনের জন্যে প্রতিনিধিত্বের স্থানগুলো জয় করা এবং জনপ্রিয় ঘাঁটি তৈরি করা একটি দীর্ঘ এবং চ্যালেঞ্জিং পথ হবে। এখন অবধি, আগের সাংবিধানিক কনভেনশনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত রাজনৈতিক বিভক্তি কাটিয়ে উঠার কোনও কার্যকর উপায় নেই। শাসক দলগুলোর প্রতি আন্দলনকারীদের অবিশ্বাস ইঙ্গিত দেয় যে ভবিষ্যতে জোট গঠন করা খুব কঠিন হবে। আন্দোলনের স্বতন্ত্রতা ধরে রাখার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বাজি একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

স্থানের বিবিধ পরাভূত হবার পরে, আন্দোলনের প্রাধান্যসমূহ এবং অন্যান্য কর্তাদের বিশেষত বামপন্থি নেতাদের সঙ্গে তাদের সহযোগিতামূলক এবং দ্বন্দের সম্পর্ক চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। আন্দোলনের স্বতন্ত্রতা ধরে রাখার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বাজি একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। স্থানের বিবিধ পরাভূত হবার পরে, আন্দোলনের প্রাধান্যসমূহ এবং অন্যান্য কর্তাদের বিশেষত বামপন্থি নেতাদের সঙ্গে তাদের সহযোগিতামূলক এবং দ্বন্দের সম্পর্ক চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। চিলির সমসাময়িক আন্দোলন হতে আমরা তিনটি প্রাসঙ্গিক অর্থ খুঁজে পাই। প্রথমত, যেকোনো অঞ্চল ভৌগলিক এবং আর্থ-সামাজিক-পরিবেশগত স্থান হিসেবে সংজ্ঞায়িত হলে সেটি একটি পরিবেশগত সচেতনতা দেখায় যা কার্যত সক্রিয় কর্মী এবং পরিবেশগত সংস্থার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যেই সহযোগিতামূলক কর্মকান্ডে সীমাবদ্ধ নয়। উপরন্তু, এটি চিলিতে স্থানিক বৈচিত্র্যতার গুরত্ব নির্দেশ করে। দেশের উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিনে থাকার অভিজ্ঞতা এক নয়। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর নিজেদেরকে এক হিসেবে পরিচয় দিতে খুব একেকতা অসুবিধা পোহাতে হয় না যতটা কিনা বড় বড় শহরে হয় যেখানে প্রতিনিয়ত মানুষ বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিভাজিত হয়।

এই অঞ্চলটি একটি রাজনৈতিক স্থান এবং একটি অন্তর্গত গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয়। সামাজিক আন্দোলনগুলো তাদের সমর্থনের সামাজিক ভিত্তি শনাক্ত করে এবং তাদের "স্থানিক কর্মগুলোর" ফলভোগকারী কারা হবে তা নির্ধারণ করে। সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্র হিসেবে, অঞ্চলগুলো বিভিন্ন মানুষ ও দল নিয়ে গঠিত হয় যেখানে প্রাত্যহিকতার প্রয়োজনে বিবিধ দল নিজেদের কর্মপরিধি ঠিক করে নেয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, স্থান হচ্ছে অর্থবহ মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্র যা কর্তাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে এবং অন্যদের মধ্যে তাকে পরিচিত করে তোলে।

পরিশেষে, মাপুচে সম্প্রদায়ের সাথে কাজটি স্থানের তৃতীয় একটি অর্থ নির্দেশ করে। মাপুচে সম্প্রদায়ের জন্যে, স্থান এমনেকটি ক্ষেত্র যেখানে তাদের সম্পূর্ণ জীবনযাত্রা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে; বস্তুগত জীবন (ভূমি এবং জলের ব্যবহার), রাজনৈতিক জীবন (একসাথে বেঁছে থাকার বিধিনিষেধ) এবং আধ্যাত্মিক জীবন। ভূমি এবং নদী পরস্পরের সাথে সংযুক্ত ও সম্প্রদায়গুলোকে তাদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতির সাথে জড়িত করে। তাই, এটা বুঝতে হবে যে মাপুচেরা নিজেরাই তাদের স্থান এবং রাজনৈতিক সহাবস্থানের ক্ষেত্রটি অবশ্যই সম্প্রদায়ের। একটি অঞ্চল ভাগ করে নেওয়া পরিবারগুলোর সংগঠনের প্রাথমিক মাধ্যম হলো সম্প্রদায়। মাপুচেরা একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় যেখানে একটি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ (লঙ্কো) এবং একটি আধ্যাত্মিক কর্তৃপক্ষ (মাচি) সহাবস্থানে তাদের পরিচালনা করে। স্থানের এহেন বিবিধ অর্থসমূহ সাংবিধানিক গঠন প্রক্রিয়ার পরাজয়ের পরে চিলিতে সামাজিক আন্দোলনের রাজনৈতিক ক্রিয়া বোঝার জন্যে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। তৃণমূলের পরিচয় প্রতিস্থাপিত করে আন্দোলনের প্রতিনিধিরা স্বীকৃত হলে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ঘটে। যদিও, এটি একটি ম্রিয়মান রাজনৈতিক ক্ষেত্র যেখানে উপসাংস্কৃতিক কিংবা সাম্প্রদায়িক বন্ধন প্রাধান্য পায়। সামাজিক আন্দোলনগুলো জনগনের লক্ষ্যকে প্রভাবিত করা ব্যতিরেকেই প্রশংসার পাত্র হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু রাজনীতিতে দুই বছর একটি দীর্ঘ সময়। বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয়তা সাধন করে কিভাবে নতুন মধ্যস্থতাকারী প্রজন্ম কিরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে সেটি আসন্ন পৌরসভা ও সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিনিধিত্বশীল বিভিন্ন ক্ষেত্রের মাধ্যমে তা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, সেটির ফলাফল অপেক্ষা করে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
কারমেন গেমিতা ওয়েরজো ভিদাল <carmen.oyarzo@uautonoma.cl>

অনুবাদঃ
ফারহীন আক্তার ভূঁইয়া, প্রভাষক, সাইন্স এন্ড হিউম্যানিটিজ বিভাগ,
মিলিটারি ইন্সটিটিউট অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, ঢাকা।

> মিলেই সরকারের বিরুদ্ধে

প্রতিরোধের সূচনা

কুলিয়ান রেবন, বুয়েনস আইরেস বিশ্ববিদ্যালয় এবং কনিসেট, আর্জেন্টিনা

কৃতজ্ঞতা: ইমার্জেন্টেস, সি সি বি ওয়াই- এন সি

২০২৩ সালের শেষের দিকে, হাবিয়ার মিলেই আর্জেন্টিনা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নিজেকে ইতিহাসের প্রথম স্বাধীনতাবাদী রাষ্ট্রপতি হিসাবে উপস্থাপন করেন। কংগ্রেসে তার অনুসারী এবং উপস্থিত সংসদ সদস্যদের সাথে নিয়ে উদ্বোধনী ভাষণে তিনি তার সমবেত সমর্থকদের সাথে কথা বলেন। তিনি রাষ্ট্র এবং ‘জাতিচ-তে সমন্বয় প্রবর্তনের মাধ্যমে আর্জেন্টিনার অবক্ষয় বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই ‘জাতিচ-একটি অস্পষ্ট শব্দ যা কথিত বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বোঝায় যেখানে ঐতিহ্যবাহী রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে ট্রেড ইউনিয়নিস্ট এবং পাবলিক কর্মচারী পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত। এই ঘোষণা দেওয়ার পর উপস্থিত লোকজন স্কোয়ার থেকে তাকে ‘নো হে প্লাটাচ (কোনো টাকা নেই) বলে উল্লাসিত স্লোগান দিয়ে জবাব দেয়।

মিলেই সরকারের প্রথম ১০০ দিনে গোঁড়া এমন সব কিছুর একটি উন্মত্ত পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। যাহোক, এ ধরনের পুনর্বিন্যাস শুধু ‘জাতিরচ উপর প্রভাব রাখার পরিবর্তে বরং আরও বিস্তৃতভাবে এবং অন্যান্য সামাজিক বলয়ের উপর প্রভাব ফেলেছে। রাজস্ব উদ্বৃত্ত তৈরির নামে মিলেই এর নেওয়া “চেইন ছ” নীতি হাজার হাজার কর্মী ছাঁটাই, বিভিন্ন সংস্থা বন্ধ, সরকারী কাজের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যহত করা, এবং ভর্তুকি বাদ দেওয়ার দিকে পরিচালিত করেছে। মিলেই শক থেরাপিও প্রয়োগ করেছেন যেটিকে তিনি ‘ব্লেড-ারচ বলে অভিহিত করেছেন যার ফলে এক দিনে আর্জেন্টিনার মুদ্রার ৫০% এরও বেশি অবমূল্যায়নের ঘটনা ঘটে এবং ফলস্বরুপ মুদ্রাস্ফীতি দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে যায়। ফলে অবসরপ্রাপ্ত এবং কর্মীদের (প্রায় ৩০%) ক্রয় ক্ষমতা ব্যাপকভাবে কমে যায়, সাথে নেতিবাচক সুদের হার বৃদ্ধি এবং পাবলিক বাজেটকে ধ্বংসের মাধ্যমে পেসোর সঞ্চয় নিশ্চিহ্ন করে ফেলে।

> কে এই মিলেই?

হাবিয়ার মিলেই একজন অর্থনীতিবিদ এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার বহির্ভুত একজন ব্যক্তি। সংহতিনাশক ভঙ্গিমার জন্য বিখ্যাত এই টেলিভিশন ভাষ্যকার বারংবার মন্দায় পিড়ীত একটি দেশে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির প্রতিকার হিসাবে ডলারের ব্যবহার বৃদ্ধি প্রস্তাব করেছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিতে প্রবেশের কয়েক বছর পর, বলতে গেলে তার নিজের কোনো রাজনৈতিক দল ছাড়াই তিনি পর্যায়ক্রমে সরকারে আসা দুটি জোটকে পরাজিত করেছিলেন এবং দেশকে মেরুকরণের দিকে নিয়ে যান: রাজনৈতিক বলয়ের বাম দিকে- মাতৃ ভূমির জন্য ঐক্য-পেরোনিজম এবং ডান দিকে- পরিবর্তনের জন্য একত্রিত।

সংসদে শুধু একটি ছোট সংখ্যালঘু দল রয়েছে এবং কোনো প্রদেশকে শাসন করে না অর্থাৎ স্বল্প প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতা অগ্রগতি নামক রাজনৈতিক জোট সাহসিকতার সাথে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম নব্য-উদারবাদের এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদের পুনর্গঠনমূলক এজেন্ডা প্রস্তাব দেয়। মূলত সামাজিক নেটওয়ার্ক এবং মিডিয়ার মাধ্যমে অনেকটা আক্রমনাত্মক ধারায় মিলেই এর রাজনৈতিক আখ্যান ‘জাতিচ কে তার শত্রু হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে। যাইহোক, তিনি মূলত পপুলিজম- পেরোনিজম, বাম, নারীবাদ, ট্রেড ইউনিয়নবাদ এবং সামাজিক আন্দোলনকে আক্রমণ করেন। ইতিমধ্যে, তিনি তার প্রকল্পে বিভিন্ন ঘরানার ঐতিহাসিক রাজনীতিবিদদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং বৃহৎ অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যে সমর্থন তৈরি করেছেন।

> মিলেই-বিরোধী বিক্ষোভের উত্থান

প্রতিবাদ রুখতে সরকারের বিধিনিষেধমূলক এবং দমনমূলক নীতি থাকা সত্ত্বেও মিলেই এর উদ্যোগগুলো ও সেগুলোর বাস্তবায়ন দ্রুতই প্রতিরোধের মুখে পড়েছিল। দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই একটি প্রতিবাদ-বিরোধী প্রোটোকল চালু করা হয়েছিল যার মাধ্যমে রাস্তায় জনসাধারণের বিক্ষোভ সীমিত করার জন্য নিরাপত্তা বাহিনীকে অনুমতি দেওয়া হয়। ‘রাস্তা অবরুদ্ধ করারচ উপর নিষেধাজ্ঞা যা কিনা দেশের নাগরিক কর্মের প্রতিবাদের একটি ধ্রুপদী রূপ, সেইসাথে সামাজিক সংস্থাগুলির কাছে নিরাপত্তার প্রদানের নামে খরচ দাবি করা এবং বিশেষত এসবের বিরুদ্ধে করা অভিযোগের নিন্দা করার জন্য বলপ্রয়োগ করে বেনামী গোষ্ঠী দিয়ে যোগদানের একটা সুগঠিত মাধ্যম তৈরি করার মতো কিছু শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মিলেই দায়িত্ব নেও-য়ার কয়েক দিনের মধ্যে সরকার অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার জন্য একটি অবশ্যক ও জরুরি অধ্যাদেশ স্বাক্ষর করেছে এবং এই অজুহাতে ডজন ডজন আইন বাদ দিয়েছে এবং শ্রম থেকে আবাসন এবং স্বাস্থ্য বীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে সংস্কারের প্রচার করেছে। এসব ঘোষণার পর দেশের প্রধান শহরগুলির রাস্তায় রাস্তায় স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ এবং মিছিলই প্রমাণ দেয় যে নতুন চালু হওয়া বিক্ষোভ বিরোধী প্রোটোকল কার্যকর করা সুবিধাজনক নয়।

পরবর্তীকালে, সরকার রাষ্ট্রপতির জন্য অসাধারণ ক্ষমতা, বেসরকারীকরণ এবং প্রতিবাদের অধিকারের সীমাবদ্ধতা সহ বিভিন্ন বিষয়ে ৬০০ টিরও বেশি নিবন্ধ সম্বলিত একটি বহুমুখী বিল সংসদে জমা দেওয়ার ঘোষণা দেয়। এই

>>

ধরনের নব্য উদারবাদী সংস্কারের প্রতিক্রিয়াস্বরুপ, বিস্তৃত সামাজিক পরিমন্ডল থেকে উদ্ভূত প্রতিরোধের বাস্তবে রুপদানের বিভিন্ন পথ তৈরি হয়েছিল। সারা দেশে বিক্ষোভকারীদের জড়ো করে জানুয়ারির মাঝামাঝিতে সাধারণ ধর্মঘট পালন করে ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্য সামাজিক আন্দোলনগুলি এই প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দিয়েছিল। সাধারণ ধর্মঘটের আগে ও পরে প্রকাশ্য স্থানে বিভিন্ন ধরনের বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে রয়েছে বরখাস্তের বিরুদ্ধে খাতভিত্তিক ধর্মঘট এবং মজুরি বৃদ্ধির আহ্বান, সামাজিক নীতির উপর আরোপিত সীমার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন করে রাস্তায় প্রতিবাদ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার হুমকি ও সংকোচনের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক খাতের প্রতিবাদ। মিলেই এর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং জেন্ডার নীতি বাতিলের বিরুদ্ধে ৮ মার্চ লক্ষাধিক নারী মিছিল করেছিল।

সরকারের বিরদ্ধে সামাজিক বিরোধিতার একটি নতুন ধরন হলো রাজপথে প্রতিরোধ। এটি রাজনৈতিক বিরোধিতার দুর্বলতার মুখে তৈরি হয় বিশেষ করে পেরোনিজম এর দুর্বলতার মুখে যা গত নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিল এবং সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বর্তমান সংকটের জন্য পেরোনিজম কে দায়ী করে। এখনও অবধি, এই প্রতিরোধ সাধারণ পুনর্গঠনে কাজ করে যাচ্ছে, যদিও এর পথে বাধা তৈরি করা হয়েছে। বিচার বিভাগ আংশিকভাবে অবশ্যক ও জরুরি অধ্যাদেশ, বিশেষ করে এর শ্রম অধ্যায় বন্ধ করে দিয়েছে। অমি-নবাস অ্যাক্টের এই প্রথম সংস্করণ কংগ্রেসে ব্যর্থ হয়েছিল রাষ্ট্রপতির অক্ষমতা বা সংলাপপন্থী বিরোধীদের সাথে পরিবর্তনের আলোচনা করতে অস্বীকার করার কারণে। তবে ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়ার বিষয়টি অব্যাহত রয়েছে। সরকার উদ্যোগটি ধরে রেখেছে এবং প্রতি সপ্তাহে নানা অর্জিত অধিকার বাদ দিয়ে নতুন কাটছাঁট ঘোষণা করা হয়।

মিলেই সরকার শুরু হওয়ার পরপরই রাজপথ দখল করে জনসম্মুখে সাম-াজিক প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। বিপরীতে, সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে রাজপথে সমর্থন দেখানোর কোনো জোগাড় করেনি। এটি চরম ডানপন্থী নয় যা সামাজিক আন্দোলনের মতো আবেদন তৈরি করতে পারে। যা হোক, আর্জেন্টিনায় প্রতিবাদের ঐতিহাসিক পরামিতি এবং সর্বোপরি অভিযোগের পরিধি এবং প্রভাবিত মানুষের বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির কারনে, স্কেলের প্রেক্ষিতে আপাতত এটি প্রতিবাদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য চক্র নয় বা বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধ মিলে একটি ঐক্যফ্রন্ট তৈরি করতে পারেনি।

> সাম্প্রতিক প্রতিবাদ: বৈশিষ্ট্য, চ্যালেঞ্জ এবং প্রবণতা

অভিযোগের তীব্রতা সত্ত্বেও যেগুলি বিক্ষোভকে চালিত করছে, বর্তমান রাজনৈতিক দৃশ্যপটে তাদের বিকাশের সম্ভাবনা কম বলে মনে হয়। বিশেষ করে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিদের তার প্রিয় শত্রু হিসেবে পছন্দ করে। ফলে এমন সাজানো ছকের শত্রুতা ট্রেড ইউনিয়নগুলির নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা পরিবর্তন করে তাদের সাংগঠনিক শক্তিকে দুর্বল করার চেষ্টা করে এবং অভিযোগ নিয়ে সংলাপ তৈরির সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ- তারা যে সংগ্রামে জড়িত হতে পারে, সক্রিয় নিপীড়নের মাধ্যমে সেগুলোকে রাষ্ট্র দ্বারা সমর্থন বা অনুমোদনের সুযোগ কমিয়ে ফেলা হয়। একই সময়ে সরকার তার বিতর্কমূলক এবং যোগাযোগের যন্ত্রের শক্তি ব্যবহার করে সরকারের সমালোচনামূলক পরিস্থিতি এবং সামাজিক অস্থিরতার জন্য এই সংগ্রামী গোষ্ঠীগুলিকেই দায়ী করে প্রচার করার চেষ্টা করে।

বেশিরভাগ সংগঠকদের জন্য মানদণ্ড হিসেবে থাকা সেই পেরোনিজমের পরাজয়ের কারণে বিক্ষোভের জন্য একটি রাজনৈতিক নির্দেশক বিন্দু প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রেও অসুবিধা রয়েছে। গত প্রগতিশীল সরকারের ব্যর্থতা এবং সংস্কারের অগতি সংশয়গ্রস্তদের মধ্যে আরো সংশয় বাড়িয়েছে। অবশেষে, সরকার এখনও তার নির্বাচনী ম্যান্ডেটের প্রথম মাসগুলিতে রয়েছে, তাই প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যার আশা এবং সমর্থন বজায় থাকে এই সময়ে ফলে সরকারের কিছু পদক্ষেপের প্রভাব এখনও পুরোপুরি উপলব্ধি করা যায়নি। এটি একটি সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় অসন্তোষ ছড়ানোর সম্ভাবনাকে সীমিত করে ফেলে যা এখনও মিলেই এর বেশ কয়েকটি সরকারী নীতিগুলির জন্য অনুকূল।

বিক্ষোভের গতিশীলতা অনিশ্চিত, এবং ভবিষ্যতও চ্যালেঞ্জেপূর্ণ। একদিকে, সরকারের ভাগ্য নির্ভর করে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল করার উপর এবং একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৈরি করার উপর যা সরকারকে শাসন করতে এবং এটিকে আরও স্থিতিশীল করবে, সাথে বৈধতা প্রদান করবে। যাইহোক, শুধুমাত্র মুদ্রাস্ফীতির হ্রাস স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামাজিক পশ্চাদপসরণ এবং শ্রমিকদের প্রতিকূল শক্তির পুনর্বিন্যাসকে বৈধ করবে না যদি না ঐ প্রতিবাদের প্রধান ব্যক্তিরা পরাজিত হয় বা গুরুতরভাবে দুর্বল না হয়। যদি তাদের দুর্বল না করা হয় তবে পরিবর্তনের গতিপথ নিয়ে আলোচনা করার সুস্পষ্ট ক্ষমতা থাকবে না ফলে আমরা আরও বিচ্ছিন্ন, বিভাগীয় এবং অজৈব দ্বন্দ্বের পর্যায়ে চলে যেতে পারি। অন্যদিকে, রাজপথে এবং প্রতিষ্ঠানে সংক্ষুব্ধদের ক্ষমতা রয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উত্তেজনার উপর চড়ে সরকারী পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য একটি সামাজিক শক্তিকে চালিত করার। এটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে আর্জেন্টিনার ইতিহাসে অন্যান্য ঘটনার মতোই এই বিক্ষোভগুলো রাজনৈতিক সুযোগের কাঠামোকে রূপান্তরিত করে নতুন পরিস্থিতি উন্মোচন করবে। ■

সরাসরি যোগাযোগ
কুলিয়ান রেবন <jrebon@sociales.uba.ar>

অনুবাদ:
ইয়াসমিন সুলতানা, সহকারী অধ্যাপক,
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

> আয়োৎসিনাপা:

দশ বছরের অন্যায় বিচারহীনতা

কার্লোস দ্যা জেসাস গোমেস- আবারকা, ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এন্ড আর্টস অফ চিয়াপাস, মেক্সিকো

"তোমরা তাদের জীবিত নিয়েছ! আমরা তাদের জীবিত ফিরে চাই এখনই!" কৃতজ্ঞতা: জেসুস গোমেজ-আবারকা, ২০১৪।

২০২৪ সালের ৬ মার্চ, মেক্সিকো সিটির কেন্দ্রস্থলে *মানবাধিকার কর্মী ও আয়োৎসিনাপার নিখোঁজ ছাত্রদের অভিভাবকরা সহিংসভাবে জাতীয় প্রাসাদে প্রবেশ করেন।* একটি ভ্যান দিয়ে প্রাসাদের উনিশ শতকের ঐতিহাসিক দরজা ভেঙে ফেলার দৃশ্যগুলো বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তোলে। বিক্ষোভকারীরা দর্শনার্থী নিবন্ধন কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সামরিক বাহিনী টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে প্রতিক্রিয়া জানায়। এই ঘটনাগুলো তখন ঘটে, যখন প্রেসিডেন্ট লোপেজ অব্রাদর তার প্রতিদিনের সকালের সংবাদ সম্মেলন করছিলেন। প্রাসাদের জানালায় একটি সাইন ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, যাতে লেখা ছিল: "আমরা কেবল আলোচনাই চাই"। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন জাগে: ইগুয়ালার সেই ট্র্যাজিক রাতের দশ বছর পর কী পরিবর্তন ঘটেছে?

> তথ্য এবং তদন্ত

২০১৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ২৭ সেপ্টেম্বরের প্রভাত পর্যন্ত গুয়েরেরো রাজ্যের আয়োৎসিনাপার "ইসিদ্রো বুর্গোস" নামক গ্রামীণ সাধারণ স্কুলের শিক্ষার্থীদের ওপর এক অভিযানের ঘটনা ঘটে। এই হামলায় ৬ জন নিহত হন এবং ৪৩ জন শিক্ষার্থীকে অপহরণ করা হয়। গুয়েরেরো অঞ্চলে এই ধরনের ঘটনা নতুন কিছু নয়, কারণ এখানে দীর্ঘদিন ধরে সাম্যবাদী সংগ্রাম ও রাষ্ট্রীয় দমননীতি চলেছে। এই আক্রমণগুলোর সাথে মেক্সিকোর গ্রামীণ স্কুলগুলোর উপর সরকারের নেতিবাচক নীতিমালা জড়িত। কারণ, এসব স্কুল মেক্সিকোর সমাজতান্ত্রিক কৃষক শিক্ষার্থীদের ফেডারেশনের (এফইসিএসএম) সাথে সংযুক্ত। এছাড়া, এখানে কৃষক ও ছাত্র বিদ্রোহের ইতিহাসও বিদ্যমান। ঘটনাটি এমন এক অঞ্চলে ঘটেছিল যেখানে বৈধ ও অবৈধ উভয় ধরনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের লড়াই চলছিল।

এনরিক পেনা নিয়েতো প্রশাসনের (২০১২-১৮) সময় আয়োৎসিনাপার ৪৩ জন শিক্ষার্থীর "নিখোঁজ" হওয়ার তদন্তটি মেক্সিকোর অ্যাটর্নি জেনারেল (পিজিআর) জেসুস মুরিলো কারামের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। ২০১৪ সালের ৭ নভেম্বর, মুরিলো এই ঘটনার "ঐতিহাসিক সত্যচ ঘোষণা করেন। তার মতে, একটি গ্রেফতারকৃত দল স্বীকারোক্তি দেয় যে তারা শিক্ষার্থীদের হত্যা করেছে। শিক্ষার্থীরা গিয়ে গুয়েরেরোর ইগুয়ালার মিউনিসিপাল প্রেসিডেন্টে সূত্রীর একটি অনুষ্ঠান ব্যাহত করতে চেয়েছিল, এবং ইগুয়ালার পুলিশ তাদের আটক করে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়। মুরিলোর দেওয়া এই ঐতিহাসিক সত্যচ জানায় যে, শিক্ষার্থীদের স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে আঁতাত করা অপরাধী গোষ্ঠী গুয়েরেরোস ইউনিডোস কোকুলার ডাম্পিং এলাকায় পুড়িয়ে মেরেছে।

২০১৪ সাল থেকে অভিভাবকরা, প্রতিবাদকারীরা, বিশ্লেষকরা এবং গণমাধ্যম এই ঐতিহাসিক সত্য-এর বিরোধিতা করে আসছেন। তাঁরা বিভিন্ন সাক্ষ্য ও প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন যা নির্দেশ করে যে সামরিক নেতারা এই অপরাধমূলক ঘটনার বিষয়ে জানতেন এবং এর সাথে জড়িত ছিলেন।

২০১৮ সালে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর, আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাদর (এএমএলও) আয়োৎসিনাপা মামলার সত্য উন্মোচন ও বিচারপ্রাপ্তির জন্য কমিশন (সিওভিএজে) গঠন করে তদন্ত পুনরুজ্জীবিত করেন। সত্য উন্মোচন, বিচার নিশ্চিতকরণ এবং এ ধরনের গুরুতর অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঠেকানোর অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়ে এই কমিশন নতুন অনুসন্ধান শুরু করে । *সিওভিএজে-এর ২য় প্রতিবেদনে* পূর্বের ঐতিহাসিক সত্য খণ্ডন করা হয়, ঘটনাগুলোর নতুন অনুমান প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্বীকার করা হয় যে আয়োৎসিনাপায় যা ঘটেছিল তা ছিল একটি রাষ্ট্রীয়

>>

অপরাধ, যেখানে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ এবং মেক্সিকান সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর সদস্যরা জড়িত ছিলেন।

এটি অনুমান করা হয় যে, এই ট্র্যাজেডিতে অন্তত ৪৩৪ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনজন ছাত্রের দেহাবশেষ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রসিকিউটর ১৩২ জনের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছেন; তবে নিখোঁজ ছাত্রদের জীবিত থাকার কোন প্রমাণ নেই। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে সেনাবাহিনীর সদস্য, গুয়েরেরোস ইউনিডোস, পুলিশ ও সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের কর্মকর্তারা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। গত বছর উল্লেখযোগ্য গ্রেপ্তারী অভিযান পরিচালিত হয়েছে, যার মধ্যে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল হেসুস মুরিলো কারাম অন্তর্ভুক্ত, যিনি "ঐতিহাসিক সত্যচ উদ্ভাবনের পেছনে অন্যতম ব্যক্তি ছিলেন।

> ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম

২০১৪ সালে, মেক্সিকো সিটিতে ১৯৬৮ সালের ২ অক্টোবর ছাত্রহত্যা স্মরণে অনুষ্ঠিত স্মরণসভা চলাকালীন ৪৩ জন আয়োৎসিনাপা ছাত্রদের অবস্থান সম্পর্কে খুব কমই জানা ছিল। তবে, এই স্মরণসভাটি "নিখোঁজ" হওয়া ছাত্রদের ফিরে পাওয়ার জন্য একতাবদ্ধ আওয়াজে পরিণত হয়। মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক কেন্দ্রের রাস্তাগুলো অবরুদ্ধ হয়েছিল, যখন ছাত্র, নাগরিক সংগঠন ও সামাজিক আন্দোলনের মিছিলগুলো প্লাজা দে লাস ট্রেস কালচারাস থেকে জোকা্লো এর দিকে যাচ্ছিলো এবং দেশে ক্রমবর্ধমান সহিংসতার জন্য তাদের যন্ত্রণা, দুঃখ, অবিশ্বাস ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল।

পরবর্তী মাসগুলোতে মেক্সিকো এবং বিদেশের বিভিন্ন স্থানে বিশাল মিছিল ও সমাবেশ বহুগুণ বেড়ে যায়। এই ৪৩ জন ছাত্রের অভিভাবক, আন্দোলনকর্মী, সামাজিক সংগঠন ও নাগরিকরা একের পর এক গণমিছিলে যোগ দেন, বিচার দাবি করেন এবং প্রতিবাদে "এটি রাষ্ট্রের কাজ!" বলতে থাকেন। যা বাড়তে থাকা দমন-পীড়নের এবং পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। সরকারি তথ্য ছিল অপ্রতুল, তবে জনসাধারণ নিজেদের সিদ্ধান্ত গঠনের জন্য তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করে। চলমান দমন-পীড়ন এবং সরকারের বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য "৪৩ বা ৬৮ নয়চ এর মতো স্লোগানের মাধ্যমে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে।

ডিসেম্বর ১, ২০১৪-এর পরে মিছিলগুলোতে উপস্থিতির পরিমাণ কমলেও, অভিভাবকদের সংগ্রাম কমেনি। তারা সমর্থন খুঁজতে এবং ছাত্র, নাগরিক সংগঠন ও অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ২০২৪ সালের মার্চে, ৪৩ ছাত্রের অভিভাবকদের নেতৃত্বে জাতীয় প্রাসাদে প্রবেশের চেষ্টা ছিল সরকারের সঙ্গে পুনরায় সংলাপ শুরু এবং তদন্তের অগ্রগতির জন্য।

এই ঘটনাটি এমন একটি প্রেক্ষাপটে ঘটেছে যেখানে শিক্ষার্থীদের পিতামাতা এবং এএমএলও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ, যারা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার কাজ পরিচালনা করেছেন কোভাজ-এর প্রথম বছরগুলোতে তারা আর এই কাজের অংশীদার ছিলেন না একদিকে, ৪৩ জন শিক্ষার্থীর বাবা-মা মামলাটির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য সরকারের ইচ্ছার অভাবের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, জড়িত সামরিক কর্মকর্তাদের সুরক্ষার বিরুদ্ধে নিন্দা জানিয়েছেন এবং সামরিক গুপ্তচরবৃত্তির নথি প্রকাশের দাবি করেছেন যা তদন্তের মূল হতে পারে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই ব্যাপারে কোন সাড়া পায়নি। অন্যদিকে, এএমএলও-এর কার্যকালের চূড়ান্ত প্রসারে যারা প্রশ্ন তোলেন তাদের দাবিকে সরকার অবিরতভাবে অস্বীকার করে চলেছে, তাদের রক্ষণশীল হিসাবে আখ্যায়িত করে এবং ছাত্রদের পিতামাতাদের তাদের আইনজীবীদের উপস্থিত না করেই একটি বৈঠকের প্রস্তাব দেয়।

সেন্ট্রো প্রো-এর পরিচালক সান্তিয়াগো আগুয়েরের জন্য এই *মামলাটি এই নতুন সরকারের সাথে মেক্সিকোতে ন্যায়বিচার প্রদানের ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ হতে পারতো। যাইহোক, এটি এই প্রশাসনের সবচেয়ে বড় হতাশাগুলোর একটি হয়ে দাঁড়িয়েছে*, যা নতুন সামরিক ক্ষমতা এবং অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের নিষ্ক্রিয়তা প্রকাশ করেছে। ইতিমধ্যে, ৪৩ শিক্ষার্থীর জন্য ন্যায়বিচার একটি দায় গ্রস্থতা বলে মনে হচ্ছে যা অমীমাংসিত থাকবে এবং সম্ভবত পরবর্তী প্রশাসন উত্তরাধিকার সূত্রে এটি পাবে। শুধু একটি অর্ধসত্য দিয়ে ৪৩ জন শিক্ষার্থীর অভিভাবকরা সত্য ও ন্যায়বিচারের জন্য তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ■

সরাসরি যোগাযোগ:
কার্লোস ডি জেসুস গোমেজ-আবারকা <jesus.gomezabarca@gmail.com>

অনুবাদ:
নূর এ হাবিবা মুক্তা, ইরাসমুস মন্ডুস স্কলার,
ইউনিভার্সিটি অফ অভিয়েদো, স্পেন

> উদ্বৃত্ত এবং স্থানচ্যুতি, শরণার্থী এবং অভিবাসী

নাদিয়া বাউ আলী, বৈরুত ইনস্টিটিউট ফর ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস অ্যান্ড রিসার্চ, **রে ব্রাসিয়ের,** আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অফ বৈরুত, লেবানন

আইএ-নির্মিত আরবুর শিল্পকর্ম।

এই প্রবন্ধটি "উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা" ধারণাটিকে বেকার জনগণের একটি বর্ণনা হিসাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। এর মধ্যে রয়েছে অস্থায়ী শ্রমে নিযুক্ত জনগণ যারা আনুষ্ঠানিক মজুরির সম্পর্ক থেকে বাদ পড়েছে এবং সেই জনগণ যারা পুঁজিবাদী নিপীড়নের ফলে কেবল সাধারণ শ্রেণীবিভাগের (যেমন শরণার্থী, অভিবাসী) আওতায় দৃশ্যমান। শরণার্থী এবং অভিবাসী এই সাধারণ শ্রেণীবিভাগগুলো এক ধরনের বিমূর্ত বর্ণনামূলক শ্রেণী, ফলে "উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা"-র এই বৈশ্বিক পুঁজিবাদের বৈচিত্র্যময় গতিশীলতার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনার দরকার পরে।

পুঁজিবাদ তার মূলে আছে অসমতা; আদিম সঞ্চয় প্রাথমিকভাবে একটি অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়া, যা অতিরিক্ত মূল্য উৎপাদনের মাধ্যমে ক্রমাগত পুনরুত্পাদিত হয়। বলা হয়, ঔপনিবেশিক প্রবৃত্তি পুঁজিবাদের জন্য একটি মৌলিক বিষয় যার মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক এবং পরিবেশগত সম্পর্ক উভয়ই রয়েছে। একদিকে, ক্যাপিটালোসিন যেটা চিহ্নিত হয় *মানব জীবন এবং প্রকৃতির* অপ্রয়োজনীয়তার দ্বারা। অন্যদিকে, "*জনমিতি বঞ্চনা*" - শব্দটি বর্ণনা করে কীভাবে, বিশেষভাবে এবং সার্বজনীনভাবে, এই অসমতার অভিজ্ঞতা হয় সেই জনগণের দ্বারা যাদের আনুষ্ঠানিক মজুরির সম্পর্ক থেকে বাদ পড়া অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

> সর্বহারাকরণ হিসাবে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা

একটি বড় ভুল ধারণা শুরু থেকেই সমাধান করা দরকার। উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা সংজ্ঞাগতভাবে স্থানচ্যুত নয়: তারা কোন নির্দিষ্ট দেশ বা জাতির সীমানার বাইরের জনগোষ্ঠী হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তারা কেবল অসমান বিকাশের ফলাফল নয় বরং পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের প্রক্রিয়ায় একটি প্রভাবও বটে। মার্কস তার সমালোচনায় মালথুসিয়ান যুক্তির বিরুদ্ধে একটি তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, যেখানে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে প্রকৃতির একটি নিয়ম হিসেবে দেখা হয় এবং এভাবে কিছু জনগোষ্ঠীকে, অন্যদের বেঁচে থাকার স্বার্থে, অপ্রয়োজনীয় হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। আজকের দিনে আমরা মালথুসিয়ান যুক্তির উদ্ভাস দেখতে পাই তাদের মধ্যে যারা জাতীয় সীমান্তকে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার অনুপ্রবেশ থেকে রক্ষা করতে চায় এবং যারা অপ্রয়োজনীয় জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন বা স্থানান্তর করতে চায়। চলমান পরিবেশগত বিপর্যয় উদ্বৃত্ত মানবতার প্রশ্নে আরও জটিলতা যোগ করেছে এবং এটি পুঁজিবাদী পরিবেশবিজ্ঞান সম্পর্কিত যা পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হবে। মার্কসের বিশ্লেষণে, উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা সৃষ্টির কারণ মালথুসিয়ান সরবরাহ ও চাহিদার যুক্তি নয়, বরং মূল্যবৃদ্ধির (ভ্যালোরাইজেশন) যুক্তি, অর্থাৎ অতিরিক্ত মূল্য সর্বাধিক করার প্রক্রিয়া:

"এটি পুঁজিবাদী সঞ্চয়ই, যা নিজস্ব শক্তি এবং পরিসরের সরাসরি সম্পর্কের মাধ্যমে একটি তুলনামূলকভাবে অতিরিক্ত শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী, অর্থাৎ এমন একটি জনগোষ্ঠী তৈরি করে, যা মূলধনের গড় প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যা হিসাবে বিবেচিত হয় [...] এটি পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির একটি বিশেষ জনসংখ্যা নীতি; এবং প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক উৎপাদন পদ্ধতির নিজস্ব বিশেষ জনসংখ্যা নীতি রয়েছে, যা সেই নির্দিষ্ট পরিসরে ঐতিহাসিকভাবে বৈধ।" পুঁজিবাদের একটি বিশেষ জনসংখ্যানীতি রয়েছে: উৎপাদনী শক্তির বিকাশ অপরিহার্যভাবে আপেক্ষিক

>>

উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার সৃষ্টি করে। "শ্রমের সরবরাহ ও চাহিদার আইন" সাধারণ মজুরির অনুপাত (শ্রমজীবী শ্রেণীর, অর্থাৎ শ্রমশক্তি)এবং মোট সামাজিক মূলধনের সাথে নিয়ন্ত্রণ করে: "শ্রমের উৎপাদনশীলতা যত বেশি, কর্মসংস্থানের মাধ্যমগুলির উপর শ্রমিকদের চাপ তত বেশি, ফলে তাদের অস্তিত্বের শর্ত তত অনিশ্চিত হয়ে ওঠে" (ইবিডি, ৭৯৮, জোর দেওয়া হয়েছে)। একইভাবে, "যন্ত্রপাতি অতিরিক্ত শ্রমজীবী জনসংখ্যা তৈরি করে"। এই প্রসঙ্গে, মজুরির সম্পর্কই শ্রমজীবী শ্রেণীর দারিদ্র্য এবং প্রলেতারিয়ানাইজেশনের (শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত হওয়া) কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এর অর্থ দড়ায় যে আপেক্ষিক অতিরিক্ত জনসংখ্যা একযোগে পুঁজিবাদের উৎপাদনী শক্তির বিকাশের একটি কারণ এবং ফলাফল হয়ে ওঠে, যা মজুরির সম্পর্কের মাধ্যমে ঘটে। যদিও পুঁজিবাদ উৎপাদনী শক্তিগুলোর (যান্ত্রিকীকরণ, স্বয়ংক্রিয়ীকরণ ইত্যাদি) বিকাশ ঘটায়, এর মানে এই নয় যে এটি শ্রমশক্তিরও বিকাশ ঘটায়; বরং এর বিপরীত ঘটে বলে মনে হয়: উৎপাদনী শক্তির বিকাশের সাথে সাথে শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদনের খরচ কমে যায় এবং মজুরি হ্রাস পায়। উৎপাদনী শক্তির বিকাশের প্রধান চালিকা শক্তি হলো শোষণের হার বাড়ানোর বাধ্যবাধকতা (শ্রমশক্তি থেকে উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণের হার) এবং এর মাধ্যমে উদ্বৃত্ত শ্রমের অনুপাত বৃদ্ধি করা, শুধু শ্রম প্রক্রিয়ার মধ্যেই নয়, বরং মজুরিভিত্তিক সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের ক্ষেত্রেও। যখন কম শ্রম থেকে আরও বেশি উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণ করা হয়, তখন মজুরিভিত্তিক শ্রমিকরা ক্রমবর্ধমান হারে মূল্যবৃদ্ধির (ভ্যালোরাইজেশন) প্রক্রিয়ায় অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

পুঁজিবাদ বেকারত্ব সৃষ্টি করে, যা শ্রম প্রক্রিয়ার প্রকৃত অধীনতার একটি শর্ত (অর্থাৎ শোষণের হার সর্বাধিক করার জন্য এর পুনর্গঠন)। অতএব, বেকার জনগণ, অতিরিক্ত ও উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা বর্তমান শোষণ ব্যবস্থার একটি মৌলিক দিক। যখন পুঁজিবাদ শ্রমশক্তির শোষণের মাধ্যমে নিজেকে পুনরুৎপাদন করে, এবং শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদন করে পুঁজির দ্বারা নিজেকে শোষিত হতে দিয়ে, তখন পুঁজির সম্প্রসারণ মানে শ্রমশক্তির মূল্য বৃদ্ধি নয়; বরং, পুঁজির ব্যাপক স্ব-মূল্যবৃদ্ধি শ্রমের অবমূল্যায়নই নির্দেশ করে, যা বলতে গেলে, উদ্বৃত্ত শ্রম ও প্রয়োজনীয় শ্রমের মধ্যে, বেকার ও কর্মরতদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অনুপাত। এর মানে হচ্ছে, প্রথমে শ্রমকে উৎপাদনের উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরে, পুঁজি ক্রমবর্ধমান সংখ্যক শ্রমিককে সেই উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে যার মাধ্যমে তারা নিজেদের পুনরুৎপাদনে বাধ্য। এই গৌণ বিচ্ছিন্নতা (কর্মরতদের বেকারদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা) প্রাথমিক বিচ্ছিন্নতার (উৎপাদকদের উৎপাদনের উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন করা) অনুসরণ করে। প্রশ্ন হলো, কীভাবে উদ্বৃত্ত শ্রমকে প্রয়োজনীয় শ্রমের সাথে বা বেকারদের কর্মরতদের সাথে পুনঃসংযোগ করা যায়:

"[...] প্রলেতারিয়েতকে তার পুনরুৎপাদনের উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন করে সংজ্ঞায়িত করা হয়, এবং পুঁজির পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে নিজেকে পুনরুৎপাদনে বাধ্য করা হয়। প্রলেতারিয়েতের পুনরুৎপাদন (তাদের শ্রমশক্তির মূল্য) পুঁজির পুনরুৎপাদনের সাথে মানানসই রাখা হয় মূল্যবৃদ্ধির স্বাভাবিক নিয়মের মাধ্যমে: যদি মজুরি খুব বেশি বৃদ্ধি পায়, পুঁজি কম শ্রমিক নিয়োগ করবে, ফলে একটি রিজার্ভ বাহিনী তৈরি হবে যা মজুরির উপর নেমে আসা চাপ বৃদ্ধি করবে। মূল কথা হলো, যতক্ষণ কর্মরত ও বেকাররা একত্রিত না হবে, মজুরি সবসময় পুঁজির সঞ্চয়ের প্রয়োজনের সাথে খাপ খেয়ে পড়বে।" (*বি. আর. হ্যানসেন*)

এভাবে, উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা, বেকারদের রিজার্ভ বাহিনী এবং অযোগ্য লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত একযোগে পুঁজিবাদী কেন্দ্রে অভ্যন্তরীণ, অর্থাৎ পুঁজির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সমন্বিত বা অধীন এলাকাগুলোর অভ্যন্তরে, এবং এই কেন্দ্রের প্রান্তে, অর্থাৎ সেই এলাকাগুলোতে যেগুলো এখনও আংশিক বা আনুষ্ঠানিকভাবে পুঁজির দ্বারা অধীন হয়েছে (তৃতীয় বিশ্ব বা গ্লোবাল সাউথ)। এর অর্থ হলো, পুঁজির পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে তৈরি উদ্বৃত্ত মানবতা কেন্দ্র ও প্রান্ত উভয় স্থানেই বিদ্যমান: এটি কেন্দ্রেও আছে এবং প্রান্তেও।

> দৃশ্যমান জনগণ ও অদৃশ্য শ্রম

উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা সাধারণত জনসাধারণের ভিড় হিসাবে দৃশ্যমান হয়। প্যারিস থেকে দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত সাম্প্রতিক দশকগুলোতে আমরা বস্তি ও শিবিরের বাসিন্দাদের গণবিক্ষোভের আকস্মিক বিস্ফোরণ দেখেছি, যাকে হয়তো শরণার্থীদের বিদ্রোহ হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। এই আপাতদৃষ্টিতে স্বতঃস্ফূর্ত গণবিদ্রোহগুলো সাধারণত অদৃশ্য কাঠামোগত গতিশীলতার দৃশ্যমান প্রকাশ। তবে এগুলো লক্ষণীয় হয়ে ওঠে কারণ এটি একটি বস্তুগত কাঠামোর অধীনে আত্মবাদ প্রকাশন করে: এগুলো হলো অদৃশ্যের দৃশ্যমান হয়ে ওঠার আত্মবাদী মুহূর্ত।

কাঠামোগত বিশ্লেষণকে এই দৃশ্যমান আত্মবাদী প্রকাশনার শর্তগুলো উন্মোচন করতে হবে যা অদৃশ্য এবং বস্তুর কাঠামোর দ্বারা তৈরি হয়েছে। এমন একটি বিশ্লেষণের প্রথম পদক্ষেপ হলো উদ্বৃত্ত এবং স্থানচ্যুতি জনসংখ্যার মধ্যে পার্থক্য করা। যদিও শরণার্থী এবং অভিবাসী হিসেবে জাতীয় সীমান্তে জনগণের ভিড় দেখা যায়, তারাই একমাত্র নয় যারা অতিরিক্ত জনসংখ্যা হিসেবে সংজ্ঞায়িত হতে পারে। এই সাধারণ ভুল ধারণার কারণগুলো আদর্শগত হতে পারে: নিঃসন্দেহে, অতিরিক্ত জনসংখ্যার সমস্যাটি মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে মোকাবিলা করা সহজ, যেখানে বিদেশি এবং প্রবাসীদের উন্নত রাষ্ট্রে আশ্রয়ের অধিকার প্রদানের চেষ্টা করা হয়। তবে আমি যুক্তি দেব যে এই দৃষ্টিভঙ্গি হয় ধারণাগতভাবে বা ব্যবহারিকভাবে প্রশ্নটির যথার্থ সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়।

উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা প্রয়োজনীয়ভাবে স্থানচ্যুত বা অভিবাসী জনসংখ্যা নয়। *অ্যারন বেনানাভ* ইঙ্গিত দিয়েছেন, ১৯৫০-এর দশক থেকে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে শহরের বেকারদের একটি বড় অংশ আসলে শহরে জন্মগ্রহণ করেছে: "১৯৫০-এর দশকেই নিম্ন আয়ের দেশের শহুরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল, শহরে অভিবাসনের পরিবর্তে বরং শহরগুলোতে মানুষের জন্ম নেওয়া।" বেনানাভ যুক্তি দেন যে "১৯৮০ সালের পর শহুরীকরণের হার ধীরগতি সত্ত্বেও, নিম্ন আয়ের বিশ্বে শহুরে শ্রমশক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।" শহুরে শ্রমিকরা হঠাৎ করে কোথাও থেকে আসে না, তারা প্রলেতারিয়ানাইজেশনের প্রক্রিয়ার লক্ষণ হিসাবে আবির্ভূত হয়, যা পুঁজিবাদের স্থবির বৃদ্ধির ফলে বিকশিত হয়েছে। শহুরেকরণের হার কমে গেলেও শহুরে দরিদ্রদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যারা এখন নতুন প্রজন্মের শিশুদের জন্ম দিয়েছে, যারা তাদের বাবা-মার মতো অনানুষ্ঠানিক শ্রমচক্রে চালিয়ে যাচ্ছে। প্রলেতারিয়ানাইজেশনকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, "জনসংখ্যার সেই অংশের বৃদ্ধি, যারা বেঁচে থাকার জন্য তাদের শ্রম বিক্রি করতে নির্ভরশীল।" এই প্রলেতারিয়ানাইজেশনের বৃদ্ধি গ্রামীণ জনগণ শহুরে এলাকায় অভিবাসনের কারণে ঘটছে না, যা উন্নয়ন অধ্যয়ন দ্বারা উৎসাহিত একটি ভুল ধারণা। বরং, নিম্ন আয়ের দেশে শ্রমের চাহিদা কম থাকে দুটি প্রধান কারণে: ১) অর্থনৈতিক বৈষম্যের উচ্চ মাত্রা, যা অর্থনীতিকে মূলত অভিজাতদের দ্বারা চাহিদার পুঁজি-নির্ভর পণ্য উৎপাদনের দিকে পরিচালিত করে, শ্রম-নির্ভর পণ্য নয় যা বৃহত্তর জনগণের প্রয়োজন; এবং ২) শিল্পোন্নত দেশ থেকে আমদানিকৃত প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও স্বয়ংক্রিয়তা। ফলে নিম্ন আয়ের দেশে অর্থনীতিগুলো শ্রম-নির্ভরতার চেয়ে বেশি পুঁজি-নির্ভর।

গত এক দশকে অর্থনীতিবিদদের (বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিক) কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি এবং ১৯৯০-এর দশকের পর বৈশ্বিক শ্রমবাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দাবির পরেও, নিম্ন আয়ের দেশ এবং অন্যান্য দেশের শ্রমশক্তির জন্য খুব কম কিছু করা হয়েছে। একটি প্রধান বৈশ্বিক শক্তি হিসাবে, আমেরিকা তার মধ্যে এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশে উদ্ভূত বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতিগুলিকে প্রতিহত করতে অনেক কিছু করতে পারত। গ্লোবাল নর্থ বিশ্ব অর্থনীতির সুবিধা পুনর্বণ্টনে ব্যর্থ হয়েছে, যা ১৯৯০-এর দশকে উত্তর আমেরিকা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি- এনএএফটিএ বিতর্কে এবং এই শতাব্দীর প্রথমদিকে অবৈধ অভিবাসীদের সাথে কীভাবে মোকাবিলা

>>

করা হবে তা নিয়ে বিতর্কে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। আজ পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে, আমরা অবৈধ অভিবাসীদের সীমান্তে এবং শিবিরে আটক করা, সীমান্ত প্রাচীর নির্মাণ ইত্যাদি ঘটনা প্রত্যক্ষ করছি।

> অভিবাসী শ্রম একটি অস্থির এবং নির্বাসন চক্রে আটকে আছে এবং সমাজসাংস্কৃতিক বৈষম্যের মুখোমুখি হচ্ছে

বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলে শরণার্থী ও অভিবাসী জনসংখ্যার প্রবাহ এই অঞ্চলের গল্পটিকে বহুলাংশে নির্ধারণ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে অটোমান সাম্রাজ্যের পতন এবং এর ফলে ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনের কারণে, যা ব্রিটিশ এবং ফরাসিদের মধ্যে বিভক্ত হয়েছিল, ঔপনিবেশিকতার পরবর্তী সময়ে জাতিরাষ্ট্রের আবির্ভাব মূলত ঔপনিবেশিক স্বার্থ অনুযায়ী অঞ্চলটির ভূখণ্ডীয় বিভাজন দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। ১৯৪৮ সালে ইউরোপ থেকে ইহুদি অভিবাসীদের আগমনের ফলে ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন দখল করা হয়, যা ৭৫,০০০ ফিলিস্তিনিকে প্রতিবেশী দেশগুলিতে শরণার্থী করে তোলে। লেবাননে, ২,৬০,০০০ থেকে ২,৮০,০০০ *ফিলিস্তিনি শরণার্থী* ১২ টি শিবির এবং ৪২টি জনপদে বিতরণ করা হয়েছে। লেবাননের বর্তমান জনসংখ্যা ৬.৮ মিলিয়ন এবং আনুমানিক ২,৫০,০০০ ফিলিস্তিনি শরণার্থী রয়েছে, *ইউএনআরডাব্লিউএ অনুসারে*। তারা লেবাননের শ্রমশক্তির প্রায় ৫.৬% প্রতিনিধিত্ব করে, যার মধ্যে ৫০% অ-লেবানিজ। লেবাননে ফিলিস্তিনিরা এখনও আনুষ্ঠানিক শ্রমবাজার থেকে বাদ পড়েছে এবং আনুষ্ঠানিক মজুরি, সম্পত্তির মালিকানা এবং অন্যান্য মৌলিক নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। অন্যান্য শরণার্থীদের মতো, লেবাননের কর্মসংস্থান সীমাবদ্ধতা ফিলিস্তিনিদের চিকিৎসা, প্রকৌশল এবং আইনসহ উদার পেশাগুলোতে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করে, যা *ফিলিস্তিনিদের স্বল্পমেয়াদী, স্বল্প বেতনের চাকরির বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি অনানুষ্ঠানিক শ্রমবাজারে ঠেলে দেয়*। প্রায় অর্ধেক ফিলিস্তিনি কর্মী নির্মাণ এবং বাণিজ্য বা সম্পর্কিত কার্যক্রমে কাজ করে (পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, মোটরগাড়ি মেরামত, গৃহস্থালির জিনিসপত্র মেরামত ইত্যাদি), যেখানে অত্যন্ত উচ্চ মাত্রার অনানুষ্ঠানিকতা, গড়ের চেয়ে দীর্ঘ কর্মঘণ্টা এবং অধিকাংশই লেবাননের সর্বনিম্ন মজুরির চেয়ে কম আয় করে।

ফিলিস্তিনিদের পাশাপাশি, ১৯৫০-এর দশক থেকে লেবাননে সিরিয়ানরা অভিবাসী শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ গঠন করেছে। ২০১১ সালে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এই সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বেড়েছে। বর্তমানে লেবাননে ১৫ লাখ সিরিয়ান শরণার্থী রয়েছে। ফিলিস্তিনিদের সাথে, তারা লেবাননের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ গঠন করে। **দ্য ইনভিজিবল কেজ**-এ, জন চালক্রাফ্ট দেখিয়েছেন কীভাবে জোরপূর্বক অভিবাসন এবং জোরপূর্বক শ্রম একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। এগুলো এমন একটি শ্রমবাজার গতিশীলতার ফল যা জোরপূর্বক শ্রম এবং একটানা অস্থিরতা ও নির্বাসনের চক্রে বিদ্যমান অভিবাসী শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীল।

২০২৪ সালে, *অদৃশ্য শ্রম খাঁচা* স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে: ২০১৯ সালে লেবাননের আর্থিক পতন এবং সম্পদ ও শ্রমের সুযোগ ক্রমশ কমে যাওয়ার সাথে সাথে, সিরিয়ান শ্রমিকরা ক্রমবর্ধমানভাবে বৈষম্য, জাতিবিদ্বেষ এবং নিপীড়নমূলক বৈষম্যের মুখোমুখি হচ্ছে। সিরিয়ান শ্রমিকদের সংখ্যার তীব্র বৃদ্ধি লেবাননের খারাপ অর্থনৈতিক সংকটের ফলে লেবাননের শ্রমশক্তির দৈন্য দশার পাশাপাশি সিরিয়া বিরোধী মনোভাবকে আরও বাড়িয়ে তোলে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মতে, *লেবাননের শ্রমশক্তি অংশগ্রহণের হার* ৪৩.৪%, যা নির্দেশ করে যে কর্মক্ষম বয়সের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও কম কর্মরত বা চাকরি খুঁজছে।

জাতীয়তা এবং বর্ণের বিভাজনের মধ্য দিয়ে শ্রমের সংগঠনে নেতৃত্ব দেওয়ার পরিবর্তে, প্রলেতারিয়ানাইজেশন দরিদ্রতা এবং অনিশ্চয়তাকে বোঝায়, যা ক্রমে শ্রমশক্তির টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার দিকে নিয়ে যায়। লেবাননে, শ্রমশক্তির মধ্যে রয়েছে লেবানিজ, সিরিয়ান, আফ্রিকান এবং এশিয়ান শ্রমিক যারা দেশে গৃহস্থালী এবং পরিচর্যা কাজ থেকে শুরু করে অন্যান্য ধরনের অনিশ্চিত শ্রম পর্যন্ত বেশিরভাগ পুনরুৎপাদনমূলক শ্রম করে। লেবাননে সিরিয়ান শরণার্থীদের প্রায় ৯০% অনানুষ্ঠানিকভাবে নিয়োজিত। এদের মধ্যে, ২০২০ সালের কোভিড-১৯ মহামারীর পর থেকে দারিদ্র্যের হার ৫৬% বেড়েছে। অনানুষ্ঠানিক নিম্ন-কুশলী শ্রমবাজারে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা শরণার্থীদের দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, কম মজুরি এবং আইনি সুরক্ষা, স্বাস্থ্য বীমা বা বেতনসহ ছুটির অভাব দ্বারা চিহ্নিত অপ্রতুল কাজের শর্ত গ্রহণ করতে বাধ্য করছে। সিরিয়ান নারী শ্রমিকদেরও অপ্রতুল পরিবহন, শিশুর যত্নের সহায়তার অভাব এবং সমাজসাংস্কৃতিক বৈষম্যের মুখোমুখি হতে হয়। এই ধরনের পরিস্থিতি শরণার্থীদের গ্রেপ্তার, জোরপূর্বক প্রত্যাবাসন এবং নির্বাসনের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়।

এদিকে, সিরিয়ান শরণার্থীরা যারা আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ করতে চায় তাদেরকে লেবানিজ নিয়োগকর্তার দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা বা লিজ চুক্তির অধীনে অভিবাসী হিসাবে নিবন্ধিত হতে হবে। ফিলিস্তিনিদের মতো, সিরিয়ানদের জন্য আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান সাধারণত তিনটি খাতে সীমাবদ্ধ: পরিবেশ, কৃষি এবং নির্মাণ, যার জন্য প্রতি বছর ৮২০০ খরচের একটি রেসিডেন্সি পারমিট প্রয়োজন। শরণার্থীরা অন্যান্য কয়েকটি সীমিত খাতে আনুষ্ঠানিকভাবে চাকরি চাইতে পারে, তবে তাদের অনেক আর্থিক এবং প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবে, বিশেষ করে তাদের আবাসনের পারমিট নবায়ন করতে: ২০২০ সালে, *লেবাননে নিবন্ধিত সিরিয়ান শরণার্থীদের* প্রায় ৭০% (বিশেষ করে যারা ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী) পারমিট ছাড়াই ছিল, যা শুধুমাত্র তাদের জীবিকা নির্বাহ করার ক্ষমতাকে নয়, তাদের চলাফেরার স্বাধীনতাকেও কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ করেছে।

> অতিরিক্ত জনসংখ্যার ব্যবস্থাপনা পুঁজির পুনরুৎপাদনের জন্য অপরিহার্য

অর্থনৈতিক অভিবাসীদের থেকে শরণার্থী শ্রমশক্তিকে আলাদা করা গুরুত্বপূর্ণ। *এলিজাবেথ লঙ্গেনেস এবং পল তাবার*-এর মতে, লেবাননের শ্রমশক্তির প্রায় ১৫% অভিবাসী শ্রমিক এবং ৩৫% সিরিয়ান শ্রমিক। আমরা আগেই বলেছি, স্থানচ্যুত বা শরণার্থী জনসংখ্যা থেকে অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে আলাদা করা প্রয়োজন। তবুও, লেবাননের রাজনৈতিক অর্থনীতিতে সিরিয়ান এবং ফিলিস্তিনি জনসংখ্যার দুর্দশা একে অপরের সাথে জড়িত, যেখানে তারা উভয়েই অভিবাসী এবং শরণার্থী হিসেবে বিবেচিত হয়। লেবাননের কর্মশক্তির মধ্যে এই অংশগুলো দ্বিগুণভাবে বঞ্চিত: তারা এমন একটি অতিরিক্ত জনসংখ্যা গঠন করে যা পুঁজির প্রয়োজনীয় শ্রম হিসেবে বিবেচিত নয়, আবার তারা স্থানচ্যুতও হয়েছে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে একীভূত শ্রম জনসংখ্যার তুলনায় (যারা লেবানিজ এবং অন্যান্য জাতীয়তার মানুষদের নিয়ে গঠিত)। তাদের অবস্থা প্রকাশ করে প্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত শ্রমের স্তরবিন্যাস একদিকে এবং একীভূত ও স্থানচ্যুত শ্রমিকদের পার্থক্য আরেকদিকে।

যে কোনো রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এই পার্থক্যকে বিবেচনায় না নিলে দুটি ঝুঁকি তৈরি হয়। প্রথমত, এটি আমাদের মনে করায় যে শরণার্থীরা একটি অসম্পূর্ণ অভিবাসন-এর উদাহরণ, যা হয়তো বাড়িতে ফিরে যাওয়া বা নাগরিকত্বের আনুষ্ঠানিক মর্যাদা পাওয়ার মাধ্যমে প্রশমিত করা যেতে পারে। এই ধারণা আবার সমস্যার সমাধানকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামাজিক স্বীকৃতি ও অধিকারগুলির স্তরে সীমাবদ্ধ করে দেয়। এই পন্থার প্রথম সমস্যা হল, এটি মূলত পুঁজিবাদী সামাজিক গতিশীলতার একটি গভীর এবং ব্যাপক প্রভাবকে আড়াল করে-যা স্থানচ্যুত এবং অস্থানচ্যুত উভয় শ্রমজীবী শ্রেণির জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করে-এবং সমাধান ও প্রতিক্রিয়া এমনভাবে তৈরি করে যা শ্রমজীবী শ্রেণির অংশগুলোকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়, যারা আসলে একই রাজনৈতিক অবস্থার সম্মুখীন। দ্বিতীয়ত, যখন কেউ অভিবাসী ও শরণার্থী শ্রমশক্তির মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করে না, তখন অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি হয় যে, রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলোকে সংকট ব্যবস্থাপনার একটি সাধারণ সমস্যা হিসেবে দেখার প্রবণতা দেখা দেয়, যেমন অনেক বেসরকারি সংস্থা করে, যারা সামাজিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিক্রিয়ায় সাহায্য প্রদান করার চেষ্টা করে।

>>

এই পার্থক্যকে বুঝতে না পারলে, অতিরিক্ত জনসংখ্যার ব্যবস্থাপনা আসলে পুঁজির পুনরুৎপাদনের জন্য অপরিহার্য তা অনুধাবন করা যায় না। এই ব্যবস্থাপনা শ্রমের খরচ কমিয়ে আনতে সহায়তা করে, শ্রমবাজারে শ্রমশক্তির উপর মজুত শ্রমিকদের প্রতিযোগিতামূলক চাপ দিয়ে, এবং এটি সামাজিক পুনরুৎপাদনের ভাঙা চক্রের মধ্যেও প্রবেশ করে, পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের বিস্তৃত চক্রটিকে অক্ষুণ্ন রাখে। আন্তর্জাতিক শ্রমশক্তির খণ্ডিতকরণকে বাড়িয়ে তোলার পাশাপাশি, এই ধরনের পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত শরণার্থীদের সংকট ব্যবস্থাপনার একটি পরীক্ষাগারে পরিণত করে, যা পরে বেকার, স্বল্পবেতনভোগী এবং দরিদ্র শ্রমশক্তির বৃহত্তর অংশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নতুন সামাজিক প্রযুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

শরণার্থী শ্রমের বিশেষ গুণাবলিকে স্বীকৃতি দেওয়া-এটিকে এমন একটি লক্ষণ হিসেবে দেখা যা সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং অর্থনৈতিক একীকরণের অন্তর্নিহিত সংযোগকে প্রকাশ করে-যা সামাজিক পুনরুৎপাদনের চক্রকে বাধাগ্রস্ত না করে বরং এটিকে সম্ভব করে তোলে, এর মাধ্যমে এমন একটি কাঠামোগত প্রতিক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ তৈরি হয় যে, এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থার জন্য কোন প্রতিক্রিয়া উপযুক্ত যা বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে পুনরুৎপাদিত হয়। ■

সরাসরি যোগাযোগ:
নাদিয়া বাউ আলি <nadiabouali@gmail.com>
রে ব্রাসিয়ার <ray.brassier@gmail.com>

এই নিবন্ধটি *আলামেদা ইনস্টিটিউটের* অংশীদারিত্বে প্রকাশিত।

অনুবাদঃ
এস. এম. আনোয়ারুল কায়েস শিমুল, জ্যেষ্ঠ প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ।

> বণ্টন নাকি ব্যবহার?

শ্রম দ্বন্দ্বের পরিবেশগত মাত্রা

সাইমন শাউপ, ইউনিভার্সিটি অফ বাসেল, সুইজারল্যান্ড

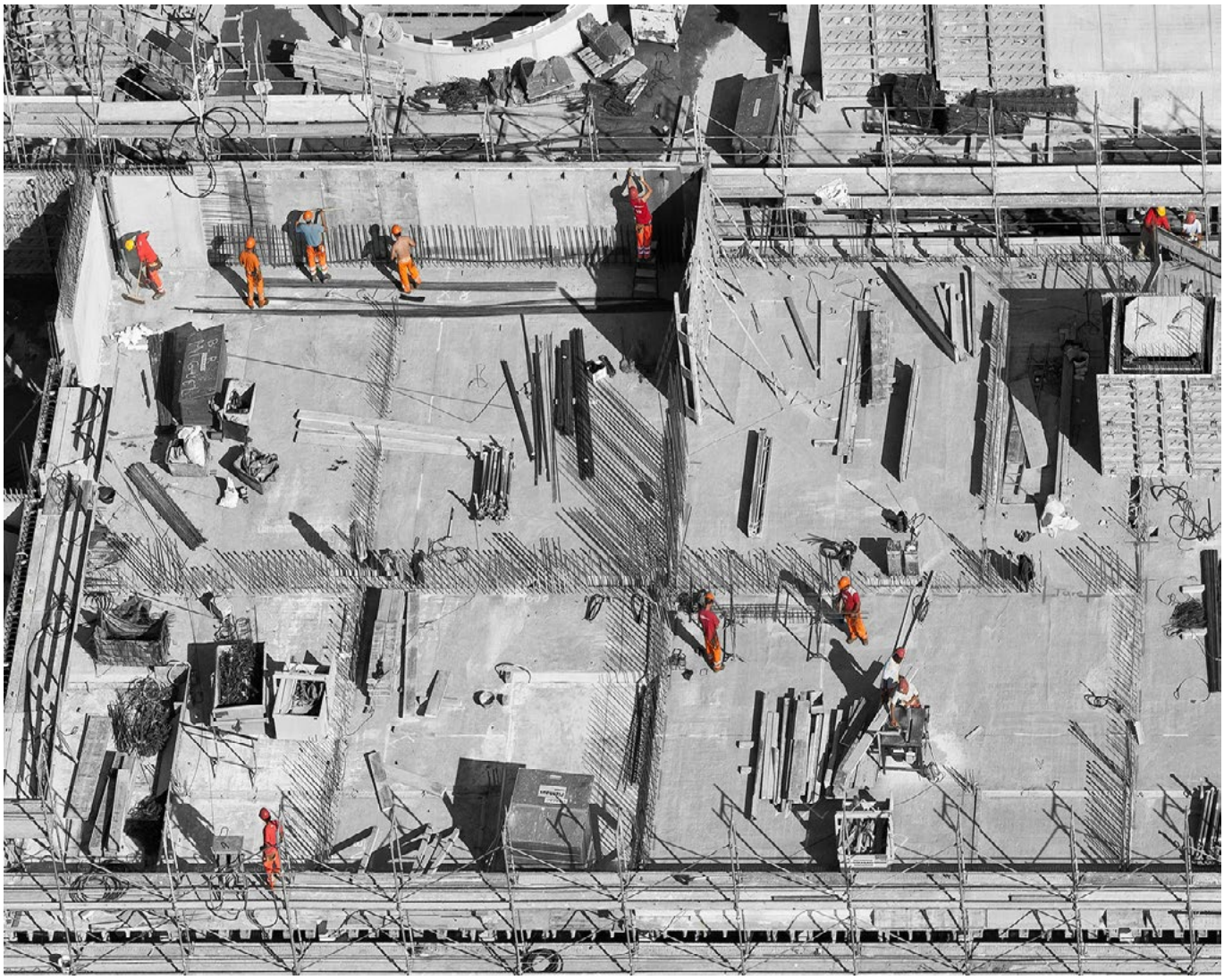

কৃতজ্ঞতা: রিকার্ডো গোমেজ অ্যাঞ্জেল, ২০১৭।

২০২২ সালের শরৎকালে কয়েক হাজার সুইস নির্মাণ শ্রমিক ধর্মঘটে গিয়েছিলেন। সেক্টরাল এমপ্লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন আপাতদৃষ্টিতে খুব অদ্ভুত একটি কারণ: জলবায়ু পরিবর্তনের কথা ইঙ্গিত করে সর্বাধিক সাপ্তাহিক কর্মঘন্টা ৫৮ এ বাড়ানোর দাবি করেছিল। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রতিকূল আবহাওয়া, নির্মাণ প্রকল্পের প্রায় ৪৫ শতাংশকে বিলম্বিত করে। কিন্তু এই ধরনের বিলম্বের কারণ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়ার পরিস্থিতির ফ্রিকোয়েন্সি এবং তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে তাপমাত্রা শ্রম উৎপাদনশীলতার হ্রাসের সাথে সম্পর্কিত। এটি নির্মাণ খাতকে তাপ প্রবাহের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ খাত হিসেবে তৈরি করে তোলে। তবে একই সময়ে, নির্মাণ খাত একটি প্রধান দূষণকারী এবং গ্রিনহাউস গ্যাসের উৎপাদক, উদাহরণস্বরূপ: শুধুমাত্র সিমেন্টের উৎপাদন বিশ্বব্যাপী কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের প্রায় ৮% উৎপন্ন করে।

> উৎপাদনের উপাদান হিসেবে প্রকৃতির আধিপত্য

আমার সাম্প্রতিক বই *মেটাবলিক পলিটিক্স, লেবার, নেচার অ্যান্ড দি ফিউচার অফ দি প্ল্যানেট* (জার্মান ভাষায় প্রকাশিত) এ আমি আলোচনা করেছি যে এই ধরণের ও অন্যান্য শ্রম দ্বন্দ্ব পুঁজিবাদী শ্রম প্রক্রিয়া এবং পরিবেশগত সংকটের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আমাদের কী শিক্ষা দিতে পারে। মূলধারার পরিবেশগত অর্থনীতি ও মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি আশ্চর্যজনক চুক্তি

>>

রয়েছে। চুক্তিটি হলো যে পরিবেশ ধ্বংসের মূল কারণ হল একটি সম্পর্ক যেখানে প্রকৃতিকে অর্থ প্রদান ছাড়াই 'বণ্টন' করা হয়, যার ফলে এর অতিরিক্ত ব্যবহারকে আর বেশি উৎসাহিত করা হয়। এটি অবশ্যই একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, তবুও প্রকৃতির বরাদ্দের ধারণার একটি বিশ্লেষণাত্মক ত্রুটি স্পষ্ট যে এটি একটি কাঁচামালের বিশাল ভাণ্ডার হিসাবে প্রকৃতির একটি চিত্রকে প্রকাশ করে যার পণ্যগুলি কেবল সেখানে সংগ্রহ করা যায়, বা যার 'ইকোসিস্টেম পরিষেবা' নিজেদের ইচ্ছামত উৎপাদনের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। বাস্তবতার সাথে এমন চিত্রের খুব একটা সম্পর্ক নেই। সম্পদ হিসাবে প্রকৃতির অস্তিত্ব নেই। 'প্রকৃতিকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে' কাজের জন্য বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। বণ্টনের ধারণাটি কেবল সেই ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা দেয় যার মাধ্যমে প্রকৃতির দিকগুলো ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়: এটি নিজেই কোন কিছুর বাস্তব সূচনা করে না; এটি একটি বিমূর্ততা। বরং, এটি মানব শ্রম যা প্রকৃতিকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার অংশ হতে বাধ্য করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি নদী কেবল পানি, শক্তি এবং খাদ্যের উত্স নয়, বরং এটি সর্বদা একটি ঝুঁকি হিসাবে বিদ্যমান। যেমন বলা যেতে পারে এটি মাঠ এবং বসতি প্লাবিত করতে পারে বা ট্র্যাফিক রুটগুলোকে অবরুদ্ধ করতে পারে। এই কারণে, প্রকৃতির ব্যবহারের জন্য সর্বদা নিয়ন্ত্রণের একটি দিক প্রয়োজন, যেমনঃ নদীকে অবশ্যই প্রবাহিত হওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, প্রাণীদের গৃহপালিত করতে হবে, আগাছা এবং কীটপতঙ্গ নির্মূল করতে হবে এবং এমন আরও অনেক কিছু করতে হবে। কাজেই ব্যবহার বলতে মূলত প্রকৃতির স্বায়ত্তশাসনের উপর আধিপত্যকে বোঝায়।

> প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ কখনই সম্পূর্ণ হয় না

যাইহোক, নিয়ন্ত্রণের কোন প্রচেষ্টা এই ধরণের স্বায়ত্তশাসনকে স্থায়ীভাবে দমন করতে পারে না। এর পরিবর্তে, নদী সময়ের সাথে সাথে ক্ষয়ের কারণে প্রবাহকে ব্যাহত করবে, পশুপাখি অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং আগাছা বারবার ফিরে আসবে। নিয়ন্ত্রণের কাজ অবিরামভাবে চলবে। উপরন্তু, ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বদা যৌক্তিকতার একটি উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে যাতে করে উচ্চ-ফলনশীল উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রজাতির বংশবৃদ্ধি হয়, জীবাশ্ম জ্বালানী প্রাকৃতিক বিপাককে ত্বরান্বিত করতে ব্যবহৃত হয়, জীবগুলিকে অর্থনৈতিকভাবে উপযোগী করার জন্য জেনেটিক্যালি পরিবর্তন করা হয়। তবুও, যথাসময়ে, এই ধরনের ব্যবহার বিরোধপূর্ণ ফলাফলের দিকে নিয়ে যায়, কারণ এটি সেই পদার্থগুলোকেই ধ্বংস করার চেষ্টা করে যার উপযোগিতা বাড়ানো এর উদ্দেশ্য ছিল। এই ফলাফলটি সাধারণত ব্যবহার করার জন্য আরও প্রচেষ্টার সাথে দেখা হয়। ডাস্ট বোলের ঘটনাটি এক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক হতে পারে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, ইউরোপীয় বসতি স্থাপনকারীরা আমেরিকান মিডওয়েস্টের তৃনভূমিগুলোর উপর লাঙ্গল চালিয়েছিল, যার ফলে ব্যাপক মাটির ক্ষয় এবং বালির ঝড় হয়েছিল। উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার জন্য, কৃত্রিম সার, কীটনাশক এবং যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষিকে আরও জোরদার করা হয়েছিল; কিন্তু এর ফলে উর্বর *জমির* আরও ক্ষতি হয়।

> মানব শ্রম: আরও একটি প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রকৃতির ব্যবহার ও শ্রমের ব্যবহারের মধ্যে সুস্পষ্ট মিল রয়েছে। প্রকৃতির অন্যান্য অংশের মতো, মানুষ কর্মী হিসাবে জন্মগ্রহণ করে না, তবে ক্রমাগতভাবে এইভাবে তৈরি হতে হয়। মানুষ কাজ করতে সক্ষম হওয়ার আগে, তাদের অবশ্যই বছরের পর বছর ধরে শিক্ষিত হতে হবে, যার অর্থ দাঁড়ায়, তাদের অবশ্যই সামাজিক নিয়ম মেনে চলতে হবে, যা শ্রম বিভাজনের মৌলিক শর্ত গঠন করে। উপরন্তু, কর্মীদের নিয়োগযোগ্য হওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সাধারণ শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। যখন তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন তাদের ,যত্ন ও স্নেহের প্রয়োজন হয় এবং যখন তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে তাদের শ্রমশক্তিকে পুনরুদ্ধার করা অবশ্য প্রয়োজন। মানবদেহকে যৌক্তিককরণ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রেই উপযোগী করে তোলা হয়।

প্রকৃতির সদব্যবহার ও শ্রমের সদব্যবহারের মধ্যে সম্পর্ক শুধু উপমায় সীমাবদ্ধ নয়। বরং, দুটি অপরিহার্যভাবে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতিকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার জন্য মানব শ্রমের তীব্র ব্যবহারকে সক্ষম করে তোলে, যার ফলে প্রকৃতিকে আরও নিবিড়ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। দাসপ্রথা ও বৃক্ষরোপণ অর্থনীতি পারস্পরিক গঠনমূলক ছিল, উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে: সংমিশ্রণ দ্বারা উৎপাদিত তুলার উদ্বৃত্ত, জীবাশ্ম জ্বালানীর তীব্র ব্যবহারসহ কারখানা শাসনের বস্তুগত ভিত্তি হয়ে ওঠে। প্রকৃতির অন্যান্য অংশগুলোর ব্যবহারের একটি সংমিশ্রণ অনুসরণ করা হয়েছে, যেখানে নতুন শ্রম সম্ভাবনা প্রয়োগ করা হয়েছিল। তবুও ব্যবহারের বিরোধিতামূলক ধ্বংসাত্মকতা সর্বদা ছায়ার মতো রয়েছে।

> সমস্ত শ্রম রাজনীতিই শেষ পর্যন্ত পরিবেশগত রাজনীতি

নির্মাণ শিল্প এর একটি প্রধান উদাহরণ। ১৮৯২ সালে ফ্রাঁসোয়া হেনেবিকে রিইনফোর্সড কংক্রিটের পেটেন্ট করেন, যা তাকে কয়েক দশক ধরে ইউরোপ জুড়ে কংক্রিট ভবন নির্মাণে অপার্থিব একচেটিয়া অধিকার দেয়। রিইনফোর্সড কংক্রিট বা মজবুত কংক্রিট নির্মাণ কোম্পানিগুলোকে শ্রমের খরচ কমাতে দেয়, কারণ এটি দক্ষ ইটভাটারদের ঐতিহ্যগত নৈপুণ্যের পেশাকে অনেকাংশে মুছে দেয়। দেয়ালগুলো এখন কেবল ছাঁচে ঢালাই করা হয়েছিল। তদুপরি, ব্যয়বহুল পাথরের পরিবর্তে মৌলিক উপাদান হিসাবে এখন বালি ব্যবহার করা যেতে পারে। কেননা কংক্রিটের উৎপাদনই প্রধান কারণ যার ফলে বর্তমানে পৃথিবীতে বালি সবচেয়ে ব্যাপকভাবে আহরিত সম্পদ। যেহেতু শুধুমাত্র নদী এবং হ্রদ থেকে বালি আহরণ করা হয়ে থাকে এবং নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হয়, সেহেতু এর উৎস এবং উৎপাদন বাস্তুতন্ত্রের ব্যাপক অবক্ষয় ঘটায়। তদুপরি, *নির্মাণ শিল্পের ফলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন* জলবায়ু পরিবর্তনের একটি প্রধান অবদানকারী, যার ফলস্বরূপ এটি শিল্পের উৎপাদনশীলতাকে হ্রাস করে।

কার্ল মার্কস যেমন যুক্তি দিয়েছিলেন, শ্রম যদি সর্বদা প্রকৃতির রূপান্তর হয়, তাহলে উৎপাদনের সমস্ত রাজনীতিও পরিবেশগত রাজনীতি - বা 'বিপাকীয় রাজনীতি'। এর অর্থ হল পরিবেশগত সংকট থেকে শিকড় এবং সম্ভাব্য উপায়গুলি বোঝার জন্য, আমাদের কাজের বিষয়গুলির উপর জোর দিতে হবে; এবং আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় পুঁজিবাদী শ্রম প্রক্রিয়ায় কাজ এবং প্রকৃতি উভয়ের ধ্বংসাত্মক ব্যবহারকে কীভাবে কাটিয়ে উঠতে হবে সেই প্রশ্নে আরও জোর দিতে হবে। এই অর্থে, কাজের তীব্রতার ফলে যে বিস্তৃত দুর্ভোগ হয় তার একটি অন্বেষণ করা পরিবেশগত মাত্রা রয়েছে, যা রূপান্তরকারী বিপাকীয় রাজনীতির জন্য একটি সূচনা বিন্দু হতে পারে। ■

সরাসরি যোগাযোগ: সাইমন শাউপ <simon.schaupp@unibas.ch>
Twitter: @simschaupp

অনুবাদঃ
রুমা পারভীন, প্রভাষক, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

> মধ্যপ্রাচ্যেও

ডিজিটাল প্রযুক্তির দ্বৈত সংকট

মোহাম্মদ জায়ানি, জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি, কাতার এবং **জো এফ. খলিল,** নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, কাতার

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস প্রকাশিত দ্যা ডিজিটাল ডাবল বাইন্ড বইয়ের প্রচ্ছদ থেকে অংশ।

আরব মধ্যপ্রাচ্য একটি উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের নতুন দুয়ার খুলে দিচ্ছে। ই-গভর্নমেন্ট, টেলিহেলথ বা ই-আদালত সহ যা কিছুই গ্রহণ করা হোক না কেন, ডিজিটাল রূপান্তর একটি বিপ্লবী শক্তি হিসেবে কাজ করছে, যা দীর্ঘদিন ধরে লালিত অভ্যাসগুলোকে পরিবর্তন করে এবং পরিবর্তনের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত খাতগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করে। সফল আঞ্চলিক স্টার্টআপ যেমন রাইড-শেয়ারিং অ্যাপ কারিম, উচ্চাভিলাষী উচ্চ-প্রযুক্তি নগর উন্নয়ন প্রকল্প যেমন নিওম, এবং ওয়ান মিলিয়ন আরব কোডার-এর মতো মহৎ উদ্যোগগুলো সমস্ত কিছুকে ডিজিটাল করার জন্য এই অঞ্চলের প্রচেষ্টার প্রমাণ। এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলোও ডিজিটাল প্রস্তুতির জন্য ডিজিটাল অবকাঠামো (যেমন স্যাটেলাইট, ফাইবার অপটিক্স, পরবর্তী প্রজন্মের নেটওয়ার্ক) বিনিয়োগ এবং জ্ঞান-অর্থনীতি গ্রহণের জন্য কাজ করছে। পাশাপাশি তারা ব্যাপক ডিজিটাল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিভিন্ন উদ্যোগ চালু করছে।

> আঞ্চলিক বৈষম্য এবং অন্তর্নিহিত উত্তেজনা

এটা সত্যি যে, মধ্যপ্রাচ্য এখনো সমানভাবে ডিজিটালের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেনি। অঞ্চলটি উল্লেখযোগ্য বৈষম্য প্রদর্শন করে, কিছু দেশ সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল রূপান্তরকে সাদরে গ্রহণ করেছে, যখন অন্যরা পিছিয়ে আছে। প্রযুক্তির অসম প্রবেশাধিকার ও ডিজিটাল সাক্ষরতার বিভিন্ন স্তর বিদ্যমান বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে, যা অঞ্চলের মধ্যে একাধিক ডি-জিটাল বিভাজন তৈরি করে। এই বিবেচনাগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ডিজিটাল রূপান্তর শুধু নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করা নয়। এটি প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে জটিল আন্তঃসম্পর্কে নেভিগেট করার বিষয় যা মধ্যপ্রাচ্যের রূপান্তর সম্পর্কে সহজ ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে অস্বীকার করে।

যদিও ডিজিটাল অগ্রগতি অভূতপূর্ব সুযোগ প্রদানের পাশাপাশি অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জও নিয়ে আসে। মধ্যপ্রাচ্যের ডিজিটাল জগতে প্রবেশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরিবর্তনের প্রয়াস ও এর প্রতিরোধের মধ্যে ক্রমবর্ধমান টানাপোড়েন। এই বৈপরীত্য অঞ্চলটিকে একটি দ্বৈত সংকটে আবদ্ধ করে, যেখানে ডি-

>>

জিটাল প্রযুক্তির গ্রহণ করা পরিবর্তনকে বাড়ায় এবং বিদ্যমান স্থিতাবস্থাও বজায় রাখে। ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত সম্ভাবনাগুলো অনেক অর্থনৈতিক খেলোয়াড়, সামাজকর্মী ও রাজনৈতিক শাসকদের জন্য উদ্বেগের কারণ; কারণ, তারা ডিজিটাল *দ্বৈত সংকটের* মুখোমুখি হয় এবং তাদেরকে প্রযুক্তিগত সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে বাধ্য করে, একই সঙ্গে ডিজিটাল ক্ষেত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে।

এই জটিলতাগুলো বোঝার জন্য আমাদেরকে প্রযুক্তির সাথে লোকেরা কী করে তা থেকে বিতর্ককে দূরে সরিয়ে নিয়ে এসে রাষ্ট্র, বাজার ও জনগণের ডিজিটাল নিমজ্জনের ফলে সৃষ্ট বিভাজন টানাপোড়েনগুলোকে অন্বেষণ করতে হবে। ডিজিটাল প্রবণতার বিশ্লেষণকে ছাড়িয়ে, আমাদের সামাজিক সম্পর্কগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করা উচিত।

> আধুনিকায়ন এবং প্রতিরোধের মধ্যকার অবস্থান

ঐতিহাসিকভাবে, প্রযুক্তির সাথে মধ্যপ্রাচ্যের সম্পর্ক আধুনিকীকরণ (আল-আসরানা) এবং আধুনিকতার (আল-হাদাথা) সাথে বোঝাপড়ার প্রচেষ্টা জড়িত। উপনিবেশিক যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত অঞ্চলটি প্রযুক্তিগত পরিবর্তন গ্রহণ ও প্রতিরোধ করেছে। এই ধরনের অস্পষ্টতা প্রতিফলিত করে যে, কীভাবে প্রযুক্তিগ্রহণ জটিল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক গতিশীলতার সাথে যুক্ত। যেমন ধরুন, সৌদি আরব। ১৯৬০-এর দশকে টেলিভিশন প্রবর্তনের বিরুদ্ধে রাজ্যের প্রতিরোধ এবং ১৯৯০-এর দশকে ইন্টারনেট গ্রহণের প্রতি তার উদ্বেগ শুধু টেলিভিশন শিল্পের মালিকানায় নেতৃত্ব দেওয়ার এবং একটি শক্তিশালী ডিজিটাল মিডিয়া সেক্টরকে উন্নীত করার জন্য আন্তঃসীমান্ত স্যাটেলাইট চ্যানেল গেমিং স্টুডিও থেকে বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল বিনিয়োগ ও স্বদেশী স্টার্টআপ এবং সমৃদ্ধির সাথে মিলে যায়।

শুরু থেকেই প্রযুক্তি গ্রহণ নি:সন্দেহে চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর জন্য প্রযুক্তিনির্ভরতা ছিল পশ্চিমা প্রভাব ও ক্ষমতার বিরুদ্ধে একটি জাগরণ যা তাদের আধুনিকায়ন প্রচেষ্টা ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় পশ্চিমা প্রযুক্তির প্রবেশাধিকারকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল। উচ্চ শিল্পায়নের বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক চাপ, দ্রুত পরিবর্তন ও দ্রুত নগরায়ন এই অঞ্চলের জন্য প্রযুক্তি এবং দক্ষতার স্থানান্তরকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

এই উন্নয়ন পথের আবেদনে প্রযুক্তি নিজেই যেমন বিকশিত হয়েছে তেমনই স্থায়ী হয়েছে। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বিশ্বায়নের পূর্ণশক্তি এবং ডিজিটাল পুঁজিবাদের আবির্ভাবের সাথে সাথে আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা ঐতিহ্যগত ক্ষেত্রে প্রযুক্তি স্থানান্তর থেকে ডিজিটাল রূপান্তরের দিকে মনোযোগ স্থানান্তরিত করেছে। এই ক্রমবর্ধমান প্রেক্ষাপটে জ্ঞান-অর্থনীতি গ্রহণ করা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক পরিবর্তন অর্জনের জন্য একটি বড় বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

> যৌথ আকাঙ্ক্ষা এবং অসম উন্নয়ন

বাস্তবতার নীরিখে যদিও এই প্রযুক্তিগত উন্নয়ন অসমভাবে বন্টিত এবং যদিও কিছু দেশে (যেমন, ইয়েমেন, সুদান, সিরিয়া) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) অবকাঠামো এবং ডিজিটাল প্রস্তুতির ক্ষেত্রে স্পষ্টতই ঘাটতি রয়েছে, অন্যদিকে কিছু দেশ (যেমন, উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলো) ডিজিটাল মাধ্যমকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে, পরবর্তী প্রজন্মের নেটওয়ার্কে এবং স্মার্ট শহর নির্মাণে বিনিয়োগ করছে। যেখানে কিছু দেশ (উদাহরণস্বরূপ, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার এবং সৌদি আরব) বৈশ্বিক ডিজিটাল কর্মক্ষমতা ও প্রস্তুতির তালিকায় বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে এবং ডিজিটাল পাওয়ার হাউস হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে, সেখানে ইন্টারনেটের প্রাথমিক ব্যবহারকারী দেশগুলো (যেমন তিউনিসিয়া) ডিজিটাল রূপান্তরের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে। ইতিমধ্যে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) প্রতিভায় সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে স্বীকৃত (যেমন, জর্ডান) হলেও আঞ্চলিক ডিজিটাল/আইটি হাব হিসাবে বিকশিত হয়নি।

যদিও দুর্বল অবকাঠামো প্রায়ই নিম্ন অর্থনৈতিক সূচক এবং/অথবা সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে যুক্ত থাকে, তবে এটা সবসময় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে উপস্থাপিত হয় না। অতএব, কেবল অবকাঠামোগত, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে ডিজিটাল মাধ্যমগুলোতে বিবেচনা করার বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটসহ - বিভিন্ন কারণগুলো একটি দেশের ডিজিটাল ল্যান্ডস্কেপ (প্রেক্ষাপট) ও প্রস্তুতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে গঠন করে। সুতরাং, ব্যাপক বিশ্লেষণ ও কার্যকর নীতি প্রণয়নের জন্য একটি সূক্ষ্ম বোঝাপড়া অপরিহার্য।

> আন্তরিক ডিজিটাল মোড়

যেখানে ঘাটতিগুলো কাটিয়ে উঠছে, এমনকি সেখানে মধ্যপ্রাচ্যের ডিজিটাল নিমজ্জন পরিবর্তনের জন্য ক্রমবর্ধমান প্রেরণা এবং সেই পরিবর্তনের প্রতিরোধের মধ্যে একটি টানাপোড়েনে আবদ্ধ। এটি সেই *ডিজিটাল দ্বৈত সংকট* যেখানে অঞ্চলটি আটকা পড়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি গ্রহণ এবং অভিযোজিত করার সময় রাষ্ট্র, বাজার ও জনসাধারণকে একটি আন্তরিক ডিজিটাল ক্ষেত্রের দিকে নিয়ে গেলেও এই ধরনের প্রচেষ্টা পরস্পরবিরোধীভাবে অঞ্চলটিকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের জন্য গতি অর্জন করতে বাধা দেয়, যা একটি রাষ্টের স্থায়িত্ব প্রদান করে।

কার্যত, রাষ্ট্রগুলো ডিজিটাল প্রযুক্তি গ্রহণ করে কিন্তু তাদের নাগরিকদের ইন্টারনেট থেকে আলাদা রাখে। তারা এমন জ্ঞান-অর্থনীতির বিকাশ করতে চায় যা নতুনত্ব ও সৃজনশীলতার উপর সমৃদ্ধ হয় এবং বিশেষাধিকার ও অধিকারের উপর ভিত্তি করে ক্লায়েন্টলিস্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করে। তারা একটি শ্রেণিবদ্ধ, ঝুঁকি-প্রতিরোধী ব্যবসায়িক সংস্কৃতি বজায় রেখে একটি স্টার্টআপ সংস্কৃতি প্রচার করে।

তবে, এই জটিলতার মধ্যে এটা স্বীকার করা অপরিহার্য যে, পরিবর্তন ও স্থিতাবস্থা পারস্পরিকভাবে একচেটিয়া নয়। মধ্যপ্রাচ্যের উন্নয়নের পথটি ধারাবাহিকতা ও রূপান্তর উভয়ের দ্বারা চিহ্নিত যা প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ও রাজনৈতিক গতিশীলতার মধ্যে জটিল আন্তঃসম্পর্ককে প্রতিফলিত করে। ■

সরাসরি যোগাযোগ:
মোহাম্মদ জায়ানি <mz92@georgetown.edu>
জো এফ. খলিল <jkhalil@northwestern.edu> / Twitter: @JoeKhalil

অনুবাদ:
ড. রাসেল হোসাইন, সহাকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ।

> গাজার শিক্ষাবিদদের

পক্ষ থেকে খোলা চিঠি

গাজার শিক্ষকবৃন্দ

কোলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত গাজা সংহতি শিবির, চতুর্থ দিন, এপ্রিল ২১, ২০২৪। কৃতজ্ঞতা: উইকিমিডিয়া কমন্স।

আমরা, গাজার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্যালেস্টাইন শিক্ষাবিদ ও কর্মীরা, একত্রিত হয়েছি আমাদের অস্তিত্ব, সহকর্মীদের ও শিক্ষার্থীদের অস্তিত্ব এবং আমাদের ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্য। যা সমস্ত ধ্বংসের চেষ্টার বিরুদ্ধে অবিচল রয়েছে।

ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী আমাদের ভবন ধ্বংস করেছে, কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ধ্বংস করতে পারেনি। আমরা আমাদের সামষ্টিক সংকল্প পুনরায় নিশ্চিত করছি যে, আমরা আমাদের প্যালেস্টাইন বিশ্ববিদ্যালয়ে যত দ্রুত সম্ভব শিক্ষা, গবেষণা ও অধ্যয়ন পুনরায় শুরু করব এবং আমরা আমাদের নিজস্ব ভূমিতে থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আমাদের বিশ্বব্যাপী বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের কাছে আমরা আহ্বান জানাই যে, অধিকৃত প্যালেস্টাইনে চলমান শিক্ষাবিরোধী প্রচারণার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন, আমাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্নির্মাণে আমাদের পাশে কাজ করুন এবং আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর স্বকীয়তা মুছে ফেলার বা দুর্বল করার যেকোনো পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করুন। গাজার তরুণদের ভবিষ্যৎ আমাদের উপর নির্ভর করছে এবং আমাদেরকে আমাদের ভূমিতে থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সেবা করার সুযোগ দিতে হবে।

দখলদার বাহিনীর বোমার নিচে, রাফাহর শরণার্থী শিবিরে এবং মিশর ও অন্যান্য হোস্ট দেশে আমাদের সাময়িক আশ্রয়ের স্থান থেকে আমরা এই আহ্বান জানাচ্ছি । আমরা এটি প্রচার করছি যখন ইসরায়েলি দখলদাররা প্রতিদিন আমাদের বিরুদ্ধে তাদের গণহত্যার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে, যা আমাদের সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি অংশকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করছে।

আমাদের পরিবার, সহকর্মী ও শিক্ষার্থীরা হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছে, আবারও আমরা গৃহহীন হয়ে পড়েছি। আমাদের পিতামাতা ও দাদী-নানীদের ১৯৪৭ এবং ১৯৪৮ সালে জায়নিস্ট সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা সংঘটিত গণহত্যা ও গণ-উচ্ছেদের অভিজ্ঞতা পুনরুজ্জীবিত করছি।

আমাদের নাগরিক অবকাঠামো-বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, হাসপাতাল, গ্রন্থাগার, জাদুঘর এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র-যা আমাদের জনগণের প্রজন্মের পর প্রজন্ম তৈরি করেছে, তা এই ধারাবাহিক নাশকতার কারণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আমাদের শিক্ষা অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করা গাজাকে বসবাসের অযোগ্য করার এবং আমাদের সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোকে দুর্বল করার এটি একটি সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা। তবে আমরা আমাদের জ্ঞান এবং দৃঢ় সংকল্পের শিখা নেভাতে দেব না।

ইসরায়েলি দখলদারদের মিত্ররা যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে তথাকথিত পুনর্গঠন প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে আরেকটি শিক্ষাবিরোধী ফ্রন্ট খুলেছে, যা গাজায় স্বাধীন প্যালেস্টাইন শিক্ষাব্যবস্থার সম্ভাবনাকে নির্মূল করার চেষ্টা করছে। আমরা এই ধরনের সমস্ত প্রকল্পকে প্রত্যাখ্যান করছি এবং আমাদের সহকর্মীদেরকে এতে কোনোভাবে জড়িত না হতে আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিক সহকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যে, যেকোনো শিক্ষাগত সহায়তার প্রচেষ্টা সরাসরি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে সমন্বয় করে করা হোক।

আমরা আমাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই যারা আমাদের সাথে সংহতি প্রকাশ করেছে এবং এই চ্যালেঞ্জিং সময়ে আমাদেরকে সহায়তা দিয়েছে। তবে, আমরা জোর দিয়ে বলছি যে, পু-

>>

নরায় গাজার প্যালেস্টাইন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চালু করতে এই প্রচেষ্টাগুলিকে কার্যকরভাবে সমন্বিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা গাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনরায় চালু করার জরুরি প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করছি, যা কেবল বর্তমান শিক্ষার্থীদের সহায়তা নয়, আমাদের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য। শিক্ষা শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জনের একটি মাধ্যম নয়, এটি আমাদের অস্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ এবং প্যালেস্টাইন জনগণের জন্য একটি আশার আলো।

সুতরাং, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্পূর্ণ অবকাঠামো পুনর্গঠন এবং নতুন করে নির্মাণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী কৌশল প্রণয়ন অপরিহার্য। তবে, এই ধরনের উদ্যোগগুলো সম্পন্ন করতে প্রচুর সময় এবং অর্থের প্রয়োজন। যা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার সক্ষমতাকে বিপন্ন করতে পারে এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মীদের হারানোর ঝুঁকির সৃষ্টি করতে পারে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে, অবকাঠামো ধ্বংসের কারণে যে ব্যাঘাত ঘটছে, তা কমাতে দ্রুত অনলাইন শিক্ষার দিকে রূপান্তর করা অত্যাবশ্যক। এই রূপান্তরের জন্য পরিচালন ব্যয়, বিশেষ করে শিক্ষকদের বেতন, মেটানোর জন্য বিস্তৃত সহায়তার প্রয়োজন।

গণহত্যা শুরুর পর থেকে শিক্ষার্থীদের ফি, যা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রধান আয় কমেছে। আয়ের অভাবে শিক্ষকদের বেতন নেই, যার ফলে অনেকেই বাইরের সুযোগের সন্ধান করতে বাধ্য হচ্ছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মী ও শিক্ষকদের জীবিকা ছাড়াও, শিক্ষাবিরোধী প্রচারণার কারণে এই আর্থিক চাপ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যতের জন্য একটি অস্তিত্বের সংকট সৃষ্টি করছে।

সুতরাং, শিক্ষাব্যবস্থার টিকে থাকার জন্য এখনই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আর্থিক সঙ্কট মোকাবিলা করার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমরা সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অনুরোধ করছি যে, এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সমর্থনে তাদের প্রচেষ্টাকে অবিলম্বে সমন্বয় করুন।

গাজার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পুণর্গঠন শুধুমাত্র শিক্ষার বিষয় নয়; এটি আমাদের দৃঢ়সংকল্প, অবিচলতা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতির একটি প্রমাণ।

গাজার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের শিক্ষক, কর্মী ও শিক্ষার্থীদের এবং সামগ্রিকভাবে প্যালেস্টাইন জনগণের উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ। আমরা বিশ্বের জনগণ এবং নাগরিকদের প্রতি কৃতজ্ঞ যারা এই চলমান গণহত্যার অবসান ঘটাতে কাজ করছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রক্ষা এবং ভবিষ্যতের জন্য আমাদের জনগণের পক্ষে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় সমর্থন জানাতে দেশ এবং আন্তর্জাতিকভাবে আমরা আমাদের সহকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানাই। আমরা তাঁবু থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গড়ে তুলেছি এবং তাঁবু থেকেই, আমাদের বন্ধুদের সহায়তায়, আমরা সেগুলো আবারও পুনর্নির্মাণ করব। ■

এই চিঠিতে গাজা থেকে ১৮৫ জন একাডেমিক স্বাক্ষর করেছেন। স্বাক্ষরকারীদের পূর্ণ তালিকা দেখতে এখানে ক্লিক করুন:
https://www.aljazeera.com/opinions/2024/5/29/open-letter-by-gaza-academics-and-university-administrators-to-the-world

অনুবাদ:
ড. মুমিতা তানযীলা, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ।

ISA PUBLICATIONS

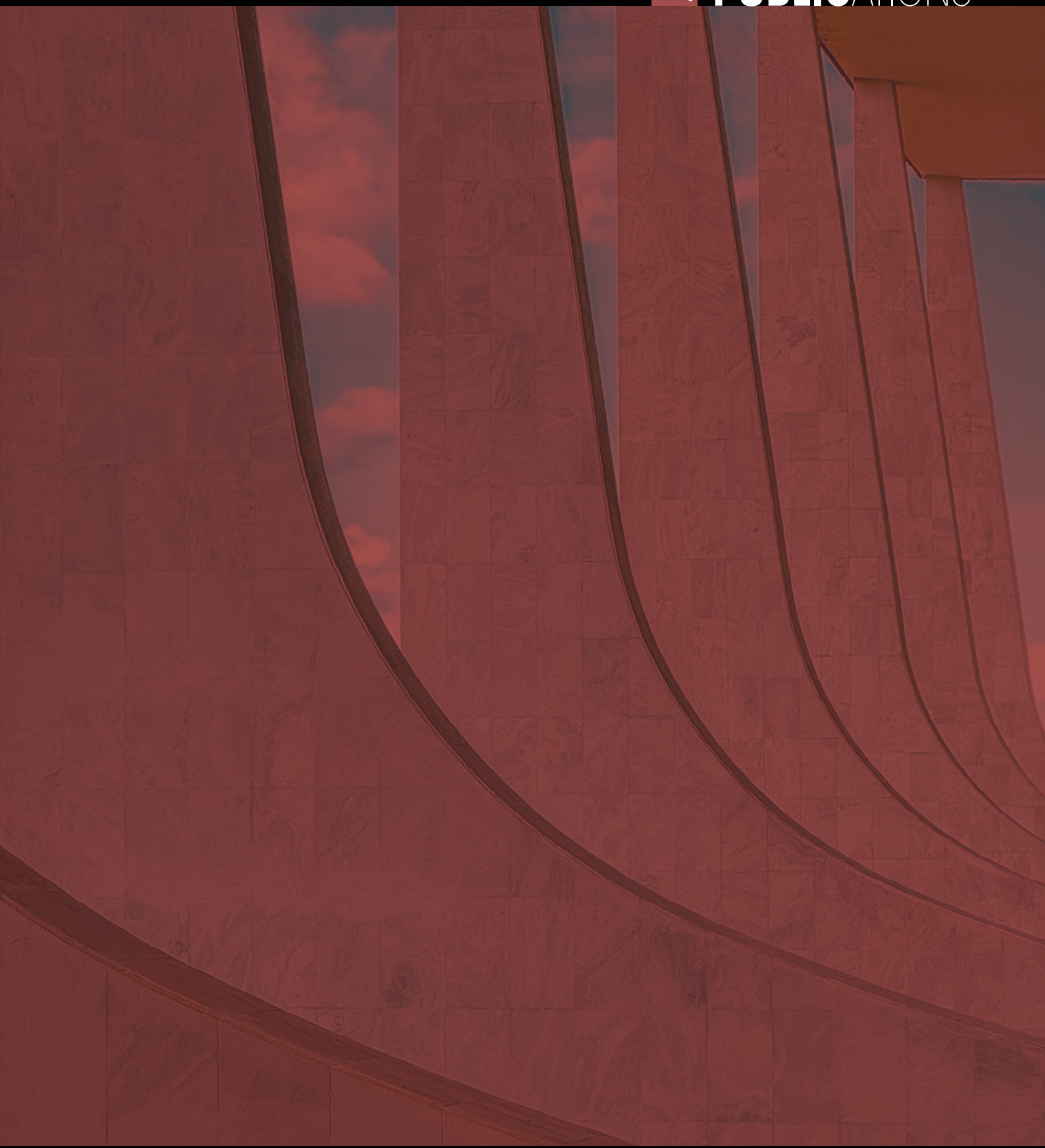

GLOBAL DIALOGUE

ISA International Sociological Association

https://globaldialogue.isa-sociology.org/
@isagdmag
www.isa-sociology.org